আযকারে
মাসনূনাহ
ইমাম ইবনে কাইয়েম

সূচীপত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুনাজাত

إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ ...

"আল্লাহ ঘুমান না। ঘুমানো তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। তিনি কাজকর্মের পাল্লা উঁচু ও নিচু করে থাকেন। রাতের কাজসমূহ দিন শুরু হওয়ার পূর্বেই তাঁর কাছে পেশ করা হয় এবং দিনের কাজসমূহ রাত আসার পূর্বেই তাঁর সামনে পেশ করা হয়ে থাকে।"

নবী (সা)-এর বাণী

www.pathagar.com

بســم اللّٰه الـرحـمٰـن الـرحـيـم

সকাল ও সন্ধ্যার দু'আ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ـ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে অধিকমাত্রায় স্মরণ করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা আহযাব ঃ ৪১, ৪২)

জাওহারী বলেন ঃ "اصيل" অর্থ আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়। এর বহুবচন হচ্ছে– أُصُلٌ، آصَالٌ ও أَصَائِلُ।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ـ (المؤمن : ٥٥)

প্রশংসাসহ সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো।

(সূরা মু'মিন ঃ ৫৫)

দিনের প্রারম্ভকে اِبْكَارٌ এবং শেষভাগকে عَشِيٌّ বলা হয়।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ (ق : ٣٩)

সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) প্রশংসাসহ তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো। (সূরা কাফ ঃ ৩৯)

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِه পড়বে কিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম পাথেয় নিয়ে আর কেউ-ই আসবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এ দু'আটি তার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী পড়েছে।

www.pathagar.com

টীকা ঃ নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু দাউদ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ কথাটিসহ এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন। হাকিমের রেওয়ায়েতে সকালে একশ'বার এবং সন্ধ্যায় একশ'বার পড়বার কথা উল্লেখ আছে। সেখানে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমুদ্রের বুদবুদের সমান গুনাহ হলেও তার সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। হাকিম ও ইবনে হিব্বান আবু দাউদের উক্তিতে এটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও তার শর্তে উত্তীর্ণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সন্ধ্যা হলেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন ঃ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ - رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا - رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ - رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعذَابٍ فِى الْقَبْرِ -

"আমরা ও গোটা দেশ আল্লাহর হুকুমে সন্ধ্যা করলাম। আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। চূড়ান্ত ক্ষমতা ও বাদশাহী তাঁরই। তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হে আমার রব, এই রাতের মধ্যে যা আছে এবং এরপর যা হবে আমি তোমার কাছে তার কল্যাণকর দিক প্রার্থনা করছি। আর এই রাতের মধ্যকার অকল্যাণ ও তারপর আগমনকারী অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আমার রব, আমি অলসতা ও ক্ষতিকর বৃদ্ধাবস্থা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে রব, আমি দোযখ ও কবরের আযাব থেকেও তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"

সকাল বেলায়ও তিনি এ দু'আটি পড়তেন। শুধু 'اَمْسَيْنَا' (আমরা সন্ধ্যা করলাম) ও "اَمْسٰى" শব্দ দু'টির স্থলে 'اَصْبَحْنَا' (আমরা সকাল করলাম) ও "اَصْبَحَ الْمُلْكُ" (গোটা দেশও সকাল করলো) কথা দু'টি এবং "هٰذِهِ اللَّيْلَةِ"

www.pathagar.com

(এই রাতের) স্থলে هٰذَا الْيَوْمِ (এই দিবাভাগ) শব্দটি বলতেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে আবী শায়বা)

সুনানে তিরমিযীতে আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ পড়ে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কি পড়বো? তিনি বললেন "قُلْ هُوَ اللّٰهُ" শেষ পর্যন্ত এবং "مُعَوِّذَتَيْنِ" (অর্থাৎ "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" ও "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ") সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ো। এগুলি সবকিছু থেকে তোমাকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে।

টীকা ঃ তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বুখারী, সুনানে আরবা'আতে (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা) হযরত আয়েশা (রা) থেকেও এ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তিরমিযীর আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের বলতেন, সকাল হলে তোমরা এই দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

"হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যেই আমরা সকাল করেছি, এবং তোমার সাহায্যেই সন্ধ্যা করেছি। তোমার করুণায় আমরা বেঁচে আছি, তোমার নির্দেশেই মরবো এবং তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে।"

আর যখন সন্ধ্যা হবে তখন এই দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ -

"হে আল্লাহ, আমরা তোমার সাহায্যে সন্ধ্যা করেছি, তোমার সাহায্যে সকাল করেছি, তোমার দয়ায় বেঁচে আছি, তোমার আদেশে মৃত্যুবরণ করবো এবং সবশেষে তোমার কাছে হাজির হতে হবে।"

www.pathagar.com

টীকা ঃ সুনানে আরবা'আ, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী আওয়ানা, ইবনে সুন্নী ('আমালুল ইয়াওমে ওয়াল লাইলা গ্রন্থে) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান এবং সহীহ। ইবনে হিব্বান ও ইমাম নববী একে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। মুসনাদে আহমাদে শুধু সকাল বেলার দু'আটি উদ্ধৃত হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'সাইয়েদুল ইসতিগফার' বা সর্বাধিক ব্যাপক অর্থপূর্ণ দু'আ হচ্ছে এটি ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ، وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ، فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ (بخارى، ترمذى، نسائى، طبرانى، امام احمد)

"হে আল্লাহ, তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতির (আনুগত্য চুক্তি) ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আর আমি যাকিছু করেছি তার অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমি তার মূল্য দেই। নিজের গুনাহসমূহ স্বীকার করি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।"

যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এ দু'আটি পড়লো এবং সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করলো। কিংবা সকালে পড়লো এবং সেদিনই মৃত্যুবরণ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

টীকা ঃ ক্ষমা প্রার্থনার এই দু'আটি বুরাইদা আসলামী (রা) থেকেও নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে শুধু এতটুকু তারতম্য আছে যে اَبُوْءُ শব্দটির পর উভয় স্থানেই لَكَ শব্দটি নেই।

তিরমিযীর বর্ণনা মতে, হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ঃ আমাকে এমন একটি দু'আ বলে দিন যা আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বো। নবী (সা) বললেন,

www.pathagar.com

সকালে ও সন্ধ্যায় এবং শয্যা গ্রহণের সময় এ দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ وَاَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلٰى اَنْفُسِنَا اَوْ نَجُرَّهُ اِلٰى مُسْلِمٍ۔

"হে আল্লাহ, দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞানের অধিকারী, পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি বস্তুর মালিক ও প্রতিপালক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ, শয়তানের অকল্যাণ এবং তার ষড়যন্ত্রসমূহ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়া কিংবা অন্য কোনো মুসলমানের জন্য গোনাহর কারণ হওয়া থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইবনে হিব্বান এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম নববী এ হাদীসকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিরমিযীর মতে এ হাদীস হাসান এবং সহীহ। হাকিমের মতে এ হাদীস সহীহুল ইসনাদ। হাফেজ যাহাবীও এ মত সমর্থন করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এ প্রসঙ্গেই তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবু রাশিদ জাবরানীর একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যাতে আবু রাশিদ বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের কাছে গিয়ে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন, আমাকে বলুন। তিনি একখানা সহীফা এনে আমার সামনে রেখে বললেন ঃ 'এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য লিখিয়েছিলেন।' আমি সেটি পড়তে থাকলে তাতে এ কথাটি লিখিত দেখলাম যে, আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ আমাকে কোনো দু'আ শিখিয়ে দিন যা আমি সকালে ও সন্ধ্যায় পড়বো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লিখিত দু'আটি বললেন।" (আবু রাশিদ বর্ণিত হাদীসটি তাবারানীও তাঁর 'মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হায়সামী মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলের রেওয়ায়েতকে 'হাসান' এবং তাবারানীর রেওয়ায়েতকে 'সহীহ' আখ্যায়িত করেছেন।) ইবনে কাইয়েমের রেওয়ায়েতটি তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) এবং আবু রাশিদ জাবরানী থেকে তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলের রেওয়ায়েতে মামুলি ধরনের শাব্দিক তারতম্য এবং

www.pathagar.com

কোনোটা আগে ও কোনোটা পরে ব্যবহার করা হয়েছে। আবু রাশিদের বর্ণনায় এও প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হাদীস লিপিবদ্ধ করা হতো। সুতরাং আবু আবদুর রাহমান জেবেল্লী আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে সামান্য শাব্দিক তারতম্যসহ এ দু'আটিই বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুর রাহমানকে নির্ভরযোগ্য তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি ১০০ হিজরীতে আফ্রিকায় ইনতিকাল করেন। তিনি বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর একখানা সহীফা বের করে আমার সামনে আনলেন এবং একটি দু'আ বের করে বলতে লাগলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন। আবু আবদুর রাহমান বলেন, নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে শয্যা গ্রহণের সময় এ দু'আটি পড়তে বলেছিলেন। (আহমাদ-হায়সামী)

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর যে বান্দাই প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পড়ে, কোনো কিছুই তার ক্ষতিসাধন করতে পারেনা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَ لاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের কোন জিনিস ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি মহাশ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরিকে হাকিম। ইবনে হিব্বান ও হাকিম একে সহীহ বলেছেন। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান, গারীব ও সহীহ হাদীস। আবু দাউদে অতিরিক্ত এ কথাও আছে যে, হযরত 'উসমানের (রা) পুত্র আবান পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলে যে ব্যক্তি তাঁকে তাঁর পিতা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছিলো সে তাঁকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতে থাকলো (অর্থাৎ সে দ্বিধান্বিত হলো এই ভেবে যে, এ হাদীসে একদিকে রয়েছে পূর্ণ নিরাপদ থাকার প্রতিশ্রুতি, অপরদিকে বর্ণনাকারী নিজেই পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে)। এ দেখে আবান বললো, কি দেখছো? আল্লাহর শপথ! আমি নিজে আমার পিতার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিনি এবং আমার পিতাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিথ্যাকে সম্পর্কিত করেননি। আমার ওপরে এ বিপদ আপতিত হওয়ার কারণ হলো, আজ আমি দু'আটি পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

সাওবান (রা) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম) এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত বিষয়বস্তু স্বীকার করবে কিয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য কর্তব্য করে নেবেন।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ـ

"আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি।"

টীকা ঃ তাবারানী *'মু'জামুল আওসাত'* গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সন্ধ্যাকালে اَصْبَحْتُ-এর পরিবর্তে اَمْسَيْتُ (আমি সন্ধ্যা করলাম) পড়তে হবে।

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় নিম্নলিখিত দু'আটি একবার পড়বে আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে এক-চতুর্থাংশ মুক্ত করবেন। দুইবার পড়লে, অর্ধেক মুক্তি দান করবেন। তিনবার পড়লে তিন-চতুর্থাংশ অব্যাহতি দান করবেন এবং চারবার পড়লে আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখের আগুন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَ اُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ـ (ترمذى)

"হে আল্লাহ, আমার সকাল হলো। এখন আমি তোমাকে তোমার আরশ বহনকারীদেরকে, সমস্ত ফেরেশতাদেরকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে এ বিষয়ে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ তোমার বান্দা ও রাসূল।" (তিরমিযী)

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে গানাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল বেলা এ দু'আ পড়লো

www.pathagar.com

সে সারাদিনের শুকরিয়া আদায় করলো এবং যে সন্ধ্যাকালে এ দু'আ পড়লো সে সারারাতের শুকরিয়া আদায় করলো।

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ ـ

"হে আল্লাহ, আমি এবং তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে-ই যে নিয়ামত লাভ করেছে তা কেবল তোমার নিকট থেকেই লাভ করেছে। তুমি এক, একক ও লা-শরীক। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য।"

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে হিব্বান তিনজনই আবদুল্লাহ ইবনে গানাম এবং ইবনে সুন্নী এটি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

সুনানে তিরমিযী ও সহীহ হাকিমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় কখনো নিচের দু'আটি পাঠ করা পরিত্যাগ করতেন না।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِىْ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَ اَهْلِىْ وَمَالِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ، وَ اَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় স্থানে তোমার ক্ষমার মুখাপেক্ষী। হে আল্লাহ, আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের জন্য তোমার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থী। হে আল্লাহ, আমার গোপনীয় বিষয়সমূহ গোপন করো এবং অস্বস্তিকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত করো। হে আল্লাহ, আমাকে সম্মুখ-পেছন, ডান-বাঁ এবং উপর থেকে হিফাজত করো। আর অকস্মাৎ আমাকে নীচে থেকেও যেনো ধ্বংস না করা হয় সেজন্যও তোমার বিশাল ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি (অর্থাৎ ভূমিধসে যেনো নীচে তলিয়ে না যাই)।"

www.pathagar.com

ওয়াকী' (ইমাম আহমাদের উস্তাদ) বলেন ঃ নবী (সা) শেষ বাক্যটি দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, আল্লাহ্ তাআলা যেনো ভূমিধসের আযাব থেকে রক্ষা করেন।

টীকা ঃ চারটি সুনান গ্রন্থ (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা) মুসনাদে আহমাদ, মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, সহীহ্ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরিকে হাকিম। ইবনে হিব্বান ও হাকিম এটিকে সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম নববী বলেন ঃ আমি বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি। ইমাম আহমাদ ও ইবনে আবী শায়বা (র) عَوْرَاتِىْ ও رَوْعَاتِىْ শব্দ দুটির বহুবচন ব্যবহার না করে একবচন عَوْرَتِىْ ও رَوْعَتِىْ বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট সবাই শব্দটিকে বহুবচন ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন।

তালাক বিন হাবীব বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি আবুদ্ দারদার কাছে এসে বললো ঃ 'তোমার বাড়ীতে আগুন লেগেছে।' আবুদ্দারদা বললেন ঃ 'আমার বাড়ীতে কোনো প্রকার আগুন লাগেনি।' আল্লাহর পবিত্র সত্তা এরূপ করতে পারেন না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এমন কিছু কালেমা শুনেছি (এবং তা সব সময় পড়ে থাকি) যে, দিনের প্রারম্ভে যে ব্যক্তি তা পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো মুসিবত আসবে না এবং দিনের শেষে পড়লে সকাল পর্যন্ত তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হবে না। সেই কালেমাগুলো হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ مَاشَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا شَاءَ لَمْ يَكُنْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَ اَنَّ اللّٰهَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّىْ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"হে আল্লাহ, তুমিই আমার পালনকর্তা। আর তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তোমার ওপরেই আমার ভরসা। তুমিই মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। মহান ও মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কৌশল ও শক্তিই কার্যকরী হয় না। আমি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন

www.pathagar.com

করে আছে। হে আল্লাহ, আমি আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রতিটি প্রাণীর অকল্যাণ থেকে– যার নিয়ন্ত্রণ আমার রবের হাতে– আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার রব সঠিক পথের অধিকারী।"

শয্যা গ্রহণকালীন দু'আ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এই দু'আটি পড়তেন ঃ

بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ ও জীবন লাভ করি।"

তিনি যখন নিদ্রা থেকে জাগতেন তখন এই দু'আটি পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرِ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবন দান করলেন। অবশেষে তাঁর সামনেই আমাদেরকে হাজির হতে হবে।"

টীকা ঃ এটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইমাম আহমাদ ও ইবনে আবী শায়বা থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো যখন তিনি বিছানায় শুয়ে পড়তেন তখন নিজের ডান হাত গালের নীচে রেখে এই দু'আটি পড়তেন। এ দু'আর দ্বিতীয় অংশটি (ঘুম থেকে জেগে পড়ার দু'আ) ইমাম আহমাদ (র) বারা ইবনে আযেব এবং আবু যার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমও যথাক্রমে আবু যার (রা) এবং বারা ইবনে আযেবের বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা)-এর নিয়ম ছিলো প্রত্যেক রাতে যখন তিনি ঘুমের জন্য বিছানায় যেতেন তখন দুই হাতের তালু সংযুক্ত করতেন এবং তারপর সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং নিজের দেহের যতোদূর পর্যন্ত সম্ভব তার ছোঁয়া লাগাতেন। স্পর্শ করা শুরু করতেন মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সম্মুখভাগ থেকে। এরূপ তিনবার করতেন।

www.pathagar.com

সূরা ইখলাস হচ্ছে–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ، وَ لَمْ يُوْلَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔

"(হে নবী,) বলে দাও, সেই আল্লাহ্ এক। তিনি অভাবশূন্য অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্মদান করেননি। তিনিও কারো জাত নন। এবং কেউ তার সমকক্ষ নেই।"

টীকা ঃ ইমাম নববী বলেন ঃ 'মাথা, মুখমণ্ডল এবং শরীরের সম্মুখভাগ থেকে মাসেহ শুরু করতেন' কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি যথাসম্ভব শরীরের পেছনের দিকেও মসেহ করতেন। (আল ফাতহুর রব্বানী)।

সূরা ফালাক হচ্ছে–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔

"(হে নবী,) বলে দাও, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যূষের রবের– যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে, অন্ধকারের অকল্যাণ থেকে যখন তা ঘনীভূত হয়ে আসে, গিরায় ফুঁকদানকারিনী নারীদের অকল্যাণ থেকে এবং হিংসুকের অকল্যাণ থেকে যখন সে হিংসায় লিপ্ত হয়।"

সূরা নাস হচ্ছে–

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ۔ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔

"(হে নবী) বলে দাও, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের, মানুষের বাদশাহর ও মানুষের ইলাহর কাছে– এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বার বার ফিরে আসে, যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।"

www.pathagar.com

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এ ঘটনার উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মসজিদে নববীতে সাদকায়ে ফিতর হিসেবে জমাকৃত খাদ্যশস্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি পর পর দুই রাত সেখানে খাদ্যশস্যের স্তূপের কাছে এসে মুঠি ভরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকলো। প্রতিবারই হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাকে হাতেনাতে পাকড়াও করলেন। কিন্তু নিজের চরম দরিদ্রদশার কথা বলে এবং পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে মুক্তিলাভ করলো। তৃতীয় রাতে সে আবার আসলো। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তাকে পাকড়াও করে বললেন ঃ এবার আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির না করে ছাড়ছি না। সে অনুনয় করে বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, যা তোমার জন্য খুবই কল্যাণকর হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) কল্যাণকর কথার অনুরক্ত ছিলেন। তাই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। সে বললো, রাতে যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন পাহারাদার নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। হযরত আবু হুরাইরা (রা) সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা শুনালে তিনি বললেন ঃ সে নিজে মিথ্যাবাদী, কিন্তু তার এ কথাটা সত্য। তোমার সাথে যার কথা হয়েছে সে কে তা কি জানো? সে শয়তান। ইমাম আহমদও (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন যে, হযরত আবুদ্ দারদা (রা) এ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাবারানী *'মু'জামে কাবীর'* গ্রন্থে উবাই ইবনে কা'ব সম্পর্কেও এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (হয়তো এ তিনজনই ব্যক্তিগতভাবে এ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন)

আয়াতুল কুরসী হচ্ছে–

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ، اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ، وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَاشَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব সত্তা। তিনিই বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপক। তিনি ঘুমান না, এমন কি তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর মালিকানাভুক্ত। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর দরবারে সুপারিশ পেশ করতে পারে এমন কে আছে? বান্দাদের সামনে যা আছে তাও তিনি জানেন। আবার যা কিছু তাদের অজ্ঞাত তাও তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞাত কোনো বস্তুই তাদের আয়ত্তাধীন বা উপলব্ধিতে আসতে পারে না। তবে তিনি নিজেই কোনো জিনিসের জ্ঞান কাউকে দিতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। তাঁর কর্তৃত্ব আসমান ও যমীনব্যাপী পরিব্যাপ্ত এবং তার তত্ত্বাবধান তাঁকে পরিশ্রান্ত করতে পারে না। তিনি এক মহান ও সমুন্নত সত্তা।"

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আবু মাসউদ আনসারী বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করবে সেটি তার জন্য সব ব্যাপারেই যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ এর অর্থ বুঝাচ্ছেন এই যে, এ আয়াতগুলির তিলাওয়াত করলে রাত জেগে ইবাদতের জন্যও যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ অর্থটি একেবারেই ঠিক নয়। এ যথেষ্ট হওয়ার সঠিক অর্থ হলো, তা মানুষকে সব রকমের অকল্যাণ ও বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি মনে করি না, সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত না পড়ে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ঘুমাতে পারে।

সূরা বাকারার শেষ তিনটি আয়াত হলো–

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا

www.pathagar.com

وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَطَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاغْفِرْلَنَا ، وَارْحَمْنَا ، اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ـ

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা নিজের মনের কথা প্রকাশ করো আর গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করা ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেয়া তাঁর এখতিয়ারাধীন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। রাসূল সেই পথনির্দেশনার ওপর ঈমান এনেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা বিশ্বাসী তারাও সেই পথনির্দেশনাকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে। এরা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তার কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস করেছে। তাদের কথা হলো, আমরা আল্লাহর রাসূলদেরকে পরস্পর আলাদা করে দেখি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি। হে আমাদের রব, আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদেরকে তো তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ কারো ওপর তার সামর্থ্যের অধিক দায়িত্বের বোঝা চাপান না। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী অর্জন করেছে তার সুফল সেই ভোগ করবে। আর যে অকল্যাণ অর্জন করেছে তার পরিণামও সেই ভোগ করবে। হে আমাদের রব, ত্রুটিবশত আমাদের যেসব অপরাধ হবে সে জন্য আমাদের পাকড়াও করো না। হে রব, আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর যে বোঝা চাপিয়েছিলে আমাদের ওপর সে রকম বোঝা চাপিয়ে দিও না। হে রব, যে বোঝা বহন করার শক্তি আমাদের নেই সে বোঝা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না। আমাদের সাথে বিনম্র আচরণ করো। আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।"

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যখন রাতের বেলা বিছানা থেকে উঠে পুনরায় বিছানায় যাবে তখন প্রথমে লুঙ্গি বা ভাঁজ করা কাপড় দিয়ে তিনবার বিছানা ঝাড়বে। কারণ, বিছানা থেকে উঠে যাবার পর কোনো কিছু সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে কিনা তা সে জানে না। অতঃপর শোবার সময় বলবে ঃ

www.pathagar.com

بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ، فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَ اِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম এবং তোমার সাহায্যেই তা উত্তোলন করবো। তুমি যদি আমার প্রাণ রেখে দাও তাহলে তুমি তার ওপর করুণা করো। আর যদি তা ফিরিয়ে দাও, তাহলে যেভাবে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের হিফাজত করে থাকো সেভাবে তার হিফাজত করো।"

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম, চারটি সুনান ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সামান্য শাব্দিক তারতম্য সহকারে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। নিদ্রাবস্থায় রূহ কবজ করা এবং জাগ্রতাবস্থায় তা ফিরিয়ে দেয়ার ইংগিত কুরআন মজীদের এ আয়াতেও পাওয়া যায় ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا الَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى ـ

"মৃত্যুর সময় হলে আল্লাহ প্রাণকে কবজ করে নেন। আর যাদের এখনো মৃত্যু আসেনি নিদ্রাকালে তাদের প্রাণ নিয়ে নেন। এই সময় যাদের বেলায় মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন তাদের প্রাণ রেখে দেন এবং অন্যদের ফিরিয়ে দেন।" (যুমার-৫) ইমাম বাগাবী হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিদ্রাবস্থায় দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় কিন্তু আলোর মাধ্যমে দেহের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, যে কারণে জীবনের সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না।

ইমাম নববী বলেন ঃ এই হাদীস থেকে জানা যায়, বিছানায় যাওয়ার পূর্বে তা ঝেড়ে ফেলা মুস্তাহাব। কারণ সাপ, বিচ্ছু বা অন্য কোনো ক্ষতিকর বস্তু সেখানে প্রবেশ করে থাকতে পারে। ঝেড়ে ফেলার সময় হাত লুঙ্গির ভাঁজে (বা অন্য কোনো কাপড়ে) জড়ানো থাকতে হবে যাতে কোনো ক্ষতিকর জিনিস থাকলেও তার স্পর্শ হাতে না লাগতে পারে। জাগ্রতাবস্থার দু'আ সম্পর্কে হাফেজ আজলান বলেন ঃ "আমি তিরমিযী ছাড়া আর কোথাও এই দু'আ দেখিনি।"

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা ঘুম থেকে উঠলে এ দু'আটি পড়বে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ وَ اَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهٖ ـ

www.pathagar.com

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার দেহকে আরাম দিয়েছেন, আমাকে আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর স্মরণের সুযোগ দিয়েছেন।"

একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমাকে (রা) উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ তোমরা যখন ঘুমাতে যাবে তখন ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰه (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه (আলহামদু লিল্লাহ) এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পড়বে। এই কাজটি তোমাদের জন্য ক্রীতদাসের* চেয়ে উত্তম। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি, যে ব্যক্তি এই কথাগুলো (অর্থাৎ سُبْحَانَ اللّٰه اَلْحَمْدُ لِلّٰه اَللّٰهُ اَكْبَرُ) নিয়মিত পড়বে সে যতোই পরিশ্রম করুক না কেন ক্লান্তি ও অবসন্নতা তাকে মোটেই কষ্ট দিতে পারবে না।

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটিকে 'হযরত আলী ও হযরত ফাতিমা (রা) এর বিয়ে' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমাদে ইবনে আ'বাদ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আমাকে তাঁর নিজের ও হযরত ফাতিমা (রা) এর সম্পর্কে এ হাদীসটি পুরো শুনিয়েছেন এবং উপরোক্ত দু'আটি পড়তে উপদেশ দিয়েছেন। এ হাদীসটির পটভূমি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) নবী (সা)-এর দরবারে হাজির হয়ে আবেদন করলেন যে, যাঁতা পিষতে পিষতে এবং পারিবারিক কাজকর্ম করতে করতে তাঁর হাতের তালুতে ঘা হয়ে গিয়েছে। তাই যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে তাঁকে একটি দাসী দেয়া হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বাড়ীতে ছিলেন না। ফাতিমা ফিরে গেলেন। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ী আসলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর কাছে হযরত ফাতিমার (রা) অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে নবী (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন। হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা) দুজনেই তখন বাড়ীতে ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলবো না, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে অনেক গুণ উত্তম হবে? অতঃপর তিনি প্রত্যেক নামাযের পরে এবং শোবার সময় উপরোক্ত দু'আটি পড়তে উপদেশ দিলেন। তাছাড়া একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটিও দশবার করে পড়ো ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

www.pathagar.com

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। বাদশাহী কেবল তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইচ্ছাধীন। কল্যাণের সমস্ত ভাণ্ডার তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।"

অনুরূপ মাগরিবের নামাযের পরও এ দু'আটি দশবার পড়ো। প্রত্যেকবার পাঠে দশটি নেকী লেখা হয়, দশটি গোনাহ মুছে যায় এবং হযরত ইসমাঈলের (আ) বংশের একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার মর্যাদা লাভ হয়... মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা অনুসারে হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ কথাগুলো শিখিয়েছেন।" হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে এ কথাগুলো শিখিয়েছেন তখন থেকে আমি তার আমল কখনো পরিত্যাগ করিনি।" ইবনে কাওয়া নামক কুফার অধিবাসী এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ "সিফফীন যুদ্ধের সময়েও কি পরিত্যাগ করেননি?" জবাবে তিনি বললেন ঃ "ওহে ইরাকীরা, তোমাদের প্রতি খোদার লা'নত। আমি সিফফীন যুদ্ধের সময়ও এটি পরিত্যাগ করিনি।"

মুসনাদে আহমাদে একথাও উল্লেখ আছে যে, একথা শুনে ফাতিমা (রা) দুইবার বললেন ঃ رَضِيْتُ عَنِ اللهِ وَ رَسُوْلِهِ "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই উপহারে সন্তুষ্ট।"

সুনানে আবু দাউদে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তখন ডান হাতখানা গালের নীচে রাখতেন এবং তিনবার বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ـ

"হে আল্লাহ, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনর্জীবিত করে তোমার সামনে হাজির করবে সেই দিন তোমার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো।"
(বারা ইবনে আযেব থেকে আহমাদ এবং বাযযার ইবনে আবী শায়বা ও নাসায়ী)

হযরত আনাস (রা) (নবী সা.-এর বিশেষ খাদেম) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ اٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَمُؤْوِيَ ـ (مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد)

"সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর, যিনি আমাকে খাবার দান করেছেন, পানি পান

www.pathagar.com

করিয়েছেন এবং আশ্রয়দান করেছেন। বহু লোক এমন আছে যাদের না আছে কোনো পৃষ্ঠপোষক, না আছে আশ্রয়দাতা।"

সহীহ মুসলিমে আছে যে, হযরত ইবনে উমার এক ব্যক্তিকে জোর দিয়ে বললেন ঃ শয্যা গ্রহণের সময় অবশ্যই এটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَ اَنْتَ تَتَوَفّٰهَا ـ لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا وَ اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا وَ اِنْ اَمَتَّهَا فَاغْفِرْلَهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ـ

"হে আল্লাহ, তুমিই আমার প্রাণের স্রষ্টা এবং তুমি তাকে ওফাত দানকারী। তোমার হাতেই তার জীবন ও মৃত্যু। তুমি যদি তাকে জীবিত রাখো তবে তার হিফাজত করো। আর যদি মৃত্যু দাও তাহলে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।"

ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ আমি এ দু'আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুনেছি।

টীকা ঃ নাসায়ী এবং ইমাম আহমাদও এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, সেই ব্যক্তি এ দু'আটি শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আপনি কি এটি উমারের নিকট থেকে শুনেছেন? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমার বললেন ঃ আমি উমারের চেয়ে অধিক উত্তম মানুষ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এ দু'আটি শুনেছি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয্যা গ্রহণের সময় যে ব্যক্তি তিনবার এ দু'আটি পড়বে সমুদ্রের বুদবুদের সমান, সাহারা মরুভূমির বালুরাশির সমান কিংবা জীবিকা উপার্জনকালের সমান গুনাহ হলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

"আমি আল্লাহর কাছে আমার সমস্ত গুনাহর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করছি– যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী সত্তা।"

টীকা ঃ তিরমিযী (তাঁর মতে এ হাদীসটি হাসান এবং গারীব)। মুসনাদে আহমাদ ইবনে

www.pathagar.com

হাম্বল (র) ও তিরমিযী এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ালীদ আল-ওয়াসসাফীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তবে ওয়াসসাফী ও তাঁর উস্তাদ রিজাল শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের মতে দুর্বল। মুসনাদে আহমাদে 'জীবিকা উপার্জনকালের সমান' কথাটির পরিবর্তে 'বৃক্ষরাজির পত্রসমূহের সমান' কথাটির উল্লেখ আছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِه ـ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَ اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَ اَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ ـ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ ـ

"হে আল্লাহ, আসমান, যমীন ও মহান আরশের অধিপতি। আমাদের এবং সমস্ত বস্তুর রব, শস্যদানা ও আঁটিকে বিদীর্ণকারী, তাওরাত, ইনযীল ও ফুরকানের নাযিলকারী, আমি প্রত্যেক দুষ্কৃতিকারীর দুষ্কর্ম– যার চুলের গোছা তোমার হাতে– থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমিই সর্বপ্রথম। তোমার পূর্বে আর কেউ ছিলো না। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে আর কেউ থাকবে না। তুমিই প্রকাশিত, তোমার চেয়ে উপরে আর কেউ নেই এবং তুমিই সর্বাপেক্ষা গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কেউ নেই। আমার পক্ষ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করো এবং আমাকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দান করো।"

টীকা ঃ সহীহ মুসলিম, চারটি সুনান এবং মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কুরতুবী বলেছেন ঃ এ দু'আটিতে আল্লাহ তা'আলার একাধিক নাম রয়েছে যা কুরআনের আয়াত هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ এ উল্লিখিত হয়েছে। আবদুর রাহমান আল-বান্না (র) বলেন ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে যাবুরের নাম উল্লেখ করেননি। কারণ সম্ভবত এই যে, যাবুরে শুধু উপদেশ আছে, কোনো আদেশ-নিষেধ নেই।"

www.pathagar.com

হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যখন ঘুমাতে যাবে তখন প্রথমে নামাযের ওযুর মতো অযু করবে। তারপর ডানদিকে কাত হয়ে শুয়ে এই দু'আটি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَ رَهْبَةً اِلَيْكَ ـ لاَ مَلْجَأَ وَلاَمَنْجَأَمِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ ـ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ـ

"হে আল্লাহ, আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার মুখ তোমার দিকে ফিরালাম। আমার সব বিষয় তোমাকে সমর্পণ করলাম, এবং তোমাকে আমার আশ্রয়দাতা বানালাম, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট এবং তোমাব ভয়ে ভীত। তোমার রহমত ছাড়া তোমার আযাব থেকে পালানোর কোনো আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং যে নবী পাঠিয়েছো তাকে মেনে নিয়েছি।"

এ রাতেই যদি তুমি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাও তাহলে প্রকৃতির ওপরই মৃত্যুবরণ করলে। ঘুমানোর বিছানায় এটিই শেষ কথা হওয়া উচিত।

টীকা ঃ সিহাহ সিত্তা হাদীস গ্রন্থে এ দু'আটি মামুলি শাব্দিক তারতম্য সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে এটিকে চারটি সনদে বর্ণনা করেছেন। প্রথম রেওয়ায়েতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীকে এ দু'আ পড়ার আদেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) আমাকে এ দু'আ শিখিয়েছেন। তৃতীয় রেওয়ায়েতে বারা ইবনে আযেব এ কথাও বলেছেন যে, দু'আটি আমি নবী (সা)-এর সামনে পুনরায় বললাম এবং بِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ কথাটি শুনলাম। এতে নবী (সা) আমাকে সংশোধন করে দিয়ে বললেন ঃ بِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ পড়ো। এ থেকে বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'আটি অহীর মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকবে। সে কারণে তিনি এতে মামুলি শাব্দিক তারতম্যও সঠিক মনে করেননি। চতুর্থ রেওয়ায়েতের শেষে বলা হয়েছে ঃ এই দু'আর ওপর যার মৃত্যু হবে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।

www.pathagar.com

ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়ের দু'আ

ইমাম বুখারী (র) 'উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুম থেকে জেগেই যে ব্যক্তি পড়বে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তার কোনো শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্বশক্তিমান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তিনি পবিত্র ও নিষ্কলুষ। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো তৎপরতা ও শক্তি কার্যকর হতে পারে না।"

এই দু'আ পাঠ করার পর যদি সে বলে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে খোদা আমাকে ক্ষমা করে দাও) কিংবা অন্য কোনো দু'আ করে তাহলে আল্লাহ তার দু'আ কবুল করবেন এবং যে ওযু করে নামায পড়বে তার নামায কবুল করা হবে। আবু উমামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ওযু করে শয্যা গ্রহণ করলো এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে করতে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লো, সে রাতের যে কোনো মুহূর্তে পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময় আল্লাহর কাছে যে কল্যাণই প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাই তাকে দান করবেন। (তিরমিযীর বর্ণনা)

টীকা ঃ সহীহ বুখারী এবং চারটি সুনান গ্রন্থে (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা) এটি বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান ও সহীহ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করার দর্শন বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ শয়তান তোমার বিছানায় তিনটি গিরা লাগিয়ে দেয়। প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় সে হাত বুলিয়ে দিয়ে বুঝাতে চায় যে, এখনো রাত আছে, ঘুমিয়ে থাকো। কিন্তু জেগে উঠে মানুষ আল্লাহর নাম নিতে শুরু করলে একটি গিরা খুলে যায়। যখন সে ওযু করে তখন দ্বিতীয় গিরাটি খুলে যায়। যখন সে নামায পড়তে শুরু করে তখন তৃতীয় গিরাটি খুলে যায় এবং সে প্রফুল্ল ও নব উদ্দীপনায় দিনের সূচনা করে। কিন্তু যে এ কাজ করে না সে অত্যন্ত অবসাদ ও অলসতার শিকার হয়।

www.pathagar.com

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাতের বেলা যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভেঙে যেতো তখনই তিনি এই দু'আটি পড়তেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ، وَ اَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ اِنْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

"তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তোমার সত্তা পবিত্র ও নিষ্কলুষ। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছেই আমার গুনাহর জন্য ক্ষমা চাই ও তোমার করুণা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। তুমি যখন আমাকে হিদায়াত দান করেছো তখন আর কখনো আমার অন্তরে বক্রতা দিও না। তোমার দানের ভাণ্ডার থেকে আমাকে রহমত দান করো। কারণ, তুমিই সত্যিকার দানশীল।"

অনিদ্রা থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ

ইমাম তিরমিযী (র) হযরত বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার অনিদ্রার অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ শয্যা গ্রহণের সময় এই দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ السَّبْعِ وَمَا اَظَلَّتْ، وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضَلَّتْ، كُنْ لِىْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيْعًا اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى عَلَىَّ ـ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ـ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ, সাত আসমান ও তার নীচের সমস্ত কিছুর রব, যমীনসমূহ এবং তার ওপরের সবকিছুর রব এবং শয়তানসমূহ ও সেইসব প্রাণসত্তাধারীদের রব যাদেরকে তারা গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। তুমি তোমার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমাকে তোমার আশ্রয়ের পক্ষপুটে স্থান দান করো, যাতে তাদের কেউ আমার প্রতি হাত বাড়াতে কিংবা শত্রুতামূলক আচরণ করতে না পারে। তোমার

www.pathagar.com

আশ্রয়লাভকারী সফল ও সফলকাম। তোমার প্রশংসা সমুন্নত। তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং ইলাহ কেলবমাত্র তুমিই।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস বর্ণনা করেন, স্বপ্নে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া কিংবা ঘাবড়ে যাওয়া দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের এই দু'আটি শিক্ষা দিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

(আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাদাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ্ শায়াতিনি ওয়া আই-ইয়াহ্দুরূন।)

"আমি আল্লাহরই পূর্ণাঙ্গ কালিমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে, তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে, তাঁর বান্দাদের অকল্যাণ থেকে, শয়তানদের প্ররোচনা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আসের নিয়ম ছিলো, তাঁর যে সন্তানই প্রাপ্তবয়স্ক হতো তাকেই তিনি এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন এবং কাগজে লিখে নাবালক ও অবোধ শিশুদের গলায় লটকিয়ে দিতেন।

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান এবং গারীব। হাকিমও একই মত পোষণ করেছেন এবং এর সনদ বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী (র) মুস্তাদরিকে হাকিমের যে সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছেন তাতে এ হাদীস গ্রহণ করেননি। শিশুদের গলায় তাবীয বাঁধা সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। যারা তাবীযের সমর্থক তারা এই হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেন। যারা সমর্থক নন তাদের মতে এটি একজন সাহাবার ব্যক্তিগত আমল মাত্র যা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে না। (আল ফাতহুর রব্বানী)

ভালো ও মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় আমল

আবু কাতাদা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তোমাদের কেউ যদি স্বপ্নে খারাপ বিষয় দেখে তাহলে ঘুম থেকে জেগে উঠামাত্র বাঁ-দিকে তিনবার ফুঁ দিবে এবং তার অকল্যাণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ এ স্বপ্ন দ্বারা তার কোনো ক্ষতি হবে না। (সিহাহ সিত্তা)

www.pathagar.com

আবু সালামা বলেন ঃ স্বপ্ন দেখার কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম। অবশেষে আবু কাতাদার সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাঁর কাছে আমার এই অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি শুনালেন যে, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তোমরা কেউ স্বপ্নে ভালো কিছু দেখলে বন্ধু ছাড়া আর কাউকে তা বলবে না। আর খারাপ কিছু দেখলে কাউকে তা মোটেই বলবে না। ততক্ষণাৎ বাঁ-দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - পড়বে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে নেবে, তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ যদি খারাপ স্বপ্ন দেখো তাহলে বাঁ-দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে, তিনবার 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতনির রাজীম' পড়বে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ

خَيْرًا رَأَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ -

তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছো, উত্তম ফলাফলই লাভ করবে।
অপর একটি বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন ঃ

خَيْرًا تَلْقَاهُ وَ شَرًا تَوَقَّاهُ خَيْرًا لَّنَا وَ شَرًا عَلٰى اَعْدَائِنَا ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"তুমি এ স্বপ্নের কল্যাণ লাভ করবে এবং অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকো। আমাদের জন্য যেনো কল্যাণ এবং আমাদের শত্রুদের জন্য যেনো অকল্যাণ হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা।"

টীকা ঃ ইমাম নববী আবু কাতাদা (রা) ও জাবির (রা)-এর বর্ণিত হাদীসগুলো "রিয়াদুস সালেহীন" গ্রন্থের 'স্বপ্ন অনুচ্ছেদে' উদ্ধৃত করেছেন। কাতাদা (রা) বর্ণিত হাদীসটির প্রথমাংশ বুখারী ও মুসলিম আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে অধিক এতোটুকু কথা বর্ণিত হয়েছে যে, 'কেউ ভালো স্বপ্ন দেখলে যেন আলহামদুলিল্লাহ পড়ে এবং বন্ধুদের কাছে তা বর্ণনা করে'।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
উত্তম ইবাদত

প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন ঃ

مَا الْاِحْسَانُ ؟ - ইহসান (উত্তম ইবাদত) কী?

নবী (সা) বললেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ -

"এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেনো তুমি তাকে দেখছো, যদি তাকে দেখতে না পাও তাহলে মনে করো যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।" (মিশকাত)

নবী (সা)-এর বাণী

www.pathagar.com

পায়খানা ও পেশাবখানায় যাতায়াতের দু'আ

বুখারী এবং মুসলিম হাদীসগ্রন্থে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা-পেশাবখানায় যাওয়ার সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

"হে আল্লাহ, আমি মেয়ে ও পুরুষ শয়তান থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ এ দু'আটি বুখারী এবং মুসলিম হাদীসগ্রন্থদ্বয় ছাড়াও চারটি সুনান এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসটি এ বিষয় সম্পর্কিত সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং হাসান হাদীস। ইমাম বুখারী (র) তাঁর আল আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে বলেছেন যে, পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশের সময় এ দোয়াটি পড়তে হবে, প্রবেশ করার পরে নয়। সুতরাং কেউ যখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যাবে সেই সময়ের জন্য এটি প্রযোজ্য হতে পারে। হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে লিখেছেন ঃ স্থানটি যদি সবার ব্যবহারের জন্য হয় তাহলে কাপড় গুটিয়ে নেয়ার সময় এ দু'আটি পড়তে হবে। এটি অধিকাংশ আলেম ও ইমামের অনুসৃত নীতি। ইমাম খাত্তাবী এবং ইবনে হিব্বান প্রমুখ বলেন ঃ خُبُثٌ অর্থ পুরুষ শয়তান এবং خَبَائِثٌ অর্থ মেয়ে শয়তান।

সাঈদ ইবনে মানসূর তাঁর বর্ণনায় দু'আটির সাথে بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহ) কথাটি যোগ করেছেন। অর্থাৎ তিনি بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ পড়তেন। ইমাম আহমাদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আরকামের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার স্থানসমূহ শয়তান ও জ্বিনদের আনাগোনার স্থান। যখন তোমরা কেউ পায়খানায় যাবে, তখন বলবে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ . (আমি নোংরা ও অপবিত্র বস্তু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।

টীকা ঃ এটি মুসনাদে আহমাদ ছাড়াও বায়হাকী সুনানে কুবরায় এবং আবু দাউদ তার সুনানে রেওয়ায়েত করেছেন। তিরমিযী প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন যে, যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত হাদীসের সনদে "ইদতিরাব" রয়েছে।

www.pathagar.com

সুনানে ইবনে মাজায় আবু উমামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পায়খানায় প্রবেশের সময় তোমাদের এ দু'আটি পড়তে গাফলতি করা উচিত নয় :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الرِّجْسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি নোংরা, অপবিত্র, মূর্তিমান অপবিত্রতা এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

তিরমিযীতে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ পায়খানায় যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়লে তার বিবস্ত্র হওয়া ও জ্বিনদের মধ্যে একটি আড়াল সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে বলতেন : غُفْرَانَكَ 'আমি তোমার মাগফিরাত প্রার্থনা করি'। (ইমাম আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা)

টীকা : এ হাদীসটি ইবনে মাজা ও নাসায়ী আনাস ইবনে মালিক থেকে এবং ইবনে সুন্নী আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ সুয়ূতী এটির বিশুদ্ধতার প্রতি ইংগিত দিয়েছেন।

সুনানে ইবনে মাজাতে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বেরিয়ে আসতেন তখন বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذَى وَعَفَانِىْ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে নিরাপদ করেছেন।"

টীকা : আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ ও দারেমী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকেম ও আবু হাতেম এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযাইমাও এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইসলামী মনীষীগণ বলেন : পায়খানা থেকে বেরিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'ইসতিগফার' পাঠ করার কারণ হলো, পায়খানাকালে আল্লাহর স্মরণে ছেদ পড়ে। এ কারণে তিনি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

এর এ অর্থও করা হয়ে থাকে যে, মানুষ তার দেহের মধ্যেকার নোংরা বর্জ্য নিজেই বের করে দিতে সক্ষম নয়। আল্লাহর সাহায্যেই সে এ শক্তি লাভ করে থাকে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এতো বড়ো একটা সাহায্য ও মেহেরবানী যে, মানুষ এর জন্য শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারে না। এই অক্ষমতা পূরণ করা হয় "ইসতিগফারের" মাধ্যমে।

www.pathagar.com

ওযুর দু'আসমূহ

নাসায়ী হাদীস গ্রন্থের সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানির পাত্রের মধ্যে হাত দিয়ে বললেন ঃ اَتَوَضَّأُ بِسْمِ اللّٰه (আল্লাহর নামে ওযু শুরু করছি)। সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযু সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওযুর ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তার ঘোষণা দেয়ার পর নবী (সা) বললেন ঃ জাবির, পানি আনো এবং বিসমিল্লাহ বলে ঢালতে থাকো। সুতরাং তিনি বিসমিল্লাহ বলে নবী (সা)-কে ওযুর পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। মুসনাদে আহমাদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিলো না তার কোনো ওযু নেই।" ইমাম বুখারী (রহ) বলেন ঃ "ওযু সম্পর্কে এটি সবচেয়ে উত্তম হাদীস।" হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যার ওযু নেই তার নামায হয় না। আর যে আল্লাহর নাম নিয়ে ওযু করে না তার ওযু হয় না।" মুসনাদে বর্ণিত হয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়ে ওযু করলো না, সে ওযু থেকে বঞ্চিত থাকলো।

টীকা ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসটিকে তিরমিযী, বায্যার, ইবনে মাজা, দারু কুতনী, ইমাম আহমাদ এবং হাকেম রেওয়ায়েত করেছেন। সাঈদের পিতা যায়েদ ইবনে উমার সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, দারু কুতনী, বায়হাকী এবং হাকেম রেওয়ায়েত করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা) এর হাদীস ইবনে মাজা, বাযযার, দারু কুতনী, বায়হাকী এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী সাঈদ ইবনে যায়েদের বর্ণিত হাদীসকে এ বিষয় সম্পর্কিত সর্বাধিক উত্তম হাদীস বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ইসহাক ইবনে রাহাবিয়াকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটিকে এ বিষয় সম্পর্কিত বিশুদ্ধতম হাদীস বলে উল্লেখ করলেন। এ বিষয়ে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরাইরা (রা)-কে বললেন ঃ যখন তুমি ওযু করতে শুরু করবে তখন "বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি" পড়বে। তাহলে যতক্ষণ তোমার ওযু নষ্ট না হবে ততক্ষণ তোমার তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা তোমার অনুকূলে নেকী লিপিবদ্ধ করতে থাকবে

www.pathagar.com

(তাবারানী, হায়সামী)। এসব হাদীসের সনদ যদিও সন্দেহজনক, কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ সমষ্টিগতভাবে এসব হাদীসের বিষয়বস্তু ওযুর সময় বিসমিল্লাহ্ পড়ার বিষয়টিকে দৃঢ়তর করে দিয়েছে। শাওকানী বলেন ঃ এসব হাদীস ওযু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়ার অত্যাবশ্যকীয়তাই প্রমাণ করে। তাই জাহেরিয়া, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং ইমাম আহমাদ (একটি মতানুসারে) ওযুর সময় বিসমিল্লাহ্ পড়াকে ওয়াজিব এবং ফরয গণ্য করেন। শাফেয়ী, হানাফিয়া, ইমাম মালিক ও রাবিয়ার মতে তাসমিয়া পড়া সুন্নাত।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণরূপে ধুয়ে ওযু করবে এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

তিরমিযী 'শাহাদাতাইন' (আল্লাহকে ইলাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া)-এর পর নিম্নোক্ত কথাগুলো যোগ করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো।"

আবু দাউদ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল যে সব সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে এ কথাও আছে যে, ওযুকারী ব্যক্তি উত্তম পন্থায় ওযু করবে এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি তুলে উপরোক্ত দোয়াটি পড়বে। ইমাম আহমাদ বর্ণিত রেওয়ায়েতে 'শাহাদাতাইন' তিনবার পড়ার কথা বলা হয়েছে।

টীকা ঃ হযরত উমার (রা) বর্ণিত এ হাদীসটির পটভূমি হচ্ছে, 'উকবা ইবনে নাফে' বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের সাথে

www.pathagar.com

বসে কথাবার্তা বলছিলেন। কথাবার্তা বলার সময় তিনি বললেন ঃ সূর্য কিছুটা উপরে উঠলে কেউ তখন ওযু করে দুই রাকআত নামায পড়বে তার সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে এবং সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেনো সবেমাত্র মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। 'উকবা বলেন ঃ একথা শুনে আমি বললাম ঃ আমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস শ্রবণ করবার সৌভাগ্য আমাকে দান করেছেন। হযরত 'উমার ইবনে খাত্তাব (রা)- যিনি আমার সামনে বসে ছিলেন– আমাকে বলতে থাকলেন, তুমি কি এ হাদীস শুনে বিস্মিত হচ্ছো? তুমি এখানে এসে পৌছার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়েও বিস্ময়কর হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম ঃ "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমাকে বলুন, সেই হাদীসটি কী?" তখন হযরত উমার আমাকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে শুনালেন। ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশ 'আল্লাহুম্মাজ্‌য়ালনী...' মুসলিম, বাযযার ও তাবারানী সাওবান থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

সুনানে নাসায়ীতে আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ওযু শেষে নীচের এই দু'আটি পড়ে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

"হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।"

তার জন্য দু'আটিকে মোহর করে আল্লাহর আরশের দিকে উঠিয়ে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে এই মোহর খোলা হবে না।* নাসায়ী আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে শুধু এতোটুকুই বর্ণনা করেছেন। সাধারণ মানুষ ওযুর সময় সাধারণত যে সব দু'আ কালাম পড়ে থাকে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। সাহাবা কিরাম, তাবেয়ীন বা চার ইমাম থেকেও তা বর্ণিত হয়নি। বরং এক্ষেত্রে কিছু মিথ্যা কথাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

টীকা ঃ ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটিকে "আমালুল্ ইয়াওমি ওয়াল্ লাইলাহ" গ্রন্থে এবং হাকিম তার 'মুস্তাদরিকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি 'মারফূ' ও 'মাওকূফ' উভয় ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসায়ী 'মাওকূফ' হিসেবে বর্ণনাকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলেছেন এবং হাযেমী 'মারফূ' বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। শাওকানী বলেন ঃ এর চাইতে বিশুদ্ধ কোনো হাদীস থেকে ওযুর দু'আ বর্ণিত হয়নি। যারা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার সময় দু'আ পড়ে–

www.pathagar.com

যেমন ঃ শাফেয়ী মাযহাবের গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে– ঐগুলো হাদীসে উল্লিখিত কোনো দু'আ নয়, বরং রাফেয়ীর উক্তি অনুসারে নেক্কার ও সালেহীনদের আমল। ইমাম নববী বলেন ঃ এর কোনো ভিত্তি নেই। ইমাম শাফেয়ী (র) এগুলো বর্ণনা করেননি। এমনকি প্রাচীন ইমাম ও মনীষীদের মধ্যে কেউই তা বর্ণনা করেননি।

আযানের সময়ের ও আযানের পরের দু'আ

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযানের আওয়াজ শুনলে মুয়াযযিন যা বলে, জবাবে তোমরাও তাই বলবে। সহীহ মুসলিমেই আবদুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন আযান শুনবে তখন জবাবে সেও তাই বলবে যা মুয়াযযিন বলে থাকে। অতঃপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে। এটি হচ্ছে জান্নাতের একটি স্থান যা আল্লাহর কোনো এক বিশেষ বান্দার জন্য নির্দিষ্ট আছে। আমি আশা করি, আমিই হবো আল্লাহর সেই বিশেষ বান্দা। যে আমার জন্য 'ওসীলা' প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার শাফায়াত অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে।"

টীকা ঃ এ হাদীসটিকে সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা) বিভিন্ন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবীও হাদীসটি হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় আলোচনা অত্যন্ত জরুরী ঃ

আযানের বাক্যগুলোর জবাবে ঐ বাক্যগুলোই উচ্চারণ করতে হবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাস সালাহ) ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ) বাক্য দুইটির জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি) বলতে হবে। ইবনে মুনযির বলেন ঃ এ ক্ষেত্রে কখনো আযানের মূল বাক্য বলা, আবার কখনো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ) বলাও জায়েয। ইয়া'মুরী বলেন ঃ ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, জবাবদাতা উচ্চস্বরে বা নীচু স্বরে চুপে চুপে জবাব দিতে পারেন। হাদীস থেকে একথা সরাসরি বুঝা যায় যে, শ্রবণকারী যে অবস্থায়ই থাক না কেন আযান শোনার সাথে সাথে তার জবাব দেয়া উচিত। তবে বিখ্যাত মত হচ্ছে এই যে, নিম্নবর্ণিত অবস্থায় জবাব না দেয়া উচিত ঃ (১) নামাযরত অবস্থায়, (২) খুতবা শ্রবণরত অবস্থায়, (৩) মেয়েদের ঋতু ও নিফাস চলাকালীন অবস্থায়, (৪) দীন সম্পর্কিত

www.pathagar.com

শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণরত অবস্থায়, (৫) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময়, (৬) খাবার গ্রহণরত অবস্থায় ও (৭) যৌন মিলনের সময়। তবে এসব কাজ শেষ হওয়ার অল্প সময় পূর্বে যদি আযান শেষ হয়ে থাকে তাহলে জবাব দেয়া যাবে। (বাহরুর রায়েক) হাদীস থেকে সরাসরি একথাও জানা যায় যে, আযানে যেসব বাক্য একাধিকবার উচ্চারিত হয় তার জবাব মাত্র একবারেও দেয়া যেতে পারে। তবে উক্ত বাক্যসমূহ যতবার উচ্চারিত হবে ততবারই জবাব দেয়া উত্তম। এ হাদীসের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক ফিক্হবিদ আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন। যারা আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেছেন, ইমাম তাহাবী (র) এমন একদল সালফের নাম বর্ণনা করেছেন। হানাফী, জাহেরিয়া ও ইবনে ওয়াহাবও এ মতের অনুসারী। জমহুর (অধিকাংশ) উলামার মতে আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়। তাদের দলীল হচ্ছে, এক সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াযযিনের 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ শুনে বললেন ঃ عَلَى الْفِطْرَةِ (সে ইসলামের প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত)। আর যখন সে বললো ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তখন তিনি বললেন ঃ خَرَجَ مِنَ النَّارِ (সে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলেন') তবে হয়তো এ ঘটনা আযানের জবাব দেয়ার আদেশের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। একটি আযান শ্রুত হোক বা একাধিক আযান শ্রুত হোক তার জন্য একবার জবাব দেয়াই যথেষ্ট। (ইমাম শাওকানির নায়লুল আওতার গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপিত)

সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়ায্যিন যখন বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার) তখন তোমরাও বলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)। সে যখন বলবে - اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু...) তখন তোমরাও বলো ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। সে যখন বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) তখন তোমরাও বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)। সে যখন বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া 'আলাসসালাহ্), তখন তোমরা বলবে ঃ لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। সে যখন বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ (হাইয়া আলাল ফালাহ), তখনো তোমরা বলবে ঃ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ লা

www.pathagar.com

হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। সে যখন বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার) তখন তোমরাও বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার)। আর সে যখন বলবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ. (লা ইলাহা-ইল্লাল্লাহ) তোমরাও বলবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)। যে ব্যক্তি আযানের জবাবে একাগ্রচিত্তে এসব কথা বলবে, সে জান্নাত লাভ করবে।

টীকা ঃ এ হাদীসটি আবু দাউদ হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (র) মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে কতিপয় উলামার মতামত উদ্ধৃত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, এর ব্যাখ্যায় আবুল হাইসাম ও সা'লাবা বলেন ঃ حَوْلَ শব্দের অর্থ নড়াচড়া। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমরা কোনো কিছুই করতে পারি না এবং কোনো কাজের জন্য শক্তিও অর্জন করতে পারি না। ইবনে মাসউদ বলেন ঃ حَوْلَ অর্থ আল্লাহর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকার শক্তি এবং قُوَّةَ অর্থ আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য।

সহীহ বুখারী শরীফে আছে, হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে নীচের দু'আটি পড়বে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ انِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ ـ

"হে আল্লাহ, এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও অনুষ্ঠিতব্য নামাযের রব, মুহাম্মাদ (সা)-কে ওসীলা ও ফযীলত দান করো এবং তাকে তোমার প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমুদ' এ সমাসীন করো।"

টীকা ঃ ইমাম মুসলিম ছাড়াও এ হাদীসটি অপর পাঁচজন হাদীসের ইমাম বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম তাহাবী, ইবনে হিব্বান, দিয়া মুকাদ্দেসী এবং হাকিমও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এটি উদ্ধৃত করেছেন। শাওকানী লিখেছেন ঃ দাওয়াত (আহ্বান) বলতে তাওহীদের দাওয়াত বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ কুরআন মজীদে আছে, لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ (আল্লাহকে আহ্বান করাই সঠিক ও যথাযথ)। تَامَّةٌ (পূর্ণাংগ) বলতে বুঝানো হয়েছে, এ আহ্বান পূর্ণাংগ এবং অনন্তকালব্যাপী তা টিকে থাকবে, কোনো পরিবর্তন দেখা দেবে না। এ কথাটিই মহান আল্লাহ এভাবে বলেছেন ঃ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ (আমি তোমাদের

www.pathagar.com

জন্য আমার নিয়ামত পূর্ণতর করেছি)। ইবনে ওয়াহাব বলেন ঃ এ দু'আ পূর্ণাঙ্গ এ কারণে যে, এর মধ্যে لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই) কথাটির উল্লেখ আছে এবং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কথা। আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'মাকামে মাহমুদ'-এর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার উল্লেখ কুরআন মজীদেই রয়েছে عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (এটা সুদূরপরাহত নয় যে, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমুদে সমাসীন করবেন)। কিয়ামতের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতকারীর মর্যাদা লাভও এর অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার বর্ণিত উল্লিখিত হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দু'আ পাঠ করার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা উচিত। অতএব কোনো কোনো আলেম লেখেন ঃ মুয়ায্যিন যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলবে, তখন অবশ্যই একবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হবে। (ইলমুল ফিক্হ)

সুনানে আবু দাউদে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর একবার বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, মুয়ায্যিন আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুয়ায্যিন যা যা বলবে তোমরাও তাই বলতে থাকো। আযান শেষ হলে আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাই দান করবেন।

তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সাহাবা কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, ঐ সময় আমরা কি দু'আ করবো? তিনি বললেন ঃ দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করবে। অর্থাৎ বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি"। সুনানে আবু দাউদে সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ আযানের সময়ের দোয়া এবং যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হওয়ার সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। সুনানে আবু দাউদের বর্ণনা অনুসারে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা বলেন ঃ মাগরিবের আযানের পর নিচের দু'আটি পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُوْرُ صَلَوَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার রাতের আগমন ঘটছে, দিন বিদায় নিচ্ছে, তোমার আহ্বানকারীর আহ্বান (মুয়াযযিন) ঘোষিত হচ্ছে এবং তোমার নামায অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হে আল্লাহ, এমন একটি সময়ে আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে নিচের দু'আটি পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন ঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّاوَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً ـ

"আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তার কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয়েছি।" (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, তিরমিযী)।

এতে প্রমাণিত হয় যে, পাঁচটি কাজ আযানের সুন্নাত ও নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) আযানের জবাব দেয়া, (২) 'রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাঁও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবীয়া' বলা, (৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে 'ওয়াসীলা' ও 'ফাদীলা'র আবেদন করা, (৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং (৫) নিজের কল্যাণের জন্য দু'আ করা।

ইকামাতের জবাব

সুনানে আবী দাউদের একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত বেলাল ইকামাত বলতে শুরু করলেন। তিনি যখন উচ্চারণ করলেন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (কাদ কামাত্তিস্ সালাহ) অর্থাৎ নামায কায়েম হলো, তখন জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا (আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা) অর্থাৎ আল্লাহ যেনো তা কায়েম রাখেন ও স্থায়ী করেন। (ইমাম শাওকানীর মতে আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব; খলীল হামিদী)

www.pathagar.com

নামায শুরু করার দু'আ

বুখারী ও মুসলিম হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায শুরু করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ ـ

"হে আল্লাহ, আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এতোটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতোটা দূরত্ব আছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে মুক্ত করে দাও যেমনভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ, আমার গুনাহসমূহ পানি, বরফ ও তুষার দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।"

সুনানে আবু দাউদে হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখলেন। উক্ত নামাযের শুরুতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আটি পড়লেন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا. سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً .

(আল্লাহু আকবার কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, সুবহানাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা– এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন, অতঃপর বললেন–)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ ـ

"আল্লাহ অতীব মহান, সর্বপ্রকার মহত্ত্বের সাথে, প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহর জন্য, বহুল পরিমাণে। আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি, তার অহংকার থেকে। তার যাদুর প্রভাব থেকে এবং তার ওয়াসওয়াসা বা প্ররোচনা থেকে।"

চারটি সুনান গ্রন্থে, হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম এ দু'আর মাধ্যমে নামায শুরু করতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

"হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র। প্রশংসা ও স্তুতি তোমার জন্য। বরকত ও কল্যাণময় তোমার নাম। সর্বোচ্চ তোমার সম্মান ও মর্যাদা। কোনো ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।"

হযরত উমার (রা) থেকে সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে এটি মওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন পড়তেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

"আমি একাগ্রচিত্ত হয়ে আমার মুখ সেই মহান সত্তার দিকে ফিরালাম, যিনি পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অবশ্যই শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মৃত্যু সবই বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর জন্য, যার কোনো শরীক নেই। আমাকে এ কাজেরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্য পোষণকারী।"

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَ اَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَايَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ

www.pathagar.com

যখন ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে তখন সে অসত্য কথা বলতে ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে শুরু করে।

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অধিক আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি ছিলেন আয়েশা (রা) নিজে। এ বিষয়টি নাসায়ীর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বললেন, আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়বো। নবী (সা) বললেন, তুমি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুল্‌ম করেছি। আর তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চিতভাবে তুমিই ক্ষমাকারী এবং দয়াবান।"

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস-বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী বলেন, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের একটি বড় দল এ হাদীস থেকে তাশাহ্‌হুদ এবং সালামের মাঝে অন্য দোয়া পড়ার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। অপর একটি বর্ণনায় ظُلْمًا كَثِيْرًا এর স্থলে ظُلْمًا كَبِيْرًا কথাটি আছে। শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামা'আ বলেন ঃ কখনো كَثِيْرًا এবং কখনো كَبِيْرًا পড়ে নেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযে দোয়া কিভাবে পড়? সে বললো ঃ তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর বলি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

"হে আল্লাহ্, তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

www.pathagar.com

তবে আপনি এবং মা'আয যেভাবে গুন্‌গুন্‌ শব্দ করেন আমি সেভাবে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা সবাই ঐ দু'টি (জান্নাত চেয়ে এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে) বিষয় সম্পর্কেই গুন্‌গুন্‌ করে বলি। (প্রশ্নকারী সম্ভবত বেদুইন ছিল যে বিশুদ্ধ ভাষা বুঝতো না। তাই সে নবী (সা) ও মু'আযের বাচনভঙ্গিকে গুন্‌গুন্‌ করা বলে ব্যক্ত করেছে।) (আল ফাতহুর রব্বানী, আবদুর রহমান আল বান্না র.)

মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং সুনানে আবু দাউদ– দু'টি হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) আমাদেরকে নামাযের মধ্যে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নামাযের বাইরে পড়ার জন্য এ দু'আ শিখাতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ فِى الرُّشْدِ وَ اَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا ـ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দীনের ওপর দৃঢ়পদ ও সঠিক-সত্য পথে অনড় থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে তোমার নিয়ামতসমূহের শোকরগোজারী ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি নিষ্কলুষ হৃদয় মন ও সত্যবাদী জবানের। আমি প্রার্থনা করছি তোমার জানা কল্যাণ থেকে পাওয়ার; আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার জানা অকল্যাণ থেকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার জানা গুনাহ থেকে। নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত গোপনীয় বিষয় অবহিত। (তিরমিযী ও নাসায়ী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার একবার নামাযে কয়েকটি দু'আ পড়লেন এবং বললেন, আমি এসব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। তাঁর প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। দোয়াগুলি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَ تَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ ـ

"হে আল্লাহ, গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে তোমার জ্ঞান এবং সৃষ্টির ওপর তোমার পূর্ণ ক্ষমতাকে মাধ্যম করে তোমার কাছে দু'আ করছি, তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রাখো, যতদিন তোমার জানামতে আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর আমাকে মৃত্যু দান করো, যখন তোমার জানামতে মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে।

টীকা ঃ তা ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, সহীহ, হাকিম ও নাসায়ীতে উত্তম সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত শেষ বাক্যটি হচ্ছে وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ আর আমাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণকারী নেতা বানাও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَ اَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا ـ وَ اَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَ اَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ، وَ اَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ، وَ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَ مُهْتَدِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন নির্জনে ও প্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করি, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে যেন হক কথা বলি, অভাব ও প্রাচুর্যে যেন ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা বজায় রাখি। আমি তোমার কাছে এমন নিয়ামত কামনা করি যা ধ্বংস হবে না। চোখের এমন শীতলতা চাই যা হারিয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছে চাই তোমার ফয়সালা মেনে নেয়া ও তার প্রতি

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক, মৃত্যুর পরে প্রশান্ত আরামদায়ক জীবন। হে আল্লাহ, তোমার মহিমান্বিত সৌন্দর্যময় চেহারা দর্শনের মহাআনন্দ প্রার্থনা করি। চাই তোমাকে পাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, যা কোন বিব্রতকর কঠোর কিংবা গোমরাহিতে নিক্ষেপকারী ফিতনা ছাড়াই অর্জিত হবে। হে আল্লাহ, আমাকে ঈমানের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করো এবং সঠিক পথে পরিচালিত করো।"

নামাযের সালাম ফিরানোর পরের দু'আ

সহীহ মুসলিমে সাওবান (রা) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাস) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন নামাযে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলার পর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

"হে আল্লাহ, তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা, তোমার সত্তা থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা উৎসারিত। হে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী, তুমি বরকত ও কল্যাণের অধিকারী।"

টীকা ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদ। অপর একটি বর্ণনায় আছে, নবী (সা) সালাম ফিরানোর পর এ দু'আটি পড়তেন। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন, সাধারণ মানুষ مِنْكَ السَّلَامُ কথাটির পর সাধারণত اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ এবং تَبَارَكْتَ এর পরে رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ পড়ে থাকে যার কোন ভিত্তি নেই। আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আয়েশার (রা) মাধ্যমেও এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) নামাযের পর এ দু'আ পড়ে বসতেন (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এ দু'আ পড়তেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ

www.pathagar.com

لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হে আল্লাহ তুমি যা দিতে চাও তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কেউ নেই। আর যা থেকে তুমি বঞ্চিত করতে চাও তা দিতে পারে এমন কেউ নেই। আর কোন সৌভাগ্যবানের সৌভাগ্য তাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না।"

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল হাদীসবিশারদ এটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়া হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা)-কে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি আমাকে এমন একটি কথা লিখে পাঠান যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। মুগীরা ইবনে শু'বার সেক্রেটারী ওয়াররাদ বর্ণনা করেন যে, জবাবে মুগীরা (রা) এ দু'আটি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াররাদ বর্ণনা করেন, পরবর্তী সময়ে আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলে দেখতে পেলাম, তিনি মিম্বারে বসে মানুষকে এ দু'আটি শিক্ষা দিচ্ছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কারযী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে (মদীনায়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, এ দু'আ তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন। তবে এ বর্ণনাতে শুধু দু'আটির আল্লাহুম্মা লা মানেআ.. অংশ উদ্ধৃত হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ)।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযে সালামের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আটি পাঠ করতেন।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্ থেকেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। সব নিয়ামত তাঁর এবং সব দয়া ও মেহেরবানী তাঁরই। সব উত্তম প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমরা আমাদের দীনকে তার জন্যই নির্দিষ্ট করি যদিও কাফেররা তা অস্বীকার করে।

টীকা ঃ মুসলিম ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলেও এটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে "লাহুন্ নি'মাতু ওয়া লাহুল্ ফাদ্‌লু ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসান" বাক্যটির পরিবর্তে "আহলুন্ নি'মাতি ওয়াল্ ফাদলি ওয়াস্ সানাইল হাসান" বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। আবুয্ যুবায়ের বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের ভাতিজা হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনে যুবায়ের এ দু'আটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) প্রত্যেক নামাযের পর অভ্যাস মাফিক এ দু'আটি পড়তেন।

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্' পড়ে একশত পূর্ণ করার জন্য নিচের এই দু'আটি পড়বে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীফ নেই। সার্বভৌমত্ব সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকছু করতে সক্ষম।"

তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হলেও আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন।

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্য সকল হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আল ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থের লেখক লিখেছেন ঃ এ হাদীসটিতে উল্লিখিত ذُنُوْبُ শব্দ দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এরূপ একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, বিত্তবান লোকেরা সব সওয়াব লুটে নিল। কারণ, তারা আমাদের মতই নামায, রোযা আদায় করে। তাছাড়া তাদের আছে প্রচুর ধন-সম্পদ। তারা তা দান করে সওয়াব অর্জন করে। কিন্তু আমরা কোন প্রকার দান

www.pathagar.com

করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন দু'আ শিখিয়ে দেব না যা আমল করলে তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের সমকক্ষ হয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারবে না। তবে অন্যরাও যদি তোমাদের মতই আমল করে তাহলে ভিন্ন কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার), ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ্) এবং ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ্) পড় এবং

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير

পড়ে শেষ করো। অন্য একটি বর্ণনাতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার পড়ার কথা উল্লেখ আছে। আবু যার (রা) বর্ণিত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটি ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন আমরা উল্লিখিত কালিমাসমূহ নামাযের পরে পড়ি। এক আনসারী স্বপ্নে দেখলেন, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি প্রত্যেক নামাযের পরে এটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন? আনসারী জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি বললো, ২৫-২৫ বার পড় এবং তাতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যোগ করে নাও। সকালে আনসারী স্বপ্নটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এভাবেই করতে থাক। হাফেজ ইবনে হাজার এবং ইমাম শাওকানী বলেন ঃ এভাবে নবী (সা) যেন একজন সাহাবার নেক স্বপ্নকে সমর্থন করলেন। এভাবে আল্লাহ্র যিক্র্ (স্মরণ করা)-এর এ পদ্ধতি সুন্নাতসম্মত হয়ে গেল। এ প্রকারের হাদীসকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাকরীর' বলা হয়। সাহাবায়ে কিরাম উপরোক্ত দু'আটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতেন। মুসনাদে আহমাদে হযরত আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার বাড়ীতে একজন মেহমান আগমন করলে তিনি তাকে বললেন ঃ যদি অবস্থান করতে চাও তাহলে উট চারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেই। আর যদি এখনই চলে যেতে চাও তাহলে এখানে খাবার এনে দেই। মেহমান বললেন ঃ আমি এখনই চলে যাব। তখন আবুদ দারদা বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন সফর সরঞ্জাম দিচ্ছি যার চেয়ে উত্তম কোন সরঞ্জাম থাকলে তাই দিতাম। এরপর তিনি তাকে উল্লিখিত দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়ার জন্য শিখিয়ে দিলেন। আবু দাউদ তায়ালেসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবুদ্ দারদা প্রত্যেক মেহমানের সাথে এ আচরণই করতেন। অর্থাৎ এ দু'আটির ব্যাপক প্রচারের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল অদম্য।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ দু'টি স্বভাব এমন যা

www.pathagar.com

কোন মুসলমান আত্মস্থ করলে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে। ঐ দু'টি স্বভাব একান্তই মামুলি, কিন্তু তার আমলকারী নিতান্তই কম। প্রথম স্বভাবটি হলো, প্রত্যেক নামায শেষে দশবার "সুবহানাল্লাহ্" দশবার "আলহামদু লিল্লাহ্" এবং দশবার "আল্লাহু আকবার" পড়বে।

সারাদিনে এ দু'আটি মুখে মাত্র দেড়শ' বার উচ্চারিত হবে। কিন্তু মিজানে (কিয়ামতের দিন ন্যায় ও বিচারের যে তুলাদণ্ড স্থাপিত হবে) তা দেড় হাজারের সমান হবে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথাগুলি আঙ্গুলে গুনে গুনে পড়তে দেখেছি। সাহাবা কিরাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তা কি করে হবে? কারণ বিষয়টা একেবারেই স্বাভাবিক, কিন্তু এর আমলকারী তো কম। নবী (সা) বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমাতে যায় তখন শয়তান আসে এবং এ কথাগুলো পাঠ করার আগেই তাকে মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে দেয়। নামাযের সময় আসলে মানুষ এ কথাগুলো পড়ার আগেই শয়তান তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়।

টীকা ঃ তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে একে 'হাসান' ও সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নববী তার "কিতাবুল আযকার" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী সহীহ্ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আইউব সুখতিয়ানিও এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা অনুমোদন করেছেন।

'উকবা ইবনে আমের বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন।

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। তিরমিযী ও নাসায়ীর বর্ণনাসমূহে মুআউবিযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) এর উল্লেখ আছে। কিন্তু আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে مُعَوِّذَاتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেইসব দোয়া যাতে বিভিন্ন বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নাসায়ী আবু হুরাইরা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বেহেশতে যাওয়ার পথে বাধা শুধু মৃত্যু।

www.pathagar.com

শয়তানকে প্রতিরোধ করার দু'আসমূহ

ইতিপূর্বে হযরত আবু হুরাইরার (রা) ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করে, শয়তান তার কাছে কিছু উচ্চারণ করে না। বরং যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার হিফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি দিনে একশ'বার নিচের দু'আটি পড়লে তা শয়তানের বিরুদ্ধে সারাদিন তার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। শাসন ও সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। সমস্ত প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"কখনো শয়তান যদি তোমাকে প্রলুব্ধ করে তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০০)

অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিচের দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

"হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আল-মু'মিনূন ঃ ৯৭)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের দুষ্কর্ম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রায়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ـ

"আমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা ও ফুৎকার দেয়া থেকে।"

টীকা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ রেওয়ায়েতটি ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে মাজা, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুসতাদরিকে হাকিমে যুবায়ের ইবনে মুতয়িমের বর্ণনায় এর বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। هَمْزٌ نَفَثٌ এবং نَفَخٌ এর ব্যাখ্যা নবী (সা) নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ هَمْزٌ অর্থ মৃগি রোগ, نَفَثٌ অর্থ কবিতা এবং نَفَخٌ এর অর্থ অহংকার। এ থেকে জানা যায় যে, এ তিনটি শারীরিক অসুবিধা শয়তানের দুষ্কর্মের ফল। (আল ফাতহুর রব্বানী, মুসনাদে আহমাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

আযানও শয়তানকে প্রতিরোধ করার কার্যকর প্রতিষেধক। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, একবার আমাকে খনিতে রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হলো। সেখানকার লোকজন বললো যে, এখানে বহুসংখ্যক জ্বিন বাস করে। আমি তাদেরকে মাঝে মধ্যেই উচ্চস্বরে আযান দিতে নির্দেশ দিলাম। ফলে সেখানে পরে জ্বিনের কোন উপদ্রব দেখা দেয়নি।

টীকা ঃ মুসনাদে আহমাদের একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ اِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيْلاَنُ فَنَادُوْا بِالْأَذَانِ যদি জ্বিন বা জ্বিনের দল তোমাদের উপদ্রব করে তাহলে উচ্চস্বরে আযান দিতে থাক।

হযরত 'উসমান ইবনে আবুল 'আস বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম যে, জ্বিনরা আমার নামাযে হস্তক্ষেপ করে এবং কিরায়াত উল্টাপাল্টা করে দেয়। তিনি বললেন ঃ এসব শয়তানকে "খানযারাব" বলা হয়। যখনই তোমরা তাদের হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করবে তখনই তার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করবে (অর্থাৎ أَعُوْذُ بِاللهِ

www.pathagar.com

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে) এবং বাঁ দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।' আমি অনুরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে আমার থেকে প্রতিরোধ করলেন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তার মুসনাদে এ হাদীসটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। খানযারাব বলা হয় পচা গলা মাংসের টুকরাকে। মুসনাদে আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, তিনি খুব দ্রুত দুই রাকআত নামায পড়লেন। লোকজন এতে আপত্তি করে বললো যে, তিনি অতিমাত্রায় তাড়াহুড়া করে নামায পড়লেন। আম্মার ইবনে ইয়াসার বললেন যে, তাড়াহুড়া করে নামায পড়ার কারণ হলো, নামাযে শয়তান হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল এবং আমারও ভুল হতে শুরু হয়েছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুসারে সংক্ষেপে নামায শেষ করেছি। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামাযে যখনই শয়তানের প্ররোচনা শুরু হবে তখনি নামায দীর্ঘায়িত করে প্ররোচনা দানের আরো সুযোগ না দিয়ে অতি সংক্ষেপে তা শেষ করা এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো যে, তার মনে কিছু প্ররোচনা ও নানা রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি তাকে এ দু'আটি পড়তে বললেন ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

"তাঁর সত্তাই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশিত এবং তিনিই গোপন। তিনি সব বিষয়ে অবহিত।"

শয়তানকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা হলো সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা আস সাফ্ফাত-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত।

আঙ্গুলে গুনে দু'আ পড়া

আ'মাশ আতা ইবনে সায়েব থেকে এবং 'আতা তার পিতা সায়েব এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাতে আঙ্গুলে হিসেব করে তাসবীহ পড়তে দেখেছি। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মুহাজির মহিলা সাহাবী ইউসায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ তোমাদের নারীদের কর্তব্য হলো, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার 'তাসবীহ' 'তাহলীল' ও 'তাকদীস' করতে থাক। এসব করতে কখনো অলসতা দেখাবে না, তাহলে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আর আঙুলে তা গুণবে। কারণ (কিয়ামতের দিন) ঐ সবকেও জিজ্ঞেস করা হবে এবং তাদরকে বাকশক্তি দান করা হবে।

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুসতাদরিকে হাকিম, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে হাকিম কোন মন্তব্য করেননি। তবে হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ সুয়ূতি একে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'তাসবীহ' অর্থ 'সুবহানাল্লাহ্' 'তাহলীল' অর্থ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'তাকদীস' অর্থ "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ"।

অধিক সওয়াবের দু'আ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য খুব সকালে তাঁর হুজরা থেকে বের হওয়ার সময় তিনি জায়নামাযে বসে কিছু পড়ছিলেন। চাশতের সময় নবী (সা) যখন ফিরে আসলেন তখন তিনি পূর্বের মত বসে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখনও তুমি সেভাবেই বসে আছ যেভাবে আমি তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম। তখন তিনি তার দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণ জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন চারটি দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছি যা মাত্র তিনবার করে পড়লে তার ওজন এতক্ষণ ধরে তুমি যা পড়েছো তার চেয়েও অধিক হবে। সেই দু'আগুলো হলো ঃ

১. سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِه (সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালকিহ্)

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সকল সৃষ্টির সমান সংখ্যক।'

২. سُبْحَانَ اللهِ رِضَاءَ نَفْسِه (সুবহানাল্লাহি রাদাআ নাফসিহ্)

'আমি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সীমা পর্যন্ত।'

৩. سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِه (সুবহানাল্লাহি যিনা আরশিহ্)

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ।'

www.pathagar.com

৪. سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ (সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহ্)

'আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর কালেমাসমূহের কালির সমপরিমাণ।'

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেই মহিলার সামনে আঁটি ও ছোট ছোট পাথরের টুকরার স্তূপ সাজানো, যা দিয়ে সে 'তাসবীহ' পড়ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন উপায় বলে দিচ্ছি যা এর চেয়ে সহজ এবং উত্তমও। তুমি এ দু'আটি পড়বে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ -

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি আসমানে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি এতদুভয়ের মাঝে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি পরে আরো যত সৃষ্টি হবে তার সমসংখ্যক। এভাবে– اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - –এ দু'আ ক'টিও পাঠ করতে হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয় 'তাসবীহ'

সামুরা ইবনে জুনদুব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের পরে চারটি বাক্য আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় আর তা কুরআন থেকেই গৃহীত। এসব বাক্যের মধ্যে যেটি ইচ্ছা প্রথমে পড়, কোন ক্ষতি নেই। বাক্যগুলো হলো ঃ

(১) سُبْحَانَ اللّٰهِ (২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (৩) لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (৪) اَللّٰهُ اَكْبَرُ

www.pathagar.com

অপর একটি বর্ণনাতে আছে ঃ কুরআনের চারটি বাক্য মর্যাদার অধিকারী, যদিও তা কুরআন থেকেই গৃহীত (আর তা ওপরে বর্ণিত চারটি)। সহীহ্ মুসলিমে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - পড়া এমন প্রতিটি জিনিস থেকে প্রিয় যেখানে সূর্য উদিত হয় (পৃথিবী ও তার সমস্ত বস্তু থেকে উত্তম)।

টীকা ঃ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ। 'কুরআন থেকে গৃহীত' এ কথাটি মুসলিমে বর্ণিত হয়নি, নাসায়ী তা বর্ণনা করেছেন। এ চারটি বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে বড় বড় সাহাবাদের থেকে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি বৃদ্ধা ও দুর্বল হয়ে পড়েছি– অথবা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন– আপনি এমন কোন আমল আমাকে বলে দিন যা আমি বসে বসে করবো। নবী (সা) বললেন ঃ একশ'বার সুবহানাল্লাহ্ পড়। এটা তোমার জন্য ইসমাঈলের বংশের একশ' ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াবের সমান হবে। একশ' বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়। এটা তোমার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় একশ' ঘোড়া সজ্জিত করে দেয়ার সওয়াবের সমান হবে। একশ'বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। এটা তোমার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত এবং কিলাদা বাঁধা একশ' উটের সওয়াবের সমান হবে। একশ' বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়া'। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে খালাফ বলেন, আমার ধারণা, আসেম আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করার সময় এ কথা বলেছিলেন যে, নবী (সা) চতুর্থ বাক্যটির সওয়াব সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এটা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে পূর্ণ করে দেবে। সেই দিন এ ধরনের আমল ছাড়া আর কোন আমল আরশের দিকে উঠানো হবে না। (নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে কুবরা, মু'জামে কাবীর, মু'জামে আওসাত– কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ। সবার দৃষ্টিতেই এর সনদ হাসান)। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলতে থাকলো, আমি কুরআনের কোন অংশই আয়ত্ত করতে সক্ষম নই। আপনি আমাকে এর বিকল্প কিছু শিক্ষা দিন। তিনি তাকে ওপরে উল্লিখিত চারটি বাক্য শিখিয়ে দিলেন এবং তার সাথে لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ যোগ করলেন। সে ব্যক্তি বললো, এতো আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে সম্পর্কিত, আমার জন্য কী? তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ পড়বে। অতঃপর সেই ব্যক্তি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তার দুটি হাত কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করে নিল (মুনযিরী, ইবন আবিদ্ দুনিয়া, বায়হাকী)। নু'মান ইবনে বাশীর থেকে

www.pathagar.com

বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ এ কথাগুলো হচ্ছে بَاقِيَات صَالِحَات ("বাকিয়াতে সালিহাত")। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা 'বাকিয়াতে সালিহাত' সঞ্চয় করে নাও। সবাই জিজ্ঞেস করলো, সেটা কী? তিনি বললেন ঃ 'মিল্লাত।' সবাই তিনবার তাকে এ প্রশ্ন করলো। তিনিও প্রতিবারই 'মিল্লাত' বলতে থাকলেন। চতুর্থবার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা হলো তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, তাহমীদ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত চারটি বাক্যকে 'মিল্লাত' অর্থাৎ আসল দীন হিসেবে ব্যাখ্যা করে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট শাখা নিয়ে নাড়া দিলেন। কিন্তু তার কোন পাতা ঝরে পড়লো না। তৃতীয় বার ঝাঁকুনি দেয়ায় তার পাতাগুলো ঝরে পড়লে তিনি বললেন ঃ বৃক্ষ যেভাবে তার পাতা ঝরায় ঠিক সেভাবে এ চারটি বাক্য গুনাহ্সমূহকে ঝরিয়ে দেয়। (ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ রাবীদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব)। ইমাম আহমাদ একটি 'মওকূফ' হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, সান'আর অধিবাসী আইয়ূব ইবনে সুলায়মান বলেন ঃ মক্কায় আমরা 'আতা খুরাসানির মজলিসে মসজিদের দেয়ালের পাশে বসে থাকলাম। আমরা তাকে কোন প্রশ্ন করলাম না কিংবা তার সাথে কোন কথাবার্তাও বললাম না। অতঃপর আমরা ইবনে 'উমারের মজলিসে হাজির হলাম এবং তাকেও কোন প্রশ্ন কিংবা তার সাথেও কোন আলাপ করলাম না। ইবনে উমার বললেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কোন কথাও বলছো না কিংবা আল্লাহ্র 'যিকর'ও করছো না। 'আল্লাহু আকবার' 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বল। একবার বললে দশটি নেকী এবং দশবার বললে একশ'টি নেকী লাভ করবে। যে ব্যক্তি আরো বৃদ্ধি করবে আল্লাহ্ও তার জন্য প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন। আর যে নিশ্চুপ হয়ে যাবে সে ক্ষমা লাভ করবে (মুসনাদে আহমাদ)।

তৃতীয় একটি হাদীসে আছে, সর্বাপেক্ষা উত্তম যে দু'আটি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ফেরেশতাদের জন্য পছন্দকৃত তা হচ্ছে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ (সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহ)। "আমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।" বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি দু'আ আছে যার উচ্চারণ খুবই সহজ। কিন্তু (কিয়ামতের দিন) মিজানে অত্যন্ত ভারী ও ওজনদার এবং রাহমানের কাছে অতীব প্রিয়। দু'আ দু'টি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

www.pathagar.com

টীকা ঃ মুসলিম ও নাসায়ী। তিরমিযীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে– سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ
سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِهٖ (আমি আমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি) মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু যার (রা) থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা কোনটি? জবাবে তিনি এ দু'আটির কথা বললেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশ'বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি" পড়ে তার ভুল-ত্রুটি সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ)

জানাযা নামাযের দু'আ

'আউফ ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জানাযা নামায পড়লে আমি তার জানাযা নামায পড়ানো স্মরণ রাখলাম। উক্ত জানাযা নামাযে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

"হে আল্লাহ্, তাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দাও। তাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ কর। তার ঠিকানাকে (কবর) প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও তুষারে গোসল করিয়ে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক ও পরিচ্ছন্ন করে দাও যেভাবে কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘরের চাইতে উত্তম ঘর; দুনিয়ার আত্মীয়-স্বজনের চাইতে উত্তম আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার জীবন-সঙ্গিনীর চাইতে উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দান কর।

www.pathagar.com

যখন ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়ে তখন সে অসত্য কথা বলতে ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে শুরু করে।

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর অধিক আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি ছিলেন আয়েশা (রা) নিজে। এ বিষয়টি নাসায়ীর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বললেন, আমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়বো। নবী (সা) বললেন, তুমি পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

"হে আল্লাহ, আমি আমার নিজের প্রতি অনেক যুল্‌ম করেছি। আর তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চিতভাবে তুমিই ক্ষমাকারী এবং দয়াবান।"

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস-বিশারদ ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণ এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী বলেন, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসদের একটি বড় দল এ হাদীস থেকে তাশাহ্‌হুদ এবং সালামের মাঝে অন্য দোয়া পড়ার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন। অপর একটি বর্ণনায় ظُلْمًا كَثِيْرًا এর স্থলে ظُلْمًا كَبِيْرًا কথাটি আছে। শায়খ ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামা'আ বলেন ঃ কখনো كَثِيْرًا এবং কখনো كَبِيْرً পড়ে নেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নামাযে দোয়া কিভাবে পড়? সে বললো ঃ তাশাহ্‌হুদ পড়ার পর বলি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা জানাচ্ছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

www.pathagar.com

তবে আপনি এবং মা'আয যেভাবে গুন্‌গুন্‌ শব্দ করেন আমি সেভাবে পারি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা সবাই ঐ দু'টি (জান্নাত চেয়ে এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে) বিষয় সম্পর্কেই গুন্‌গুন্‌ করে বলি। (প্রশ্নকারী সম্ভবত বেদুইন ছিল যে বিশুদ্ধ ভাষা বুঝতো না। তাই সে নবী (সা) ও মু'আযের বাচনভঙ্গিকে গুন্‌গুন্‌ করা বলে ব্যক্ত করেছে।) (আল ফাতহুর রব্বানী, আবদুর রহমান আল বান্না র.)

মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং সুনানে আবু দাউদ– দু'টি হাদীস গ্রন্থেই এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, শাদ্দাদ ইবনে আওস বর্ণনা করেছেন, নবী (সা) আমাদেরকে নামাযের মধ্যে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নামাযের বাইরে পড়ার জন্য এ দু'আ শিখাতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ فِى الرُّشْدِ وَ اَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَ لِسَانًا صَادِقًا ـ وَ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দীনের ওপর দৃঢ়পদ ও সঠিক-সত্য পথে অনড় থাকার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তোমার কাছে তোমার নিয়ামতসমূহের শোকরগোজারী ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার তাওফীক প্রার্থনা করছি। তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি নিষ্কলুষ হৃদয় মন ও সত্যবাদী জবানের। আমি প্রার্থনা করছি তোমার জানা কল্যাণ থেকে পাওয়ার; আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার জানা অকল্যাণ থেকে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছি তোমার জানা গুনাহ থেকে। নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত গোপনীয় বিষয় অবহিত। (তিরমিযী ও নাসায়ী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার একবার নামাযে কয়েকটি দু'আ পড়লেন এবং বললেন, আমি এসব দু'আ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। তাঁর প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক। দোয়াগুলি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَ تَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ ـ

"হে আল্লাহ, গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে তোমার জ্ঞান এবং সৃষ্টির ওপর তোমার পূর্ণ ক্ষমতাকে মাধ্যম করে তোমার কাছে দু'আ করছি, তুমি আমাকে ততদিন জীবিত রাখো, যতদিন তোমার জানামতে আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর আমাকে মৃত্যু দান করো, যখন তোমার জানামতে মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে।

টীকা ঃ তা ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, সহীহ, হাকিম ও নাসায়ীতে উত্তম সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত শেষ বাক্যটি হচ্ছে وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْتَدِيْنَ আর আমাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণকারী নেতা বানাও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَ اَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا ـ وَ اَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى، وَ اَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَ يَنْفَدُ، وَ اَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ، وَ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَ مُهْتَدِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যেন নির্জনে ও প্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করি, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে যেন হক কথা বলি, অভাব ও প্রাচুর্যে যেন ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা বজায় রাখি। আমি তোমার কাছে এমন নিয়ামত কামনা করি যা ধ্বংস হবে না। চোখের এমন শীতলতা চাই যা হারিয়ে যাবে না। আমি তোমার কাছে চাই তোমার ফয়সালা মেনে নেয়া ও তার প্রতি

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক, মৃত্যুর পরে প্রশান্ত আরামদায়ক জীবন। হে আল্লাহ, তোমার মহিমান্বিত সৌন্দর্যময় চেহারা দর্শনের মহাআনন্দ প্রার্থনা করি। চাই তোমাকে পাওয়ার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, যা কোন বিব্রতকর কঠোর কিংবা গোমরাহিতে নিক্ষেপকারী ফিতনা ছাড়াই অর্জিত হবে। হে আল্লাহ, আমাকে ঈমানের সৌন্দর্যে মণ্ডিত করো এবং সঠিক পথে পরিচালিত করো।"

নামাযের সালাম ফিরানোর পরের দু'আ

সহীহ মুসলিমে সাওবান (রা) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাস) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন নামাযে সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার আস্‌তাগফিরুল্লাহ বলার পর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ -

"হে আল্লাহ, তুমি শান্তি ও নিরাপত্তা, তোমার সত্তা থেকেই শান্তি ও নিরাপত্তা উৎসারিত। হে শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী, তুমি বরকত ও কল্যাণের অধিকারী।"

টীকা ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও মুসনাদে আহমাদ। অপর একটি বর্ণনায় আছে, নবী (সা) সালাম ফিরানোর পর এ দু'আটি পড়তেন। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (র) লিখেছেন, সাধারণ মানুষ مِنْكَ السَّلاَمُ কথাটির পর সাধারণত اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلاَمُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلاَمِ এবং تَبَارَكْتَ এর পরে رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ পড়ে থাকে যার কোন ভিত্তি নেই। আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত আয়েশার (রা) মাধ্যমেও এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) নামাযের পর এ দু'আ পড়ে বসতেন (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা)।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এ দু'আ পড়তেন।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ

www.pathagar.com

لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। হে আল্লাহ তুমি যা দিতে চাও তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কেউ নেই। আর যা থেকে তুমি বঞ্চিত করতে চাও তা দিতে পারে এমন কেউ নেই। আর কোন সৌভাগ্যবানের সৌভাগ্য তাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে না।"

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সকল হাদীসবিশারদ এটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে, আমীর মুয়াবিয়া হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা)-কে এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, আপনি আমাকে এমন একটি কথা লিখে পাঠান যা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। মুগীরা ইবনে শু'বার সেক্রেটারী ওয়াররাদ বর্ণনা করেন যে, জবাবে মুগীরা (রা) এ দু'আটি লিখে পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াররাদ বর্ণনা করেন, পরবর্তী সময়ে আমি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গেলে দেখতে পেলাম, তিনি মিম্বারে বসে মানুষকে এ দু'আটি শিক্ষা দিচ্ছেন। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কারযী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা)-কে (মদীনায়) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি যে, এ দু'আ তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন। তবে এ বর্ণনাতে শুধু দু'আটির আল্লাহুম্মা লা মানেআ.. অংশ উদ্ধৃত হয়েছে (মুসনাদে আহমাদ)।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক নামাযে সালামের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আটি পাঠ করতেন।

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই।

www.pathagar.com

সার্বভৌমত্ব তাঁর এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহ্ থেকেই। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। সব নিয়ামত তাঁর এবং সব দয়া ও মেহেরবানী তাঁরই। সব উত্তম প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমরা আমাদের দীনকে তার জন্যই নির্দিষ্ট করি যদিও কাফেররা তা অস্বীকার করে।

টীকা ঃ মুসলিম ছাড়াও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলেও এটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে "লাহুন্ নি'মাতু ওয়া লাহুল্ ফাদ্লু ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসান" বাক্যটির পরিবর্তে "আহ্লুন্ নি'মাতি ওয়াল্ ফাদলি ওয়াস্ সানাইল হাসান" বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। আবুয্ যুবায়ের বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের ভাতিজা হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনে যুবায়ের এ দু'আটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) প্রত্যেক নামাযের পর অভ্যাস মাফিক এ দু'আটি পড়তেন।

ইমাম মুসলিম (র) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ্' ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্' পড়ে একশত পূর্ণ করার জন্য নিচের এই দু'আটি পড়বে ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকছু করতে সক্ষম।"

তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হলেও আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দেবেন।

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম ও অন্য সকল হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আল ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থের লেখক লিখেছেন ঃ এ হাদীসটিতে উল্লিখিত ذُنُوْبُ শব্দ দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। এরূপ একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবী আয়েশা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, বিত্তবান লোকেরা সব সওয়াব লুটে নিল। কারণ, তারা আমাদের মতই নামায, রোযা আদায় করে। তাছাড়া তাদের আছে প্রচুর ধন-সম্পদ। তারা তা দান করে সওয়াব অর্জন করে। কিন্তু আমরা কোন প্রকার দান

www.pathagar.com

করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন দু'আ শিখিয়ে দেব না যা আমল করলে তোমরা তোমাদের অগ্রগামীদের সমকক্ষ হয়ে যাবে কিন্তু তোমাদের সমকক্ষ কেউ হতে পারবে না। তবে অন্যরাও যদি তোমাদের মতই আমল করে তাহলে ভিন্ন কথা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার), ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লাহ্) এবং ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ্) পড় এবং

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير

পড়ে শেষ করো। অন্য একটি বর্ণনাতে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার পড়ার কথা উল্লেখ আছে। আবু যার (রা) বর্ণিত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটি ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন আমরা উল্লিখিত কালিমাসমূহ নামাযের পরে পড়ি। এক আনসারী স্বপ্নে দেখলেন, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি প্রত্যেক নামাযের পরে এটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন? আনসারী জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি বললো, ২৫-২৫ বার পড় এবং তাতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ যোগ করে নাও। সকালে আনসারী স্বপ্নটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এভাবেই করতে থাক। হাফেজ ইবনে হাজার এবং ইমাম শাওকানী বলেন ঃ এভাবে নবী (সা) যেন একজন সাহাবার নেক স্বপ্নকে সমর্থন করলেন। এভাবে আল্লাহ্র যিক্র্ (স্মরণ করা)-এর এ পদ্ধতি সুন্নাতসম্মত হয়ে গেল। এ প্রকারের হাদীসকে হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তাকরীর' বলা হয়। সাহাবায়ে কিরাম উপরোক্ত দু'আটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতেন। মুসনাদে আহমাদে হযরত আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার বাড়ীতে একজন মেহমান আগমন করলে তিনি তাকে বললেন ঃ যদি অবস্থান করতে চাও তাহলে উট চারণ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেই। আর যদি এখনই চলে যেতে চাও তাহলে এখানে খাবার এনে দেই। মেহমান বললেন ঃ আমি এখনই চলে যাব। তখন আবুদ দারদা বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন সফর সরঞ্জাম দিচ্ছি যার চেয়ে উত্তম কোন সরঞ্জাম থাকলে তাই দিতাম। এরপর তিনি তাকে উল্লিখিত দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়ার জন্য শিখিয়ে দিলেন। আবু দাউদ তায়ালেসীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবুদ্ দারদা প্রত্যেক মেহমানের সাথে এ আচরণই করতেন। অর্থাৎ এ দু'আটির ব্যাপক প্রচারের ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল অদম্য।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ দু'টি স্বভাব এমন যা

www.pathagar.com

কোন মুসলমান আত্মস্থ করলে অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে। ঐ দু'টি স্বভাব একান্তই মামুলি, কিন্তু তার আমলকারী নিতান্তই কম। প্রথম স্বভাবটি হলো, প্রত্যেক নামায শেষে দশবার "সুবহানাল্লাহ্" দশবার "আলহামদু লিল্লাহ্" এবং দশবার "আল্লাহু আকবার" পড়বে।

সারাদিনে এ দু'আটি মুখে মাত্র দেড়শ' বার উচ্চারিত হবে। কিন্তু মিজানে (কিয়ামতের দিন ন্যায় ও বিচারের যে তুলাদণ্ড স্থাপিত হবে) তা দেড় হাজারের সমান হবে।

বর্ণনাকারী বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথাগুলি আঙ্গুলে গুনে গুনে পড়তে দেখেছি। সাহাবা কিরাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তা কি করে হবে? কারণ বিষয়টা একেবারেই স্বাভাবিক, কিন্তু এর আমলকারী তো কম। নবী (সা) বললেন : তোমাদের কেউ যখন ঘুমাতে যায় তখন শয়তান আসে এবং এ কথাগুলো পাঠ করার আগেই তাকে মৃদু চাপড় দিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে দেয়। নামাযের সময় আসলে মানুষ এ কথাগুলো পড়ার আগেই শয়তান তাকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্মরণ করিয়ে দেয়।

টীকা : তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে একে 'হাসান' ও সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নববী তার "কিতাবুল আযকার" গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আইউব সুখতিয়ানিও এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা অনুমোদন করেছেন।

'উকবা ইবনে আমের বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' পড়তে শিক্ষা দিয়েছেন।

টীকা : আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। তিরমিযী ও নাসায়ীর বর্ণনাসমূহে মুআউবিযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) এর উল্লেখ আছে। কিন্তু আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে مُعَوِّذَاتْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেইসব দোয়া যাতে বিভিন্ন বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নাসায়ী আবু হুরাইরা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে তার বেহেশতে যাওয়ার পথে বাধা শুধু মৃত্যু।

www.pathagar.com

শয়তানকে প্রতিরোধ করার দু'আসমূহ

ইতিপূর্বে হযরত আবু হুরাইরার (রা) ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করে, শয়তান তার কাছে কিছু উচ্চারণ করে না। বরং যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে তা তার হিফাজতের জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপ কোন ব্যক্তি দিনে একশ'বার নিচের দু'আটি পড়লে তা শয়তানের বিরুদ্ধে সারাদিন তার জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করবে ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও লা-শরীক। শাসন ও সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। সমস্ত প্রশংসা তারই প্রাপ্য। তিনি সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

اِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ، اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

"কখনো শয়তান যদি তোমাকে প্রলুব্ধ করে তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২০০)

অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিচের দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

"হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তার কাছে উপস্থিত হওয়া থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (আল-মু'মিনূন ঃ ৯৭)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের দুষ্কর্ম থেকে নিরাপদ থাকার জন্য প্রায়ই এ দু'আ পড়তেন ঃ

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ـ

"আমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা ও ফুৎকার দেয়া থেকে।"

টীকা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ রেওয়ায়েতটি ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু দাউদ, ইবনে মাজা, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুসতাদরিকে হাকিমে যুবায়ের ইবনে মুত্য়িমের বর্ণনায় এর বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। هَمْزٌ نَفَثٌ এবং نَفَخٌ এর ব্যাখ্যা নবী (সা) নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ هَمْزٌ অর্থ মৃগি রোগ, نَفَثٌ অর্থ কবিতা এবং نَفَخٌ এর অর্থ অহংকার। এ থেকে জানা যায় যে, এ তিনটি শারীরিক অসুবিধা শয়তানের দুষ্কর্মের ফল। (আল ফাতহুর রব্বানী, মুসনাদে আহ্মাদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ)

আযানও শয়তানকে প্রতিরোধ করার কার্যকর প্রতিষেধক। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, একবার আমাকে খনিতে রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হলো। সেখানকার লোকজন বললো যে, এখানে বহুসংখ্যক জ্বিন বাস করে। আমি তাদেরকে মাঝে মধ্যেই উচ্চস্বরে আযান দিতে নির্দেশ দিলাম। ফলে সেখানে পরে জ্বিনের কোন উপদ্রব দেখা দেয়নি।

টীকা ঃ মুসনাদে আহমাদের একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ اِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلَانُ فَنَادُوْا بِالْأَذَانِ যদি জ্বিন বা জ্বিনের দল তোমাদের উপদ্রব করে তাহলে উচ্চস্বরে আযান দিতে থাক।

হযরত 'উসমান ইবনে আবুল 'আস বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলাম যে, জ্বিনরা আমার নামাযে হস্তক্ষেপ করে এবং কিরায়াত উল্টাপাল্টা করে দেয়। তিনি বললেন ঃ এসব শয়তানকে "খানযারাব" বলা হয়। যখনই তোমরা তাদের হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করবে তখনই তার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে (অর্থাৎ أَعُوذُ بِاللَّهِ

www.pathagar.com

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে) এবং বাঁ দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।' আমি অনুরূপ করলে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে আমার থেকে প্রতিরোধ করলেন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তার মুসনাদে এ হাদীসটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। খানযারাব বলা হয় পচা গলা মাংসের টুকরাকে। মুসনাদে আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে, তিনি খুব দ্রুত দুই রাকআত নামায পড়লেন। লোকজন এতে আপত্তি করে বললো যে, তিনি অতিমাত্রায় তাড়াহুড়া করে নামায পড়লেন। আম্মার ইবনে ইয়াসার বললেন যে, তাড়াহুড়া করে নামায পড়ার কারণ হলো, নামাযে শয়তান হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল এবং আমারও ভুল হতে শুরু হয়েছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুসারে সংক্ষেপে নামায শেষ করেছি। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামাযে যখনই শয়তানের প্ররোচনা শুরু হবে তখনি নামায দীর্ঘায়িত করে প্ররোচনা দানের আরো সুযোগ না দিয়ে অতি সংক্ষেপে তা শেষ করা এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এক ব্যক্তি অভিযোগ করলো যে, তার মনে কিছু প্ররোচনা ও নানা রকমের সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি তাকে এ দু'আটি পড়তে বললেন ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

"তাঁর সত্তাই সর্বপ্রথম, সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশিত এবং তিনিই গোপন। তিনি সব বিষয়ে অবহিত।"

শয়তানকে প্রতিরোধ করার সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা হলো সূরা ফালাক, সূরা নাস, সূরা আস সাফ্ফাত-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত এবং সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলোর তিলাওয়াত।

আঙ্গুলে গুনে দু'আ পড়া

আ'মাশ আতা ইবনে সায়েব থেকে এবং 'আতা তার পিতা সায়েব এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান হাতে আঙ্গুলে হিসেব করে তাসবীহ্ পড়তে দেখেছি। (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

মুহাজির মহিলা সাহাবী ইউসায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ তোমাদের নারীদের কর্তব্য হলো, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার 'তাসবীহ' 'তাহলীল' ও 'তাকদীস' করতে থাক। এসব করতে কখনো অলসতা দেখাবে না, তাহলে আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। আর আঙুলে তা গুণবে। কারণ (কিয়ামতের দিন) ঐ সবকেও জিজ্ঞেস করা হবে এবং তাদরকে বাকশক্তি দান করা হবে।

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুসতাদরিকে হাকিম, মুসনাদে আহমাদ প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এ রেওয়ায়েতের ব্যাপারে হাকিম কোন মন্তব্য করেননি। তবে হাফেজ যাহাবী এবং হাফেজ সুয়ূতি একে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। 'তাসবীহ' অর্থ 'সুবহানাল্লাহ্' 'তাহলীল' অর্থ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং 'তাকদীস' অর্থ "সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ"।

অধিক সওয়াবের দু'আ

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য খুব সকালে তাঁর হুজরা থেকে বের হওয়ার সময় তিনি জায়নামাযে বসে কিছু পড়ছিলেন। চাশতের সময় নবী (সা) যখন ফিরে আসলেন তখন তিনি পূর্বের মত বসে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এখনও তুমি সেভাবেই বসে আছ যেভাবে আমি তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম। তখন তিনি তার দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণ জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে এমন চারটি দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছি যা মাত্র তিনবার করে পড়লে তার ওজন এতক্ষণ ধরে তুমি যা পড়েছো তার চেয়েও অধিক হবে। সেই দু'আগুলো হলো ঃ

১. سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ (সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালকিহ্)

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সকল সৃষ্টির সমান সংখ্যক।'

২. سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَاءَ نَفْسِهِ (সুব্হানাল্লাহি রাদাআ নাফসিহ্)

'আমি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সত্তার সন্তুষ্টির সীমা পর্যন্ত।'

৩. سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ (সুবহানাল্লাহি যিনা আরশিহ্)

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর আরশের ওজনের সমপরিমাণ।'

www.pathagar.com

৪. سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِه (সুবাহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহ্)

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর কালেমাসমূহের কালির সমপরিমাণ।'

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সেই মহিলার সামনে আঁটি ও ছোট ছোট পাথরের টুকরার স্তূপ সাজানো, যা দিয়ে সে 'তাসবীহ' পড়ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন উপায় বলে দিচ্ছি যা এর চেয়ে সহজ এবং উত্তমও। তুমি এ দু'আটি পড়বে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى الْاَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَالِكَ ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ -

'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি আসমানে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি এতদুভয়ের মাঝে যত সৃষ্টি আছে তার সমসংখ্যক। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করছি পরে আরো যত সৃষ্টি হবে তার সমসংখ্যক। এভাবে- اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰه، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - -এ দু'আ ক'টিও পাঠ করতে হবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয় 'তাসবীহ'

সামুরা ইবনে জুনদুব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরআনের পরে চারটি বাক্য আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় আর তা কুরআন থেকেই গৃহীত। এসব বাক্যের মধ্যে যেটি ইচ্ছা প্রথমে পড়, কোন ক্ষতি নেই। বাক্যগুলো হলো ঃ

(١) سُبْحَانَ اللهِ (٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (٣) لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (٤) اَللّٰهُ اَكْبَرُ

www.pathagar.com

অপর একটি বর্ণনাতে আছে ঃ কুরআনের চারটি বাক্য মর্যাদার অধিকারী, যদিও তা কুরআন থেকেই গৃহীত (আর তা ওপরে বর্ণিত চারটি)। সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - পড়া এমন প্রতিটি জিনিস থেকে প্রিয় যেখানে সূর্য উদিত হয় (পৃথিবী ও তার সমস্ত বস্তু থেকে উত্তম)।

টীকা ঃ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ। 'কুরআন থেকে গৃহীত' এ কথাটি মুসলিমে বর্ণিত হয়নি, নাসায়ী তা বর্ণনা করেছেন। এ চারটি বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে বড় বড় সাহাবাদের থেকে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি বৃদ্ধা ও দুর্বল হয়ে পড়েছি– অথবা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ তিনি ব্যবহার করেছিলেন– আপনি এমন কোন আমল আমাকে বলে দিন যা আমি বসে বসে করবো। নবী (সা) বললেন ঃ একশ'বার সুবহানাল্লাহ্ পড়। এটা তোমার জন্য ইসমাঈলের বংশের একশ' ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াবের সমান হবে। একশ' বার 'আলহামদুলিল্লাহ্' পড়। এটা তোমার জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় একশ' ঘোড়া সজ্জিত করে দেয়ার সওয়াবের সমান হবে। একশ'বার 'আল্লাহু আকবার' পড়। এটা তোমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত এবং কিলাদা বাঁধা একশ' উটের সওয়াবের সমান হবে। একশ' বার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়া'। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে খাল্লাফ বলেন, আমার ধারণা, আসেম আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করার সময় এ কথা বলেছিলেন যে, নবী (সা) চতুর্থ বাক্যটির সওয়াব সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এটা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সবকিছুকে পূর্ণ করে দেবে। সেই দিন এ ধরনের আমল ছাড়া আর কোন আমল আরশের দিকে উঠানো হবে না। (নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে কুবরা, মু'জামে কাবীর, মু'জামে আওসাত– কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ। সবার দৃষ্টিতেই এর সনদ হাসান)। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলতে থাকলো, আমি কুরআনের কোন অংশই আয়ত্ত করতে সক্ষম নই। আপনি আমাকে এর বিকল্প কিছু শিক্ষা দিন। তিনি তাকে ওপরে উল্লিখিত চারটি বাক্য শিখিয়ে দিলেন এবং তার সাথে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ যোগ করলেন। সে ব্যক্তি বললো, এতো আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত, আমার জন্য কী? তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ পড়বে। অতঃপর সেই ব্যক্তি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে তার দুটি হাত কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করে নিল (মুনযেরী, ইবন আবিদ্ দুনিয়া, বায়হাকী)। নু'মান ইবনে বাশীর থেকে

www.pathagar.com

বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন ঃ এ কথাগুলো হচ্ছে بَاقِيَات صَالِحَات ("বাকিয়াতে সালিহাত")। আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমরা 'বাকিয়াতে সালিহাত' সঞ্চয় করে নাও। সবাই জিজ্ঞেস করলো, সেটা কী? তিনি বললেন ঃ 'মিল্লাত।' সবাই তিনবার তাকে এ প্রশ্ন করলো। তিনিও প্রতিবারই 'মিল্লাত' বলতে থাকলেন। চতুর্থবার প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ এটা হলো তাকবীর, তাহলীল, তাসবীহ, তাহমীদ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত চারটি বাক্যকে 'মিল্লাত' অর্থাৎ আসল দীন হিসেবে ব্যাখ্যা করে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট শাখা নিয়ে নাড়া দিলেন। কিন্তু তার কোন পাতা ঝরে পড়লো না। তৃতীয় বার ঝাঁকুনি দেয়ায় তার পাতাগুলো ঝরে পড়লে তিনি বললেন ঃ বৃক্ষ যেভাবে তার পাতা ঝরায় ঠিক সেভাবে এ চারটি বাক্য গুনাহসমূহকে ঝরিয়ে দেয়। (ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ রাবীদের মাধ্যমে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব)। ইমাম আহমাদ একটি 'মওকূফ' হাদীসে উল্লেখ করেছেন যে, সান'আর অধিবাসী আইয়ূব ইবনে সুলায়মান বলেন ঃ মক্কায় আমরা 'আতা খুরাসানির মজলিসে মসজিদের দেয়ালের পাশে বসে থাকলাম। আমরা তাকে কোন প্রশ্ন করলাম না কিংবা তার সাথে কোন কথাবার্তাও বললাম না। অতঃপর আমরা ইবনে 'উমারের মজলিসে হাজির হলাম এবং তাকেও কোন প্রশ্ন কিংবা তার সাথেও কোন আলাপ করলাম না। ইবনে উমার বললেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা কোন কথাও বলছো না কিংবা আল্লাহ্র 'যিকর'ও করছো না। 'আল্লাহু আকবার' 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বল। একবার বললে দশটি নেকী এবং দশবার বললে একশ'টি নেকী লাভ করবে। যে ব্যক্তি আরো বৃদ্ধি করবে আল্লাহ্ও তার জন্য প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন। আর যে নিশ্চুপ হয়ে যাবে সে ক্ষমা লাভ করবে (মুসনাদে আহমাদ)।

তৃতীয় একটি হাদীসে আছে, সর্বাপেক্ষা উত্তম যে দু'আটি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ফেরেশতাদের জন্য পছন্দকৃত তা হচ্ছে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি)। "আমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি।" বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি দু'আ আছে যার উচ্চারণ খুবই সহজ। কিন্তু (কিয়ামতের দিন) মিজানে অত্যন্ত ভারী ও ওজনদার এবং রাহমানের কাছে অতীব প্রিয়। দু'আ দু'টি হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

www.pathagar.com

টীকা ঃ মুসলিম ও নাসায়ী। তিরমিযীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ رَبِّىْ وَبِحَمْدِه (আমি আমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি) মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু যার (রা) থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা কোনটি? জবাবে তিনি এ দু'আটির কথা বললেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশ'বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি" পড়ে তার ভুল-ত্রুটি সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদ)

জানাযা নামাযের দু'আ

'আউফ ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জানাযা নামায পড়লে আমি তার জানাযা নামায পড়ানো স্মরণ রাখলাম। উক্ত জানাযা নামাযে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَ اَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

"হে আল্লাহ্, তাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার রহমতের ছায়াতলে স্থান দাও। তাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ কর। তার ঠিকানাকে (কবর) প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও তুষারে গোসল করিয়ে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক ও পরিচ্ছন্ন করে দাও যেভাবে কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘরের চাইতে উত্তম ঘর; দুনিয়ার অত্মীয়-স্বজনের চাইতে উত্তম আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার জীবন-সঙ্গিনীর চাইতে উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দান কর।

www.pathagar.com

'আউফ ইবনে মালিক (রা) বলেন ঃ এ দু'আ শুনে আমি বললাম ঃ "আহ! এটা যদি আমার জানাযা হতো এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আ আমার ভাগ্যে জুটতো।" কোন কোন বর্ণনাতে শেষের কথাগুলো এভাবে বর্ণিত হয়েছে– وَقِـهِ مِنْ عَـذَابِ الْقَبْـرِ وَ عَـذَابِ النَّارِ (তাকে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর)।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (সা) এক জানাযা পড়লেন এবং এভাবে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ـ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ـ

"হে আল্লাহ্, আমাদের জীবিত ও মৃত, আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নারী ও পুরুষ সবাইকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্, আমাদের মধ্যে থেকে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ্, তার সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।"

ওয়াসিল ইবনে আসকা' বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুসলমানের জানাযা পড়লে আমি তাকে এ দু'আ পড়তে শুনলাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ ، وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ ، اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ (ابو داؤد)

"হে আল্লাহ্, অমুকের পুত্র অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তি এবং তার পিতার নাম উল্লেখ করলেন) তোমার জিম্মায়, তোমার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে। তুমি তাকে কবরের পরীক্ষা ও দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

রক্ষাকারী ও প্রশংসার অধিকারী। হে আল্লাহ্, তাকে ক্ষমা করে দাও, তার প্রতি রহমত বর্ষণ করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (আবু দাউদ)

মারওয়ান ইবনে হাকাম হযরত আবু হুরাইরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন দু'আ পড়তে শুনেছো? হযরত আবু হুরাইরা (রা) এ দু'আ পড়ে শুনালেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَ وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلَامِ، وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْلَهَا۔

"হে আল্লাহ্, তুমি এ মৃত ব্যক্তির রব, তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছো, তুমিই তাকে হিদায়াত দান করেছো, তুমিই তার রূহ কবজ করেছো, তুমি তার প্রকাশ্য ও গোপন সব বিষয়ে ভালভাবে অবগত আছ। আমরা তোমার দরবারে তার জন্য সুপারিশ করতে এসেছি। তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।"

টীকা ঃ রোগীদর্শন, জানাযা এবং জানাযা নামাযের সাথে সম্পর্কিত জরুরী মাসয়ালাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত। যদি রুগ্ন ব্যক্তির নিকটজনের মধ্যে তার খোঁজ-খবর নেয়ার মত কেউ না থাকে তবে সেক্ষেত্রে মুসলিম জনসাধারণ যারা তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবে তাদের জন্য উক্ত রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া ফরযে কিফায়াহ। ইমাম ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মাআদ' গ্রন্থে লিখছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তার শিয়রে বসতেন, অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং রোগমুক্তির জন্য দু'আ করতেন। আরো বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তার কোন কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা। সে যদি এমন কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতো যা ক্ষতিকর নয় তাহলে তিনি তা দেয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি তার ডান হাত রোগীর শরীরে রেখে কখনো এ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

"হে আল্লাহ্, কষ্ট দূরীভূত কর। হে মানবকুলের রব, তাকে সুস্থতা দান কর। তুমিই সুস্থতা দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া কোন নিরাময় নেই। এমন সুস্থতা দান কর যা রোগের নামগন্ধ পর্যন্ত রাখবে না।"

www.pathagar.com

কখনো বলতেন ঃ لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ "কোন শঙ্কা নেই। ইনশায়াল্লাহ্ সুস্থ হয়ে যাবে।" (ইবনে আব্বাস থেকে বুখারী, নাসায়ী)।

যদি তিনি রোগীর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেতেন তাহলে বলতেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ 'আমরা সবাই আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।'

তিনি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর রোগ পরিচর্যায় গিয়ে তিনবার বলেছিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا "হে আল্লাহ্ সা'দকে সুস্থতা দান করো।" শারহে সিফ্রুস সা'আদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ইসলামী অধিকার নয়, বরং বন্ধুত্বের অধিকার। অর্থাৎ যার সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা থাকবে সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম তাকে দেখতে যাওয়া ইসলামের বিধান। এক ইহুদী বালক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (সা) তাকে দেখতে গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল। নবী (সা)-এর চাচা আবু তালিব মুশরিক ছিলেন। নবী (সা) রোগশয্যায় তাকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন।

কারো মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে তাকে কিবলামুখী করে শুইয়ে দিতে হবে (আবু কাতাদা থেকে হাকিম, বাহরুর রায়েক) এবং মৃত্যুপথ যাত্রী নিজেও সংক্ষেপে এ দু'আটি পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

"হে আল্লাহ্, আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি দয়া করো এবং আমাকে সর্বোত্তম বন্ধুদের (নবী-রাসূল ও নেক বান্দাদের) মধ্যে শামিল করো।"

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রূহ কবজকালীন সময়ে নবী (সা)-এর মুখ থেকে এ কথাটিই উচ্চারিত হচ্ছিলো এবং হযরত আবু বাক্র (রা)-এর শেষ উচ্চারিত বাক্যও ছিল এটিই।

মৃত্যুর নিকটবর্তী ব্যক্তির কাছে উপস্থিত ব্যক্তি তাকে কালেমায়ে তাওহীদ 'তালকীন' করবে। এটা করা মুস্তাহাব। নিয়ম হলো, সে নিজে উচ্চস্বরে কালেমা পাঠ করবে যাতে তা শুনে ব্যক্তি আপনা থেকে পাঠ করে। তাকে পড়ার জন্য বলবেনা। কারণ, হয়তো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে পড়তে অস্বীকৃতি জানাতে পার। হযরত মা'আয ইবনে জাবাল বলেন ঃ পৃথিবী থেকে বিদায়ের সময় যে মুখ থেকে শেষ বাক্য হিসেবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারিত হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, মুস্তাদরিকে হাকিম)

যখন তার রূহ বেরিয়ে যাবে তখন অত্যন্ত কোমল হাতে তার চোখ দু'টি বন্ধ করে দিতে হবে এবং এই দু'আ পড়তে হবে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَارَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَافْتَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنُوِّرْ لَهُ فِيْهِ ـ

"হে আল্লাহ্, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর। যারা রয়ে গেল তাদের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও। হে বিশ্বজাহানের রব, আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা করে দাও। তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাকে নূর দ্বারা আলোকিত কর।" (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা)

এটি সেই দু'আ যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর চোখ বন্ধ করে দেয়ার সময় পড়েছিলেন।

মুর্দাকে গোসল করানো ফরজে কিফায়া। কোন মৃত মুসলমানকে গোসলবিহীন দাফন করা হলে যেসব মুসলমান তার মৃত্যুর খবর শুনেছিল তারা সবাই গোনাহগার হবে। মুর্দাকে গোসলদাতা ব্যক্তি আত্মীয়তার দিক থেকে তার যত নিকটজন হবে তত উত্তম। অন্যথায় যে কেউ তাকে গোসল দিতে পারে। কাফনের জন্য মূল্যবান কাপড় ব্যবহার না করা উচিত। ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক মূল্যবান কাফন দিতে নিষেধ করেছেন।

ইবন্ আবী শায়বা তার "মুসান্নিফ" গ্রন্থে হযরত ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত একটি মওকূফ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মুর্দাকে খাটের ওপর রাখার সময় বা উঠানোর সময় 'বিসমিল্লাহ্' পড়তে হবে। বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুর্দাকে সত্বর নিয়ে যাও। যদি সে নেককার হয় তাহলে তাকে দ্রুত কল্যাণের মধ্যে পৌঁছিয়ে দাও। আর যদি গোনাহগার হয় তাহলে দ্রুত নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেল।

যারা জানাযার সাথে যাবে মুর্দাকে কাঁধ থেকে নামানোর পূর্বে তাদের জন্য বসা মাকরূহ। তবে যদি কোন প্রয়োজন বা ওজর দেখা দেয় তাহলে বসতে পারে। (রাদ্দুল মুহতার) যারা সহগামী নয় বরং কোথাও বসে আছে, জানাযা দেখে তাদের দাঁড়ানো উচিত নয় (রাদ্দুল মুহতার ও দুররুল মুখতার)। সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, জানাযা দেখে প্রথম দিকে নবী (সা) দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু শেষের দিকে তিনি তা পরিত্যাগ করেছিলেন। যারা জানাযার সহগামী জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া তাদের জন্য মুস্তাহাব। যদিও জানাযার আগে আগে যাওয়াও জায়েয। তবে আগে আগে কোন বাহনে আরোহণ করে যাওয়া মাকরূহ (রাদ্দুল মুহতার)। জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। কোন বাহনে আরোহণ করে জানাযার সাথে যেতে হলে পেছনে পেছনে যেতে হবে। (দুররে মুখতার) জানাযার সহগামী লোকদের কোন দু'আ বা যিকর উচ্চস্বরে পড়া মাকরূহ (দুররে মুখতার প্রভৃতি গ্রন্থ)। ইমাম ইবরাহীম নাখয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি জানাযার সহগামীদের উচ্চস্বরে এ কথা বলা খারাপ মনে করছেন যে, "হে আল্লাহ্,

www.pathagar.com

তোমার মৃত বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।" আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহ্তারে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন ঃ উচ্চস্বরে দু'আ এবং যিকর করলেই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে মুর্দার সহগামী হয়ে গান গাইলে কি অবস্থা হবে যা আমাদের বিভিন্ন জনপদ ও শহরে প্রচলিত।"

জানাযার নামায ফরযে কিফায়া। এ নামায হচ্ছে মূলতঃ মহা দয়ালু আল্লাহ্র কাছে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা ও রহমতের প্রার্থনা করা। অন্যসব নামাযের জন্য যেমন ওযু প্রয়োজন তেমনি জানাযা নামাযের জন্যও ওযু প্রয়েজন। কিন্তু যদিও দেখা যায় যে, নামায শুরু হতে যাচ্ছে, ওযুর জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই এবং নামায পেতে তার ব্যর্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে তাহলে তায়াম্মুম করে নেয়া যেতে পারে। জুতা পরিহিত অবস্থায় জানাযা নামায পড়া যেতে পারে তবে শর্ত হলো জুতা নোংরা ও নাপাক থেকে পবিত্র হতে হবে। যে স্থানে দাঁড়িয়ে জানাযা পড়া হবে সে স্থানও পবিত্র হতে হবে। জানাযা নামাযের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নামাযে উপস্থিত লোকদের (কমপক্ষে) তিনটি কাতারে দাঁড় করাতে হবে। যদি মাত্র সাতজন লোক হাজির থাকে তাহলে একজন ইমাম হবে এবং যথাক্রমে তিনজন, দুইজন ও একজনের তিনটি কাতার হবে। জানাযা নামাযের রুকন দু'টি– কিয়াম ও তাকবীর । এ কারণে জানাযা নামাযে চার তাকবীর বলতে হবে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চারের অধিক তাকবীরের বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। সাহাবা কিরাম বদরের যুদ্ধের শহীদদের জানাযায় পাঁচ এবং সাত তাকবীর বলেছিলেন। অধিকাংশ ইমাম চার তাকবীরের বিষয়টিই অনুসরণ করে থাকেন। জানাযা নামাযে তিনটি বিষয় সুন্নাত। ১. আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ এবং ৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। প্রথম তাকবীরের পর এই সানা (প্রশংসাসূচক দু'আ) পড়তে হবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র। প্রশংসা সব তোমার। বরকত ও কল্যাণময় তোমার নাম। তোমার মর্যাদা অতি সমুন্নত। সবার চেয়ে উচ্চ তোমার প্রশংসা। আর তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

নামাযে যে দরূদ পড়তে হয় দ্বিতীয় তাকবীরের পর জানাযায় তাই পড়া হয়। আর তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযার নির্দিষ্ট দু'আ পড়তে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের জন্য পাঠ করা দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তার জন্য দু'আ নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ـ

"হে আল্লাহ্, এই শিশুকে আমাদের অগ্রগামী বানাও। তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান, পুঞ্জিভূত সম্পদ বানাও। তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানাও এবং তার সুপারিশ গ্রহণ কর।"

www.pathagar.com

মুর্দা যদি মেয়ে হয় তাহলে اجْعَلْهُ এর স্থলে اجْعَلْهَا এবং شَافِعًا ও مُشَفَّعًا এর স্থলে যথাক্রমে شَافِعَةً ও مُشَفَّعَةً পড়তে হবে। এরপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সালাম ফিরাতে হবে।

বাহরুর রায়েক এবং শামী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন সময় জানাযা নামাযে শরীক হয় যে, কিছু তাকবীর বলা হয়ে গেছে, তাহলে তাকে ইমামের তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ইমাম তাকবীর বললে সেও তাকবীর বলে হাত বাঁধবে। এটা হবে তার জন্য তাকবীরে তাহরীমা। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরালে সে তার ছুটে যাওয়া তাকবীরসমূহ আদায় করে নেবে। যদি কেউ এমন সময় এসে হাজির হয় যখন ইমাম চতুর্থ তাকবীরও বলে ফেলেছেন। সে ক্ষেত্রে তাকে ইমামের তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, বরং অতি সত্বর তাকবীর বলে শরীক হবে এবং ছুটে যাওয়া তাকবরীসমূহ আদায় করবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত এবং এটি ফাতওয়া হিসেবে গণ্য। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মাদ (র)-এর মতে চতুর্থ তাকবীরের পর যে আসলো সে নামাযে অংশগ্রহণ করেনি। চতুর্থ তাকবীরের পর নামায শেষ হয়ে যাবে। যদি কেউ তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ প্রথম তাকবীরের সময় উপস্থিত ছিল এবং নামাযে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তাকবীরে তাহরিমায় শরীক হতে পারেনি, সেক্ষেত্রে অবিলম্বে তাকবীর বলে শরীক হবে, ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষা করবে না। আর যে তাকবীরের সময় সে হাজির ছিল তা তাকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। 'মাসবূক' (যে ছুটে যাওয়া তাকবীরসমূহ পরে কাযা হিসেবে আদায় করছে) যদি আশংকা করে সে দু'আ পড়লে দেরী হয়ে যাবে এবং জানাযা চলে যাবে, তাহলে সে দু'আ পড়া পরিত্যাগ করবে।

যদি কোন ব্যক্তির জানাযার দু'আ মনে না থাকে তাহলে সে শুধু তিনবার اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "হে আল্লাহ্, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের ক্ষমা করে দাও" পড়বে। আর যদি এ কথাটুকু বলাও তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে শুধু জানাযার চারটি তাকবীর বলেই শেষ করবে, তাতেই তার জানাযা হয়ে যাবে। কারণ, জানাযা নামাযে যে দু'আ পড়া হয় তা ফরয নয় (বাহ্রুর রায়েক)।

কোন কোন ইমাম যেমন ঃ ইমাম শাফেয়ী (র) ও মুহাদ্দিসদের মতে প্রথম তাকবীরের পরে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজিব। আর ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ঠিক নয়। তবে আল্লাহ্র প্রশংসার জন্য পড়া হলে জায়েয। ইমাম ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখছেন ঃ ইবনে আব্বাস এক জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং লোকজনকে বললেন ঃ আমি এটা এজন্য করলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে এটাও সুন্নাত। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) এর মতও এই যে, জানাযা নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন জানাযা আনা হলে প্রথমেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত কিনা? ঋণগ্রস্ত হলে তিনি সে জানাযায় শরীক হতেন না। তার সাহাবাদের অনুমতি প্রদান করতেন। এর কারণ হলো, নবী (সা)-এর নামায প্রকৃতপক্ষে মুর্দার জন্য শাফায়াত স্বরূপ। অথচ ঋণ পরিশোধ ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করবে না।

তাই এ ক্ষেত্রে তিনি শাফায়াত করবেন কিভাবে? তবে আল্লাহ্ তা'আলা আর্থিক সচ্ছলতা দান করার পর তিনি নিজের পক্ষ থেকে সবার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন এবং সবারই জানাযা পড়তেন। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতেন এবং তার অর্থ-সম্পদ উত্তরাধিকারীদের দিয়ে দিতেন। (সার সংক্ষেপ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় অংশগ্রহণ করলো অর্থাৎ তার জানাযা পড়লো সে এক 'কিরাত' সওয়াব লাভ করলো। আর যে দাফনের কাজেও অংশগ্রহণ করবে সে দুই 'কিরাত' সওয়াব লাভ করবে।" প্রশ্ন করা হলো, কিরাত অর্থ কী? নবী (সা) বললেন ঃ দু'টি বড় বড় পাহাড়। সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দু'টি পাহাড়ের মধ্যে ছোটটি উহুদ পাহাড়ের সমান।"

মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় এ দু'আটি পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ আল্লাহ্র নামে এবং রাসূলের শেখানো পন্থায় তাকে কবরে সোপর্দ করছি।

অপর একটি বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ উল্লেখ আছে। কবরে মাটি দেয়ার ক্ষেত্রে শিয়রের দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুই হাত ভরে মাটি দেবে। মাটি দেয়ার সময় প্রথমবার পড়বে ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (এ মাটি থেকেই আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম।) দ্বিতীয়বার পড়বে ঃ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (এ মাটিতেই তোমাকে ফিরিয়ে আনবো) তৃতীয়বার পড়বে ঃ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى (এবং কিয়ামতের দিন এর থেকেই তোমাকে পুনরায় উঠাবো। (রাদ্দুল মুহতার)

আবু দাউদ, হাকেম, বায্যার এবং বায়হাকী হযরত উসমান (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুর্দার দাফনের কাজ শেষ হলে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার ক্ষমা ও দৃঢ়পদ থাকার দু'আ কর। কেননা, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

পথের সম্বল

وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ - (البقرة - ١٩٧)

"পথের সম্বল সাথে নিয়ে যাও। আর সর্বাপেক্ষা উত্তম পথের সম্বল হলো পরহেজগারী। অতএব, জ্ঞানবানরা, আমার অবাধ্যতা থেকে দূরে অবস্থান কর।"

আল-বাকারা : ১৯৭

www.pathagar.com

মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দু'আ

সহীহ মুসলিমে আবু হুমায়েদ অথবা আবু উসায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ ও সালাম পড়বে এবং তারপরে এ দু'আ পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

"হে আল্লাহ্, আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে তোমার মেহেরবানী প্রার্থনা করছি।"

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহ্‌র, তার সুন্দর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর বলেন, কোন ব্যক্তি এ দু'আ পড়লে শয়তান বলে ঃ "এ ব্যক্তি সারাদিনের জন্য আমার ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।"

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দু'আ

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যে ব্যক্তি এ দু'আটি পড়ে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِا للّٰهِ ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্‌র নামে (আমি বাইরে পা বাড়ালাম)। আল্লাহ্‌র ওপরেই আমি ভরসা করলাম, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন উপায় বা শক্তি হতে পারে না।"

তাকে জবাব দেয়া হয় كُفِيْتَ (তোমার কাজ সংশোধন করে দেয়া হলো), وُقِيْتَ (তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো) এবং هُدِيْتَ (তোমাকে সঠিক পথ দেখানোর ব্যবস্থা করা হলো) শয়তান তার থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলে, যাকে পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যার কাজকর্ম সংশোধন করা হয়েছে এবং যাকে নিরাপদ করা হয়েছে, তার ওপর তোমার কর্তৃত্ব কিভাবে চলতে পারে? (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও ইবনে সুন্নী)। উপরোক্ত দোয়াটি মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে– এভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

টীকা ঃ মুসনাদে এ হাদীসটি 'উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এটি পড়বে সে বাইরে যেখানেই যাবে আল্লাহ্‌ তাকে কল্যাণের 'তাওফীক' দান করবে এবং অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন। মুসনাদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। একজন মাত্র বর্ণনাকারী এমন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি।

بِسْمِ اللهِ اٰمَنْتُ بِاللهِ ـ اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ ـ

"আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (আমি বাইরে পা রাখছি), আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছি, তার ওপর পূর্ণরূপে নির্ভর করেছি। আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি বা উপায় নেই।"

চারটি সুনান গ্রন্থেই উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি আমলের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন তখনই আসমানের দিকে চোখ তুলে এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ، اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ـ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ্ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে যেন আমি নিজে পথভ্রষ্ট না হই কিংবা কেউ যেন আমাকে পথভ্রষ্ট না করে, অথবা আমি নিজে পদস্খলিত হই কিংবা অন্য কেউ আমার পদস্খলন ঘটায়; অথবা আমি নিজে জুলুম করি কিংবা কেউ আমার প্রতি জুলুম করে; অথবা আমি নিজে মূর্খতা করি কিংবা কেউ আমার প্রতি মূর্খতার আচরণ করে।"

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমাদ। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ্। মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি বহুবচন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

বাড়ীতে প্রবেশের দু'আ

সহীহ্ মুসলিমে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যখন নিজের বাড়ীতে প্রবেশের সময় কিংবা খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ করে তখন শয়তান তার দলবলকে বলে لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ (এখানে তোমাদের জন্য না আছে রাত্রি যাপনের সুযোগ, না আছে খাদ্য)। আর যদি প্রবেশের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ না করে তা হলে শয়তান বলে أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ (তোমরা এখানে রাত্রি যাপনের সুযোগ লাভ করেছো)। আর যদি খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ না করে তাহলে শয়তান বলে ঃ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ (তোমরা এখানে রাত্রি যাপন ও খদ্য গ্রহণ উভয় সুযোগই লাভ করলে)। সুনানে আবু দাউদে আবু মালিক আশয়ারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যখন বাইরে থেকে তার বাড়ীতে আসবে তখন প্রথমে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে শুভ প্রবেশ ও শুভ নির্গমন প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্র নামে আমি প্রবেশ করলাম, আল্লাহ্র নামে বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করলাম।"– দু'আটি পড়বে এবং তারপর সালাম দিবে।

www.pathagar.com

টীকা ঃ হাদীসটি সহীহ্ সনদে মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, সহীহ্ ইবনে হিব্বান এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে।

বাজারে প্রবেশের সময়

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই দু'আ–

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অনুপম। তার কোন শরীক নেই। সব কিছুর মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তারই। সব প্রশংসাও তারই জন্য নির্দিষ্ট। জীবন ও মৃত্যু তারই এখতিয়ারে। তিনি চিরঞ্জীব ও মৃত্যুহীন। তারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছু করতে ক্ষমতাবান।" পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য দশ লাখ নেকী লিপিবদ্ধ করে দেবেন, দশ লাখ গোনাহ মাফ করে দেবেন এবং দশ লাখ মর্যাদা দান করবেন। (তিরমিযী)

টীকা ঃ তিরমিযী (গারীব হাদীস) ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। হাফেয মুনযেরী হাদীসটি তার "আত্তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, এর সনদ 'হাসান' এবং 'মুত্তাসিল' আর বর্ণনাকারীগণ 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) ও 'মজবুত'। ইবনে মাজা ও ইবনে আবিদ্ দুনিয়াও এটি গ্রহণ করেছেন। হাফেয মুস্তাদ্রিক গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাকেম ইবনে 'উমার থেকে মারফূ' হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ সহীহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এর সনদে এমন একজন বর্ণনাকারীকে চিহ্নিত করেছেন যার সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন যে, সে মজবুত নয়। কিন্তু রিজাল শাস্ত্রের আর সকল বিশেষজ্ঞই তাকে 'সিকাহ' (নির্ভরযোগ্য) বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বাগাবী শারহুস্ সুন্নায় এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। সেখানে বাজারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে سُوْقٌ جَامِعٌ يُبَاعُ فِيْهِ (অর্থাৎ বৃহৎ বাজার যেখানে ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয় হয় অর্থাৎ বাণিজ্য কেন্দ্র প্রভৃতি)। ইমাম বাগাবী বলেন ঃ হাদীসটির বিষয়বস্তু দাবি করে যে, বাজার বলতে এখানে বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র বুঝানো হয়েছে। কারণ, ছোট একটি দু'আ পাঠে এত বড় পুরস্কার লাভের তাৎপর্য এটাই যে, দু'আর ওপর আমলকারী খোদার স্মরণ থেকে গাফিল বিশাল এক জনসমষ্টির মধ্যে উপস্থিত হয়েও আল্লাহ্কে স্মরণ করেছেন। তাই তার মর্যাদা গাযী ও

www.pathagar.com

মুজাহিদের মর্যদার সমতুল্য। হাদীসের ভাষা থেকে যা বুঝা যায় সে অনুসারে দু'আটি চুপে চুপে বা শ্রবণযোগ্যভাবে উচ্চারণ করে পড়া যেতে পারে। তবে অন্যদের শ্রবণযোগ্য করে পড়াই উত্তম, যাতে অন্যরাও তা অবহিত হতে পারে।

বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গেলে বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِيْبَ بِهَا، يَمِيْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً ـ

"আল্লাহ্র নামে আমি বাজারে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে এ বাজারের কল্যাণ এবং এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন এখানে আমি মিথ্যা শপথ না করি কিংবা কোন কিছু ক্রয়ে ক্ষতির শিকার না হই।

কবর যিয়ারতের দু'আ

হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের (রা) বলতেন, তোমরা যখন গোরস্তানে যাবে তখন পড়বে ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ ـ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ

"এসব ঘরের বাসিন্দা মু'মিন ও মুসলমান, তোমাদের ওপর সালাম। ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে এসে যোগ দেব। আমরা তোমাদের ও আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি।"

সুনানে ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলেন না। ফলে অত্যন্ত অস্থির ও অশান্ত মনে অনুসন্ধানে বের হয়ে দেখলেন তিনি জান্নাতুল বাকীতে প্রবেশ করছেন এবং বলছেন ঃ

www.pathagar.com

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ، اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَاِنَّا بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ ـ

"এ ঘরের ঈমানদার অধিবাসীগণ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের অনুগামী। হে আল্লাহ্, তাদের সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, আর তাদের পরে আমাদের পরীক্ষায় নিক্ষেপ করো না।"

হাম্মামখানায় প্রবেশের দু'আ

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ হাম্মামখানা উত্তম স্থান যদি সেখানে মুসলমানদের যাতায়াত থাকে। কারণ, মুসলমান হাম্মামখানায় প্রবেশের সময় বেহেশ্তের প্রার্থনা এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ সে দু'আ করে) ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

সফরে যাত্রা করার দু'আ

তাবারানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত নামায পড়ে সে এর চেয়ে উত্তম কিছু রেখে যায় না।

মুসনাদে ইমাম আহমাদে (রা) হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরে যাত্রাকারী বাড়ীতে অবস্থানকারীদের জন্য এ দু'আ করবে ঃ

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ ـ

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করছি যার কাছে গচ্ছিত কিছুই নষ্ট হয় না।"

টীকা ঃ ইবনে সুন্নী ও অন্য বর্ণনাকারীগণও এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা

www.pathagar.com

(রা) বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সফরে যাবে তখন সে তার মুসলিম ভাইদের দিয়ে বিদায়ী দু'আ করাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'আয় কল্যাণ দান করবেন। (মুসনাদে আহমাদ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ অধ্যায়)

মুসনাদে আহমাদে হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র দায়িত্বে যখন কোন জিনিস দিয়ে দেওয়া হয় তখন তিনি তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সালেম বলেন ঃ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়ম ছিল, কেউ সফরে বের হতে প্রস্তুত হলে তিনি তাকে বলতেন, আমার কাছে এসো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়মে বিদায় জানাতেন আমি তোমাকে সেই নিয়মে বিদায় জানাই। এরপর ইবনে উমার এ দু'আ পড়তেন ঃ أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ - 'আমি তোমার দীন, তোমার আমানত (সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি) এবং সর্বশেষ আমল (যেন তা নেক হয়) আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করছি।'

টীকা ঃ এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমারের পুত্র সালেম তার পিতা আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদ ছাড়াও আবু দাউদ ও তিরমিযীও এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি 'হাসান' এবং 'সহীহ্'। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমারের (রা) এ আমল কাযা'আ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। কাযা'আ বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা) কোন কাজে আমাকে প্রেরণ করলেন। যাত্রার সময় বললেন ঃ এসো, আমি তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় করি যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার কোন কাজে প্রেরণের সময় বিদায় করতেন। সুতরাং তিনি আমার হাত ধরে আমার জন্য ওপরের দোয়াটি করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী)। হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকেও এ ধরনের আমল উপরোক্ত ভাষায় ইবনে মাজা ও ইবনুস সুন্নীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনাতে দু'আর শেষ বাক্যটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ اَلَّذِيْ لَا يُضَيِّعُ وَدَائِعَهُ (যিনি তার আমানতসমূহ নষ্ট করেন না)। বিদায়ী দু'আয় দীন ও আমানতসহ মুসাফিরের জন্য তার সর্বশেষ নেক আমলের রক্ষণাবেক্ষণের দু'আ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মুসাফিরের জন্য উত্তম হচ্ছে তার সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তের শেষ কাজটি যেন নেক কাজ হয়। যেমন ঃ দুই রাকআত নামায পড়বে, কিছু দান, খয়রাত করবে, আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করবে, নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে কিংবা নেক অসীয়ত করবে। অনুরূপ বিদায় দানকারীর উচিত মুসাফিরের জন্য তাকওয়া ও নিরাপত্তার দু'আ করা। (আল ফাত্হুর রব্বানী)

www.pathagar.com

অপর একটি সনদে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন কোন মুসাফিরকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত নিজের হাতের মধ্যে ধারণ করতেন এবং যতক্ষণ সেই ব্যক্তি নিজে না ছাড়তো ততক্ষণ তিনি তার হাত ছাড়তেন না।... (তিরমিযী; এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি, আমাকে পথের সম্বল দান করুন। নবী (সা) বললেন ঃ زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى (আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার সম্বল দান করুন)। সে বললো ঃ আরো কিছু? তিনি বললেন ঃ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ (তোমার গোনাহ মাফ করে দিন)। সে আরো প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ (তুমি যেখানেই অবস্থান করো আল্লাহ্ যেন কল্যাণকর কাজ করা তোমার জন্য সহজ করে দেন)। ইমাম আহমাদ (র) ও তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলতে থাকলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সফরে বহির্গত হওয়ার জন্য একদম প্রস্তুত হয়ে আছি। আমাকে উপদেশ দান করুন। নবী করীম (সা) বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ -

"আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলো এবং যখনই কোন উঁচু স্থানে উঠতে থাকবে তখনই তাকবীর বলবে"। সেই ব্যক্তি যখন ফিরে যাচ্ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এই বলে দু'আ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ - "হে আল্লাহ্, তুমি তার পথের দূরত্ব সংকুচিত করে দাও এবং সফর তার জন্য সহজ করে দাও।"

টীকা ঃ এ হাদীসটি আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত। এটি হাসান হাদীস। মুসনাদে আহমাদে اطو এর স্থলে ازو শব্দ বর্ণিত হয়েছে। উভয় শব্দের অর্থ একই। ইমাম নববী (র) 'কিতাবুল আযকার' গ্রন্থে 'সফরের নিয়ম-কানুন' অধ্যায়ে লিখেছেন, সফরে গমনোদ্যত ব্যক্তির কর্তব্য হলো, যাত্রার পূর্বে সে তার পরিবারের লোক

www.pathagar.com

ও আত্মীয়-স্বজনদের অসীয়ত করবে। পিতামাতা, মুরুব্বী ও ইহসানকারী ব্যক্তিবর্গ যদি কোন কারণে রুষ্ট থেকে থাকে তাহলে তাদেরকে সন্তুষ্ট করবে। তার সাহায্য চাইবে এবং যে উদ্দেশ্যে সফর করতে মনস্থ করেছে সে জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। (আল-ফাতহুর রব্বানী)

যানবাহনে আরোহণের দু'আ

আলী ইবনে রাবিআ বলেন ঃ আমার চোখে দেখা ঘটনা, হযরত আলী ইবনে আব তালিব (রা) এর জন্য সওয়ারী জন্তু আনা হলো। তিনি রিকাবে পা রেখে বললেন ঃ بِسْمِ اللهِ (আমি আল্লাহ্‌র নামে এর পিঠে আরোহণ করছি)। যখন তিনি সওয়ারীর পিঠে ঠিকভাবে বসলেন তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন এবং কুরআনের এই আয়াত পড়লেন ঃ •

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

"অতীব পবিত্র ও নিষ্কলুষ সেই সত্তা যিনি এ জন্তুকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা নিজেরা একে বশ মানাতে সক্ষম হতাম না। আমাদেরকে আমাদের রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্‌ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নীচের দু'আটি পড়লেন ঃ

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ্‌, তুমি অতীব পবিত্র ও নিষ্কলুষ। আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না।"

এরপর মুচকি হাসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, হাসির কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরোহণ করার পর এভাবেই হাসতে দেখেছিলাম, আর আমি তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন ঃ তোমার মহান ও পবিত্র রব তার বান্দার

www.pathagar.com

এভাবে দু'আ করা অত্যন্ত পছন্দ করেন যে, فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ (হে আল্লাহ্, আমার গোনাহ্ মাফ করে দাও।) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আমি ছাড়া আর কেউ তার গোনাহ মাফ করতে পারে না।

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী এবং আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত। ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ এ হাদীসটি 'হাসান'। এর কোন কোন কপিতে হাসান বলে উল্লেখ করার সাথে সাথে 'সহীহ' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুসনাদে আহমাদের রেওয়ায়েতে سُبْحَانَكَ এর পরে لَا اِلٰـهَ اِلَّا اَنْـتَ বাক্যাংশটিও আছে। মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমল বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে উঠিয়ে নিলেন। তিনি ঠিক হয়ে সওয়ারীর পিঠে বসে তিনবার "আল্লাহু আকবার" তিনবার আলহামদু লিল্লাহ, তিনবার "সুবহানাল্লাহ" এবং একবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বললেন এবং মুচকি হাসলেন। অতঃপর আমার দিকে ফিরে বললেন ঃ সওয়ারীতে আরোহণকালে যে ব্যক্তিই আমার মত কর্মপন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'আলা তার এ কাজে ঠিক তেমনি মুচকি হাসি দেন আমি যেমন তোমার সামনে হাসলাম। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার এ কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।) সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহণের সময় মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার একটি উপকারিতা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বর্ণনা করেছেন। হামযা ইবনে 'আমর আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি উটের পিঠে শয়তান থাকে। তোমরা উটের পিঠে আরোহণের সময় আল্লাহ্‌র নাম বলো। (তবে শয়তানের কথা মনে করে) কখনো যেন নিজের প্রয়োজন থেকে হাত গুটিয়ে না নাও (এবং সওয়ারীকে পরিত্যাগ না করো)।

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় যখন উটের পিঠে ঠিক হয়ে বসে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ আয়াত পড়তেন এবং এ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ـ اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَنْتَ

www.pathagar.com

الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ - اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ -

"হে আল্লাহ্, আমার এ সফরে আমি তোমার কাছে নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দীয় আমল করার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্, আমার এই সফরকে আমার জন্য সহজ এবং এর দূরত্বকে সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ্, সফরে তুমিই আমার বন্ধু এবং পরিবারবর্গের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ্, আমি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ী করুণ অবস্থায় দেখা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন। আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমাদে এ দু'আটি হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ মুসনাদে আহমাদ, তাবারানীর মু'জামে কাবীর, মু'জামে আওসাত, মুসনাদে আবু ইয়া'লা এবং মুসনাদে বাযযারে ইবনে আব্বাস থেকে সহীহ্ সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত দু'আর শেষাংশে এ কথাও আছে যে, ফিরে এসে তিনি যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন ঃ تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا - (আমি তওবা করছি, আমি তওবা করছি, আমার রবের প্রতি পূর্ণাঙ্গ প্রত্যাবর্তন করছি যা সব গোনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়)। আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজাস থেকেও এভাবে নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম খাত্তাবী মু'আলিমুত্ তানযীলে বর্ণনা করেছেন যে, كَآبَةُ الْمُنْقَلَبِ (দুঃখজনক প্রত্যাবর্তন) অর্থ কারো দুঃখভারাক্রান্ত বিষাদিত, নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধন-সম্পদ ধ্বংস করে বিপদগ্রস্ত হয়ে সফর থেকে ফিরে আসা। سُوْءُ الْمَنْظَرِ (বাড়ীতে ফিরে খারাপ অবস্থা দেখা) এর অর্থ হচ্ছে বাড়ীতে ফিরে পরিবার-পরিজনকে রোগাক্রান্ত, মৃত কিংবা বিপদগ্রস্ত দেখতে পাওয়া।

অপর একটি রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবাদের আমল ছিল, সফর ব্যাপদেশে তারা যখন কোন উঁচুস্থানে আরোহণ করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং যখন নিচের দিকে নামতেন তখন তাসবীহ বলতেন।

www.pathagar.com

টীকা ঃ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমরা সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতাম। যখন আমরা কোন উচ্চস্থানে আরোহণ করতাম "আল্লাহু আকবার" বলতাম এবং যখন নিচে নামতাম তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম। (বুখারী, নাসায়ী, আহমাদ)। অপর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন টিলা বা পাহাড়ী উচ্চভূমি অতিক্রমের সময় পড়তেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَمْدٍ অথবা لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (হে আল্লাহ্, যে কোন উচ্চতার চাইতে তুমি অধিক উচ্চতার অধিকারী, সকল প্রশংসার ওপর তোমার প্রশংসা সমুন্নত। অথবা (শেষাংশটুকুর পরিবর্তে) বলতেন ঃ সর্বাবস্থায় তোমার প্রশংসা। হায়সামী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে এটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ এবং আবু ইয়া'লাও এটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে যিয়াদাহ্ নুমায়রী নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন যিনি দুর্বল। অন্য সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।

সফর থেকে ফিরে আসার দু'আ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন ইবনে উমার বর্ণিত উপরোক্ত দু'আটি পড়তেন এবং দু'আর শেষে এ কথাগুলোও যোগ করতেন ঃ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ -

'আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, বার বার তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধাভিযান কিংবা হজ্জ ও 'উমরার সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতে রাস্তায় প্রতি উঁচু স্থান অতিক্রমকালে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং এ দু'আ পড়তেন ঃ

لاَ اِلٰـهَ الاَّ اللّٰـهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْـكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَـهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَـلٰـى كُـلِّ شَـيْـئٍ قَـدِيْـرٌ - اٰئِـبُـوْنَ تَائِـبُـوْنَ عَـابِـدُوْنَ سَـاجِـدُوْنَ لِـرَبِّـنَـا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَ

www.pathagar.com

نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ (بخارى، مسلم)

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব তারই এবং তিনিই সকল প্রশংসার প্রাপক। তিনিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তওবা, ইবাদত, সিজদা এবং আমাদের রবের প্রশংসারত অবস্থায়। আল্লাহ্ তার ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সকল বাহিনীকে একাই পরাভূত করেছেন।"

টীকা ঃ বুখারী ও মুসলিম। কাব ইবনে মালিকের একটি রেওয়ায়েতে একথা আছে যে, তিনি ফিরে এসে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকআত নফল নামায পড়তেন। (বুখারী ও মুসলিম)

সফরকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দু'আ

ইউনুস ইবনে 'উবায়েদ বলেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অবাধ্য কোন সওয়ারী জন্তুর পিঠে উঠে নিচের আয়াতটি তার কানে শুনিয়ে দিয়েছে আর আল্লাহ্র হুকুমে তা শান্ত হয়নি।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ـ (اٰل عمران)

"তারা কি আল্লাহ্র দীনকে পরিত্যাগ করে আর কোন পথ ও পন্থা চায় অথচ আসমান ও যমীনের সব কিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার আনুগত্য করছে? আর তার দিকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এ বিষয়টি পরীক্ষিত। আমি এটি প্রয়োগ করেছিলাম এবং যেভাবে বলা হয়েছে ফলাফল তাই পাওয়া গেছে।

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মরুভূমিতে বা বিজন প্রান্তরে যদি তোমাদের কারো সওয়ারী জন্তু দৌড়িয়ে পালাতে থাকে তাহলে সে উচ্চস্বরে বলবে ঃ يَا عِبَادَ

www.pathagar.com

اللهِ احْبِسُوا 'হে আল্লাহ্‌র বান্দারা, তাকে থামিয়ে দাও।' সর্বক্ষণ কর্মরত কিছু ফেরেশতা থাকে তারা তাকে থামিয়ে দেবে।

আবুল মালীহ্ বলেন, এক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ সওয়ারী জন্তুটির পা পিছলে গেল। আমি বলে ফেললাম تَعِسَ الشَّيْطَانُ (শয়তানের সর্বনাশ হোক)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম বললেন ঃ এ কথা বলবেনা। কারণ, এভাবে বলায় সে খুশির আতিশয্যে স্ফীত হয়ে ওঠে, এমনকি গোলাঘরের মত হয়ে যায়। বরং 'বিস্‌মিল্লাহ্ বলো' এটা শুনে সে অত্যন্ত লাঞ্ছিত বোধ করে এবং চুপসে মাছির মত হয়ে যায়।

টীকা ঃ হায়সামী মাজমা'উয যাওয়ায়েদে এ হাদীসটি বর্ণনা করে লিখেছেন যে, ইমাম আহমাদ (র) এ হাদীসটি সহীহ্ সনদসমূহে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এবং তাবারানীও এটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম নববী (র) "কিতাবুল আযকার"-এ প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, আবু দাউদ আবুল মালীহ্ থেকে এবং তিনি সেই ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীতে পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। নববী লিখেছেন, আবুল মালীহ্ যে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি নিজে আবুল মালীহর পিতা বিখ্যাত সাহাবা হযরত উমামা (রা)। তাবারানীও মু'জামে কবীরে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন।

শয়তানের খুশির কারণ হলো, মানুষ তার কোন কাজ শয়তানের সাথে সম্পর্কিত করলে সে মনে করে মানুষ তার ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আমিও বিভিন্ন কাজে প্রভাব খাটাতে পারি। তাই সে খুশি হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে তার এ ভুল ধারণা দূর হয়ে যায় এবং এ কথা জানতে পেরে তার মাথায় বাজ পড়ে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং বিপদাপদের মুহূর্তেও সে তা ভুলে যায় না। (আল্ ফাতহুর্ রব্বানী)

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জনপদে প্রবেশ করতে মনস্থ করলে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَ رَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِيْنَ وَمَا

www.pathagar.com

ذَرِيْنَ، اَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا فِيْهَا ـ

"হে আল্লাহ, হে সাত আসমান ও তার ভেতরের সবকিছুর ওপর ছায়া বিস্তারকারী আসমানের রব এবং সাত যমীন ও তার মধ্যকার যা কিছু তা ধারণ করে আছে তার রব এবং শয়তান ও যাদেরকে সে গোমরাহ করে আছে তার রব এবং বাতাস ও যা কিছু তা উড়িয়ে নিয়ে যায় তার রব, আমি তোমার কাছে এ জনপদের, জনপদের বাসিন্দাদের এবং জনপদে যা কিছু বিদ্যমান তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এ জনপদ এবং এ জনপদে বিদ্যমান সবকিছুর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ নাসায়ী সুনানে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহতে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম এটি তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করার পর সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাবারানী মু'জামে কাবীরে এটি উল্লেখ করেছেন। হায়সামী বলেন, তাবারানীর বর্ণিত সনদ বিশুদ্ধ। তাবারানী মু'জামে আওসাতেও 'হাসান' সনদে এ ধরনের দু'আ আবু লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে اَظْلَلْنَ এবং অন্যান্য বহুবচন শব্দের পরিবর্তে স্ত্রীবাচক একবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাবারানী মু'জামে কাবীরে আবু সাকীফ ইবনে 'আমর থেকে এ হাদীসও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার অভিযানকালে সাহাবা কিরামদের– যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম– বলেছিলেন ঃ থামো, এবং এরপর এ দু'আটি পড়েছিলেন। এ হাদীসের শেষাংশে এ কথাও আছে যে, তিনি যে কোন জনপদে প্রবেশের সময় এ দু'আ পড়তেন। ইবনে 'উমার (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতাম। তিনি কোন জনপদে প্রবেশ করার সময় পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحَ اَهْلِهَا اِلَيْنَا

(الطبران بسند حميد)

"হে আল্লাহ্, এ জনপদকে আমাদের জন্য বরকতময় করে দাও। হে আল্লাহ্, এই জনপদের কল্যাণ থেকে আমাদের উপকৃত করো। এর অধিবাসীদের হৃদয়ে আমাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদের হৃদয়ে এর উত্তম লোকদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও।"

www.pathagar.com

খাওলা বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোথাও তাঁবু খাটিয়ে নিচের দু'আটি পড়বে সেখান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে নিশ্চিতভাবেই কোন কিছু তার ক্ষতি করবে না–

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ

"আমি আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের সাহায্যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমাদ, মালিক, ইবনে খুযায়মা)

আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত, সফরকালে কোথাও রাত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন :

يَا أَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّمَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ وَ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ـ

"হে ভূমি, আমার ও তোমার রব আল্লাহ্। আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অকল্যাণ থেকে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে এবং তোমার ওপর যা বিচরণ করে তার অকল্যাণ থেকে। আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি হিংস্র জন্তু থেকে, পাপী ও অপরাধীদের থেকে, সাপ ও বিচ্ছু থেকে, বাসিন্দা এবং জন্মদাতা ও জন্মগ্রহণকারীর অকল্যাণ থেকে।"

টীকা : এ হাদীসটি আবু দাউদ ও মুসনাদে ইমাম আহমাদে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম খাত্তাবী বলেন : سَاكِنُ الْبَلَدِ (শহরের বাসিন্দা) বলতে উক্ত এলাকার জিন হতে পারে। অনুরূপ وَالِدُ অর্থ ইবলিস এবং مَوْلُوْدُ অর্থ তার সন্তান সন্ততি (অন্যান্য শয়তান) হতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফররত অবস্থায় ফজর বা উষার উদয় দেখে বলতেন ঃ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ۔

"শ্রবণকারী শুনেছে আল্লাহ্র প্রশংসা, তার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং আমাদের প্রতি তার দয়া-নিয়ামতের স্বীকৃতি দান। হে আমাদের রব, আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাও এবং আমাদের ওপর মেহেরবানী কর। এর সাথে আমি দোযখের শাস্তি থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এ কথাগুলো তিনি উচ্চস্বরে তিনবার বলতেন। এ হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ এবং মুসলিমের শর্ত মুতাবিক গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বান্দার কাজ

"আল্লাহ্‌র যিকর (স্মরণ) থেকে অধিক আর কিছুই নেই যা তার পুরস্কারসমূহ অর্জন এবং গযব ও শাস্তিকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ হতে পারে। আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমে ঈমানের ধারক ও বাহকদের মধ্যে যে পরিমাণ ঈমানী শক্তি সৃষ্টি হবে এবং ঈমানের উপাদান যতটা মজবুত ও দৃঢ় হবে তা ততটাই তাদেরকে আল্লাহ্‌র গযব থেকে দূরে রাখবে। স্মরণ হচ্ছে উচ্চপর্যায়ের কৃতজ্ঞতা। আর কৃতজ্ঞতা নিয়ামত বৃদ্ধির কারণ। সালফ সালেহীনদের মধ্যে থেকে একজন বুযুর্গ বলেছেন ঃ

সেই মহান সত্তার স্মরণের ব্যাপারে গাফলতি অত্যন্ত জঘন্য আচরণ। তিনি তো নেকী ও ইহসানের ক্ষেত্রে গাফলতি করেন না... ।"

ইবনে কাইয়েম (র)

www.pathagar.com

ইসতিখারার বর্ণনা

সহীহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আমাদের কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন ঠিক তেমনিভাবেই ইসতিখারা (কল্যাণ প্রার্থনার) নামায এবং দু'আর নিয়ম-কানুনও শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন কাজ করতে মনস্থ করলে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে এ দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ ـ (এখানে নিজের প্রয়োজন উল্লেখ করবে)

خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاَصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার জ্ঞানের দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা করছি, তোমার শক্তির দ্বারা শক্তি কামনা করছি এবং তোমার বিশাল অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি সর্বশক্তিমান এবং আমি অক্ষম ও শক্তিহীন। আর তুমি সবকিছু জান, আমি জানি না, তুমি সমস্ত অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত। হে আল্লাহ্, তোমার জ্ঞানানুসারে যদি এ কাজ দীনী ও পার্থিব বিচারে এবং পরিণতির দিক দিয়ে আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর তোমার জ্ঞানানুসারে যদি এ কাজ আমার দীন, দুনিয়া ও পরিণতির দিক দিয়ে অকল্যাণকর হয় তাহলে তা থেকে আমাকে দূরে রাখ। আমাকে তা থেকে বিরত

www.pathagar.com

রাখ এবং আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও তা যেখানেই হোক অতঃপর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে দাও।"

(১) সহীহ্ আল বুখারী ছাড়াও এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। বুখারী বর্ণিত হাদীসে وَمَعَاشِى কথাটির পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ কথাটি বলেছিলেন, না وَعَاجِلِ أَمْرِىْ وَ آجِلِه বলেছিলেন সে ব্যাপারে হাদীসটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ আছে। তাই উত্তম হচ্ছে দুটি কথা মিলিয়ে وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِىْ وَعَاجِلِه وَ آجِلِه (পার্থিব জীবন-জীবিকা, পরিণাম এবং বিলম্বে বা তাৎক্ষণিক ফল লাভের দিক দিয়ে) পড়বে।

ইসতিখারা'র আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও মঙ্গল অন্বেষণ করা। ইসতিখারা যে উত্তম পছন্দনীয় আমল সে ব্যাপারে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কোন কাজ করতে মনস্থির করলে পড়বে... اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আবু ইয়ালা, ইবনে হিব্বান তাবারানী)। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা কোন কাজ করতে মনস্থ করলে পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ (হায়সামী, তাবারানী, বায্যার)

আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইসতিখবার নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ এ দু'আ পড়বে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ (তাবারানী, মু'জামে আওসাত। এসব বর্ণনাতে ইসতিখারার দু'আয় কিছু না কিছু শাব্দিক তারতম্য দেখা যায়।

এ ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কিরাম একমত যে, ইসতিখারা করা সুন্নাত এবং শরীয় প্রণেতার বিশেষ প্রিয় ও পছন্দনীয় কাজ। তাই যখন কোন অস্বাভাবিক গুরুত্ববহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন মাকরূহ এবং হারাম সময় ছাড়া যে কোন সময় দুই রাকআত নামায পড়ে উপরে বর্ণিত ইসতিখারার দোয়াটি পড়বে। هٰذَا الْاَمْرَ কথাটির পর নিজের উদ্দিষ্ট বিষয়টি বলবে। ইমাম গাযালী (র) এহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থে এবং ইমাম নববী (র) 'কিতাবুল আযকারে' বলেন ঃ উত্তম হচ্ছে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর قُلْ يَاَيُّهَاالْكَافِرُوْنَ এবং দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়। হাফেজ যায়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ ইসতিখারা সম্পর্কিত হাদীসসমূহে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়ার উল্লেখ নেই। যে সূরা ইচ্ছা পড়া যাবে। ইমাম নববী (র) বলেছেন ঃ নামায পড়তে অক্ষম হলে শুধু

www.pathagar.com

দু'আ পড়াই যথেষ্ট মনে করবে। উত্তম হচ্ছে, 'আলহামদু লিল্লাহ্' দ্বারা দু'আ শুরু করা এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ দ্বারা শেষ করা। ইসতিখারার পর যে কাজটি করার প্রতি মনের প্রবণতা আসবে সেটি সম্পাদন করবে। শাওকানী বলেন, ইসতিখারার পূর্বেই যে বিষয়ের লোভ ও কামনা মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রতি মনের প্রশান্তি ঝোঁকের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। বরং করণীয় নির্ধারণের বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত করা উচিত। এটাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইসতিখারা। এরূপ না হলে সেটা নফসের কাছে ইসতিখারা। ইবনে সুন্নী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)কে বললেন ঃ তুমি কোন কাজ করতে মনস্থ করলে তোমার রবের কাছে সাতবার ইসতিখারা করো। অতঃপর যে বিষয়ে মনে প্রশান্তি অনুভব করবে সেটিই গ্রহণ করো, তাতেই কল্যাণ হবে। আল্লামা শামী এবং "মারাকিউল ফালাহ্" গ্রন্থের গ্রন্থকার সাতবার পর্যন্ত ইসতিখারার নামায পড়ার বিষয়টি সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

যে বিষয়ের কল্যাণকর দিক মানুষের কাছে স্পষ্ট নয় সেসব বিষয়ে ইসতিখারা করা মুসতাহাব। যেমন ঃ বিয়ে, সফর, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের ব্যাপারে ইসতিখারা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাকেম এ হাদীসটি তার মুসতাদারাক গ্রন্থে বর্ণনা করে লিখেছেন যে, ইসতিখারার নামাযের সুন্নাতটি মুসলমানদের মধ্যে বিরল। কেবল মিশরের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে সৌভাগ্যবান। ছোটখাট ব্যাপারে এবং শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়ে ইসতিখারা জায়েয নয়। সুন্নাত নির্ধারিত ইসতিখারা ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসতিখারার আরো কল্পিত ও মনগড়া পন্থা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা সবই বিদআত, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান এবং শয়তানের কর্ম।

মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কাছে ইসতিখারা করা আদম সন্তানের সৌভাগ্যের আলামত। আল্লাহ্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়াও আদম সন্তানের সৌভাগ্য। আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য হলো আল্লাহ্র কাছে ইসতিখারা ছেড়ে দেয়া এবং আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি বিরক্ত হওয়া।

টীকা ঃ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) ছাড়াও আবু ইয়া'লা এবং বাযযার তাদের নিজ নিজ মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসতিখারাকারী ব্যর্থ ও নিরাশ হয় না, পরামর্শকারী লজ্জিত হয় না এবং মিতব্যয়ী ব্যক্তি কখনো অভাবী ও মুখাপেক্ষী হয় না। (তাবারানী মু'জামে সাগীর)

www.pathagar.com

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলতেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিটি ব্যাপারে তার স্রষ্টার কাছে ইসতিখারা (অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কল্যাণকর দিক জেনে নেয়া) করে, সৃষ্টির (মানুষ) সাথে পরামর্শ করে এবং তারপর নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকে সে কখনো লজ্জিত হয় না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ (হে নবী, বিভিন্ন কাজে মানুষের সাথে পরামর্শ করো। আর কোন সিদ্ধান্তে দৃঢ়মত পোষণ করলে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করো।) কাতাদা বলেন ঃ যারা সত্য ও ন্যায়ের অন্বেষণে পরস্পর পরামর্শ করেছে, তারা অবশ্যই সঠিক পথের দিকনির্দেশনা লাভ করেছে।"

বৃষ্টি প্রার্থনার দু'আ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ـ

"তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।" (সূরা নূহ)

টীকা ঃ এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানিফা (র) এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, ইসতিসকার নামাযের প্রকৃত তাৎপর্য এবং প্রাণসত্তা হলো ক্ষমা প্রার্থনা ও আল্লাহ্র দিকে ফিরে যাওয়া। আর বিশুদ্ধ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, নামায হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও কান্নার সাথে এ দু'আ করতে দেখেছি—

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ ـ

"হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করো যা আমাদের সাহায্য করবে, আনন্দদায়ক ও সৌন্দর্য বর্ধক হবে; ক্ষতিকর নয়, উপকারী হবে এবং

www.pathagar.com

দেরীতে নয়, অবিলম্বে আসবে।"

নবী (সা) এ দু'আ করতে না করতেই মানুষের মাথার ওপর কাল মেঘ এসে ছেয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করলো। নবী (সা) ঈদগায় মিম্বার স্থাপন করতে নির্দেশ দিলেন এবং সেখানে মানুষের সমাবেশের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর তিনি সেখানে হাজির হলেন। মিম্বারে বসে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পর বললেন ঃ "তোমাদের অভিযোগ হলো, দেশ অনুর্বর ও বিরান ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। বৃষ্টি সময়মত হচ্ছে না। মনে রেখো, আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে (বিপদাপদে) তোমরা তার দরবারে দু'আ এবং বিলাপ ও কাকুতি-মিনতি করবে। তোমাদের কাছে তার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে, তিনি তোমাদের দু'আ কবুল করবেন।" অতঃপর তিনি এই দু'আ করলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّتًا وَبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি গোটা বিশ্ব-জাহানের রব। অতীব দয়ালু ও মেহেরবান। প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ্, তুমিই আল্লাহ্। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি অভাবশূন্য আর আমরা অভাবী। তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। আর যা তুমি বর্ষণ করবে তা আমাদের জন্য শক্তির কারণ বানিয়ে দাও এবং প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত কর।"

এরপর তিনি হাত ওপর দিকে উত্তোলন করলেন এবং দীর্ঘ সময় উত্তোলন করে রাখলেন এমনকি তার বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। অতঃপর মানুষের

www.pathagar.com

দিকে পেছন ফিরে চাদর উল্টিয়ে নিলেন। তার হাত তখনো উপর দিকে উত্তোলিত ছিল। (দীর্ঘ সময় ধরে বিনয় ও আকুতির সাথে উপরোক্ত দু'আ করতে থাকলেন। দু'আ শেষ করে লোকজনের দিকে মুখ ফিরালেন এবং মিম্বার থেকে অবতরণ করে দুই রাকআত নামায পড়লেন।

টীকা ঃ সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় নবী (সা) কয়েকটি নিয়মে ইসতিসকার নামায পড়েছেন। একটি নিয়ম আয়েশা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটিতে উল্লিখিত হয়েছে। এতে আযান ও ইকামাত ছাড়া দুই রাকআত নামায পড়ার কথা উল্লেখ আছে। এতে নবী (সা) উচ্চস্বরে কিরায়াত পড়েছেন। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং দ্বিতীয় রাকআতে هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ পড়েছেন।

দ্বিতীয়বার জুম'আর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দিতে বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। তৃতীয়বার জুমআর দিন ছাড়া অন্য একদিন মিম্বার থেকে ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা) করলেন, কিন্তু নামায পড়েননি। চতুর্থবার মসজিদে বসে ইসতিসকার জন্য হাত তুলে দু'আ করেছেন।

অকস্মাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মেঘ সৃষ্টি করলেন। মেঘের গর্জন ও বিদ্যুত চমকানো শুরু হলো। নবী (সা) মসজিদে পৌছতে না পৌছতেই পানির স্রোত বয়ে চললো। লোকজন বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলো। তাদেরকে দেখে তিনি বেশ হাসলেন। এমনকি তার মাড়ির দাঁর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো। তিনি বললেন ঃ

أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَأَنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ সব কিছু করতে সক্ষম। আর নিশ্চিত আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"হে আল্লাহ্, তোমার বান্দা এবং গবাদি পশুদের পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করো। তোমার রহমতকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দাও এবং মৃত জনপদকে জীবন দান কর।"

ইমাম শা'বী বলেন ঃ হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসতিগফারের জন্য বের

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ছাড়া তিনি আর কিছু করেননি। লোকজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ইসতিগফার তওবা এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি যার উপস্থিতিতে অবশ্যই বৃষ্টি হয়েছে। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন ঃ

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى۔

"তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর আসমান থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন... তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অতঃপর তার কাছে তওবা কর তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করবেন।"

বৃষ্টি বর্ষণকালীন দু'আ

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়াতে আমদেরকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। সে রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিলো। নামায শেষ করে তিনি সবার দিকে ঘুরে বসে বললেন ঃ তোমাদের রব কি করেছেন তা কি তোমরা জান? সবাই বললো ঃ আল্লাহ্ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কিছুসংখ্যক আমাকে অস্বীকারকারী। যে বলেছে, আল্লাহ্র দয়া ও রহমতে বৃষ্টিপাত হয়েছে সে আমার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তারকারাজিকে অস্বীকার করে। আর যে বলেছে অমুক অমুক তারকাপুঞ্জ বৃষ্টি বর্ষণ করেছে সে আমাকে অস্বীকার করে এবং তারকারাজিকে বিশ্বাস করে (বুখারী ও মুসলিম)।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ কবুল হয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন ঃ صَيِّبًا نَافِعًا "হে আল্লাহ্ সচ্ছলতা ও কল্যাণ দানকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

www.pathagar.com

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। বৃষ্টি আমাদেরকে আটকে দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের একটা অংশ থেকে কাপড় খুলে বৃষ্টির পানিতে ভেজাতে শুরু করলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ এ বৃষ্টি এইমাত্র আল্লাহ্র নিকট থেকে আসলো, তাই।" (মুসলিম)

বৃষ্টির আগমন দেখে দু'আ

সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিগন্তে মেঘের সামান্যতম আভাস দেখলেও কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাযও ছেড়ে দিতেন এবং এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ ـ

"হে আল্লাহ্, এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে আমি তা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

উক্ত মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হলে তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"হে আল্লাহ্, উপকারী এবং উর্বরা শক্তিসম্পন্ন বৃষ্টি দাও।"

অতিবৃষ্টিতে দু'আ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জুম'আর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে সম্বোধন করে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, অর্থ-সম্পদ ও গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত উপায়-উপকরণ ও উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত তুলে বললেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا ـ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ্, আমাদের পানি দাও, হে আল্লাহ্, আমাদের পানি দাও, হে আল্লাহ্, আমাদের পানি দাও।"

হযরত আনাস বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র শপথ! আকাশে মেঘের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। সিলা উপত্যকা ও আমাদের মাঝখানে কোন ঘরবাড়িও আড়াল ছিল না। আমরা দেখতে পেলাম, সিলা উপত্যকার ওপাশ থেকে বর্মাকৃতি এক টুকরা মেঘ ভেসে আসলো এবং মধ্যাকাশে পৌঁছার পর তা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়লো এবং বৃষ্টি শুরু হলো। আল্লাহ্র শপথ! এরপর আমরা সাত দিন পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখিনি। পরবর্তী জুম'আর দিন সেই একই ব্যক্তি মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে নবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ঃ গবাদি পশু মৃত্যুবরণ করছে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কাছে দু'আ করুন যাতে বৃষ্টি থেমে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا لاَ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ۔

"হে আল্লাহ্, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক, আমাদের ওপরে যেন বর্ষিত না হয়। হে আল্লাহ্ পাহাড়, টিলা, উপত্যকা, ফসলের মাঠ ও বনভূমিতে বর্ষিত হোক।"

হাদীসের বর্ণনাকারী (সাহাবা) বলেন, তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি থেমে গেল এবং আমরা রোদ পোহানোর জন্য বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। (বুখারী-মুসলিম)

মেঘের গর্জন ও বিদ্যুত চমকানো-কালীন দু'আ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি মেঘের গর্জন শুনলে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতটি পড়া শুরু করতেন ঃ

www.pathagar.com

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ـ (الرعد ـ ١٣)

"মেঘের গর্জন আল্লাহ্র প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে এবং ফেরেশতারা তার ভয়ে কম্পিত হয়ে তার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।" (আর রা'দ-১৩)

হযরত কা'ব বলেন ঃ এ রকম পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতটি তিনবার পড়বে সে মেঘের গর্জন থেকে নিরাপদ থাকবে। তিরমিযীতে আছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের কড়কড় শব্দ শুনতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ـ

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার গযব দিয়ে হত্যা করো না এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করো না। এমনটি হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে তোমার নিরাপত্তা দান করো।"

টীকা ঃ মুয়াত্তা, ইমাম মালিক, আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী ইমাম বাগাবী মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল বাকের থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, বজ্রাঘাত মুসলিম-অমুসলিম সবার ওপরে পড়ে, কিন্তু আল্লাহ্র স্মরণকারীর ওপর পড়ে না।

তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুসতাদরিকে হাকিম, বুখারী (আল আদাবুল মুফরাদে) এবং হাফেজ ইরাকী এ হাদীসটিকে 'হাসান' এবং হাকিম এটিকে 'সহীহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেজ যাহাবী (র) এ মত সমর্থন করেছেন।

ঝড়-ঝঞ্ঝাকালীন দু'আ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝড়ঝঞ্ঝা হচ্ছে আল্লাহ্র ফুৎকার। তা রহমতও বয়ে আনে আবার আযাবও বয়ে আনে। তাই ঝড়ঝঞ্ঝা দেখলে খারাপ বলবে না। তা থেকে কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ) হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝড় শুরু হতে দেখলে দু'আ করতেন ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ -

(صحيح مسلم)

হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে এই ঝড়ের কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর অকল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার অকল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। "

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের বর্ণনা

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ দেখলে তোমরা আল্লাহকে ডাকো, তাকবীর পাঠ করো এবং দান-খয়রাত করো। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকালের ঘটনা। আমি মদীনার বাইরে তীরন্দাজিতে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। আমি তীর-ধনুক রেখে দিলাম এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, দেখবো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ কি করেন। অতএব, আমি তার কাছে হাজির হলাম। দেখলাম, তিনি হাত উত্তোলন করে 'তাসবীহ', 'হামদ', 'তাহলীল' (কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ), দু'আ ও আবেদন-নিবেদনে মগ্ন আছেন এবং সূর্য পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি তা করতে থাকলেন। অতঃপর তিনি দুই রাক'আত নামায পড়লেন এবং এ নামাযে দুটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করলেন।

সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তে, ক্রীতদাস মুক্ত করতে, অধিক মাত্রায় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে এবং দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এসব কাজ মানুষের ওপর থেকে বিপদাপদ এবং বিপদাপদের কারণ প্রতিরোধ করে।

www.pathagar.com

টীকা ঃ ইমাম ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে লিখছেন ঃ একবার সূর্যগ্রহণ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং দুই রাক'আত নামায পড়লেন। প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহা এবং একটি দীর্ঘ সূরা (সূরা বাকারার অংশবিশেষ) উচ্চস্বরে পাঠ করলেন। তারপর দীর্ঘ রুকূ' করলেন। অতঃপর রুকূ' হতে উঠে দীর্ঘ কিয়াম করলেন এবং سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বললেন। তারপর কিরায়াত শুরু করলেন যা পূর্বের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। এরপর রুকূ' করলেন যা পূর্বের রুকূ'র চেয়ে ছোট ছিল। অতঃপর দাঁড়িয়ে সিজদায় গেলেন এবং সিজদা বিলম্বিত করলেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আত প্রথম রাক'আতের মত করে পড়লেন। এভাবে নামাযের প্রত্যেক রাক'আতে দুটি রুকূ দুটি সিজদা এবং দুইবার কিরায়াত পড়লেন। অতঃপর নামায শেষে খুতবা দিলেন যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ. مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ؟ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ فَيَقُوْلُ "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا" فَيُقَالُ لَهُمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ.

"সূর্য ও চাঁদ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যেকার দুটি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর জন্য এতে গ্রহণ হয় না। এরূপ অবস্থা (গ্রহণ) দেখলে আল্লাহ্‌কে ডাকবে, তাকবীর বলবে, নামায পড়বে এবং সাদকা করবে। আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? ঈমানদার বা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তি বলবে ঃ তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ যিনি হিদায়াত ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাকে অনুসরণ করেছি। তাকে বলা হবে ঃ নিরাপদে ঘুমাও। আমরা আগে থেকেই জানতাম যে, তুমি ঈমান পোষণকারী। কিন্তু মুনাফিক বা সন্দেহবাদী ব্যক্তি (এ প্রশ্নের জবাবে) বলবে ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমি মানুষকে তার সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছি এবং আমি নিজেও তাই বলেছি।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সূর্যগ্রহণের নামায কয়েক রকমে পড়ার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন হাদীসে দুই রাক'আত নামাযে দুটি রুকূর উল্লেখ এবং কোন কোন হাদীসে চার, পাঁচ রুকূ' পর্যন্ত উল্লেখ আছে। একথাও উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক

www.pathagar.com

রুকূর পর তিনি কিরায়াত পড়তেন। প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আনকাবূত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা রূম পড়া সুন্নাত। এ দুটি নামাযে নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণও প্রমাণিত এবং সাহাবা কিরাম তদনুসারে আমল করেছেন বলেও বর্ণিত হয়েছে। একবার মদীনা থেকে গ্রহণ পরিদৃষ্ট হলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রা) দুই রাক'আত নামায পড়েছিলেন। আরো একবার গ্রহণ দেখা গেলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) লোকজনকে একত্রিত করেন এবং জামায়াতে নামায আদায় করেন।

বিশুদ্ধভাবে এতটুকু প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামায একবার মাত্র পড়েছেন। সেদিন তার পুত্র হযরত ইবরাহীম ইনতিকাল করেছিলেন এবং লোকজন তার ইনতিকালকেই সূর্যগ্রহণের কারণ ঠাওরিয়েছিল। নবী (সা) তার খুতবায় এর সত্যতার অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

চন্দ্রগ্রহণের সময়ও দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নাত। কিন্তু এ নামায জামায়াতে পড়া সুন্নাত নয়। বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে একাকী পড়বে। তবে সূর্যগ্রহণের নামায জামায়াতে পড়তে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকেই তা সুস্পষ্ট। সূর্যগ্রহণের নামাযে শুধু খুতবা ছাড়া জুম'আর নামাযের মত আর সকল শর্তই পূরণ করতে হবে। (মারাকিউল ফালাহ) এ নামাযে আযান এবং ইকামাতও হবে না। লোকজনকে একত্র করতে হলে আহ্বান জানিয়ে বা ঘোষণা দিয়ে একত্র করতে হবে। (মারাকিউল ফালাহ)

যুদ্ধ এবং শাসকদের পক্ষ থেকে আশংকাকালীন দু'আ

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জাতি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কোন সময় কিছু আশংকা করলে এ দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

(اَبُوْدَاؤد ، نسائى ، ابن حبان ، حاكم)

"হে আল্লাহ্, শত্রুর মোকাবিলায় আমি তোমাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছি এবং তাদের দুষ্কর্ম থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের ময়দানে থাকতেন এবং শত্রুর মুখোমুখি হতেন তখন

www.pathagar.com

এই দু'আ পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ اَجُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ ـ

"হে আল্লাহ্, তুমি আমার হাত ও বাহু, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার সাহায্যে আমি কৌশল অবলম্বন করি, আক্রমণ করি এবং লড়াই করি।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান, ইবনে আবী শায়বা আনাস ইবনে মালিকের রেওয়ায়েতে বরাতে)

টীকা ঃ হযরত সুহাইব (রা) থেকেও এ ধরনের একটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ হুনায়েন যুদ্ধের সময় একদিন ফজরের নামাযের পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে ঠোঁট নাড়তে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা এর আগে আর কখনো আপনাকে এরূপ করতে দেখিনি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের পূর্বে একজন নবীকে তার উম্মাতের সংখ্যাধিক্য অহংকারে মত্ত করেছিলো। সে বলতে শুরু করলো, এমন কে আছে যে, এ জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে? ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই জাতিকে পরীক্ষায় ফেললেন। এখন আমিও সংখ্যাধিক্য দেখে আল্লাহ্র কাছে এ বলে প্রার্থনা করছি যে, اَللّٰهُمَّ بِكَ اُحَاوِلُ وَبِكَ اُصَاوِلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ "হে আল্লাহ্, তোমার শক্তিতেই আমি শত্রুদের ওপর আক্রমণ করি, তোমার সাহায্যে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তোমার ওপর নির্ভর করে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি।" (মুসলিম, তিরমিযী, দারেমী)

হাদীস গ্রন্থসমূহে এ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যে, একটি যুদ্ধে নবী (সা) দু'আ করেছিলেন ঃ

يَامَالِكَ يَوْمِ الدِّيْنَ اِيَّاكَ اَعْبُدُ وَاِيَّاكَ اَسْتَعِيْنُ ـ

"হে প্রতিদান দিবসের মালিক, আমি তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য চাই।"

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এ দু'আর পর আমি দেখলাম, ফেরেশতার দল সম্মুখ ও পেছন দিক থেকে শত্রুসেনাদের উল্টো করে নিক্ষেপ করছে।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার বর্ণনা করেন, "এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সময় তুমি শাসক বা অন্য কারো থেকে আশংকা করলে এ দু'আটি পড়বে।

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْـحَلِيْـمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّـبْـعِ وَرَبِّ الْـعَـرْشِ الْـعَظِـيْمِ، لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اَنْتَ عَـزَّ جَارُكَ وَجَـلَّ ثَـنَـاؤُكَ ـ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি ধৈর্যশীল ও মহান। আল্লাহ্ পবিত্র ও নিষ্কলুষ। সাত আসমানের রব, সুবিশাল আরশের অধিপতি। (হে আল্লাহ্) তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলো সে সফল হলো। তোমার প্রশংসা অনেক উন্নত।"

টীকা ঃ মুসনাদে আহমাদে দু'আটি হযরত আলী (রা) থেকে যে ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে তা হলোঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ـ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ দু'আটি গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ যদিও তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত, তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে এমন দু'আ শিখিয়ে দিচ্ছি যা পড়লে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন।" অন্য বর্ণনাতে হযরত আলী (রা) এ দু'আ সম্পর্কে বলেন ঃ নবী (সা) আমাকে বলেছেন যে, তোমার ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে যেন তুমি এটি পড় (বুখারী, নাসায়ী, ইবনে আবি শায়বা, ইবনে হিব্বান, হাকিম)। বুখারীতে দু'আটির শেষ বাক্যটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

(হে আল্লাহ্, আমি তোমার বান্দাদের অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক)। মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর থেকে– যিনি হযরত আলী (রা) এর বরাতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণিত হয়েছে যে, আমি তোমার কন্যাকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সাথে বিয়ে দিলাম। (আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, হাজ্জাজ তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলো) আমি আমার কন্যাকে শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে, হাজ্জাজ যখন তোমার কাছে আসবে তখন এই দু'আটি পড়বে।"

www.pathagar.com

হাদীসটির সনদের মধ্যবর্তী একজন বর্ণনাকারী বলেন ঃ "মেয়ের এ দু'আর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হাজ্জাজের মেলামেশা থেকে রক্ষা করেন।"

বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (আমাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক) এটি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সা) উভয়েরই দু'আ। হযরত ইবরাহীম (আ) কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে এ দু'আ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুরা মুসলমানদের ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে যখন এ মর্মে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, মক্কার লোকেরা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ - লোকজন তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো।) তখন এ খবর শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৩)।

দুঃখ ও মনোকষ্টের সময়ের দু'আ

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তেন তখন আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ -

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমানসমূহের, পৃথিবীর ও মহান আরশের রব।"

তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন অশান্তি, অস্থিরতা ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হতেন

www.pathagar.com

তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আর মাধ্যমে বার বার আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতেন ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ ـ

"হে চিরঞ্জীব, হে সমগ্র বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপক, তোমার রহমতের কাছে ফরিয়াদ করছি।"

তিরমিযীতেই হযরত আবু হুরাইরা কর্তৃক এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়লে আসমানের দিকে মাথা তুলে বলতেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (মহান ও মর্যাদাবান আল্লাহ্ পবিত্র ও নিষ্কলুষ)। আর যখন দু'আ ও আকুতিতে অধিক নিমগ্ন হয়ে যেতেন তখন বলতেন ঃ হে চিরঞ্জীব, হে ব্যবস্থাপক।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু বাক্‌রাহ বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

বিপদগ্রস্ত ও দুর্দশাপীড়িতদের আকুল প্রার্থনা হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ، لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার রহমতের প্রত্যাশী। আমাকে একমুহূর্তের জন্যও আমার প্রবৃত্তির কাছে সোপর্দ করো না। তুমি নিজে আমার সকল বিষয় সংশোধিত করে দাও। কারণ, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (নাসায়ী, আহমাদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, হাকিম ও যাহাবীও বর্ণনা করেছেন)

সুনানে আবু দাউদে হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেব না যা তুমি দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময় পড়বে? এরপর তিনি বললেন ঃ এরূপ অবস্থায় তুমি পড়বে– اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا –"সেই মহান সত্তা আল্লাহ্ আমার রব ও ইলাহ। আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।"

www.pathagar.com

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী, সহীহ্ ইবনে হিব্বান, তাবারানীর মু'জামে কাবীর এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। এ হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে 'আল্লাহ্' শব্দটি একবার, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে দুইবার এবং তাবারানীতে তিনবার বর্ণিত হয়েছে। তিনবার বলাই সর্বোত্তম।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) হযরত আসমাকে বলেছিলেন যে, উপরোক্ত দু'আ সাতবার পড়বে। তিরমিযীর বরাতে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে তার রবের কাছে যে আকুতি জানিয়েছিলেন তা ছিল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ ـ

"তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তুমি নিষ্কলুষ ও পবিত্র। আমি নিজেই আমার ওপর যুলুম করেছি।" অতএব, যে মুসলমানই তার কোন কষ্ট বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ দু'আ করবে সে অবশ্যই দেখবে যে, তা কবুল করা হয়েছে।* অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ আমার এমন একটি দু'আ জানা আছে যা যে কোন বিপদগ্রস্তই পড়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং বিপদ ও কঠোরতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। দু'আটি হচ্ছে আমার ভাই নবী ইউনুস আলাইহিস সালামের ফরিয়াদ। (অর্থাৎ–

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِيْنَ)

টীকা* ঃ হাফেজ আলী ইবনে আবু বাকর হায়সামী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে এ দু'আটি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ দু'আ আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু ইয়া'লা এবং বায্যার তাদের মুসনাদসমূহে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবু ইয়া'লা এবং বায্যারের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তিরমিযী কয়েকটি সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিমও এটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। যাহাবী হাকিমকে সমর্থন করেছেন।

মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন ঃ যে কোন আল্লাহ্র বান্দাই কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তার শিকার হয়ে এ দু'আ করবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তার

www.pathagar.com

দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তাকে আনন্দ ও খুশীতে রূপান্তরিত করে দেবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِیْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِیَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِیَّ قَضَاۤءُكَ ـ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِیْ كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِیْ، وَنُوْرَ بَصَرِیْ، وَجَلَاۤءَ حُزْنِیْ، وَذَهَابَ هَمِّیْ ـ

"হে আল্লাহ্, আমি তোমার বান্দা। তোমার বান্দার সন্তান, তোমার দাসীর সন্তান। তোমারই ক্ষমতার অধিকারে আমার ভালমন্দ। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর। আমার সব ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই ন্যায়বিচার। তুমি যেসব নামে নিজেকে আখ্যায়িত করেছো অথবা তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তোমার কোন সৃষ্টিকে শিক্ষা দিয়েছো অথবা তোমার গায়েবী ইল্‌মের ভাণ্ডারে গোপন রেখেছো, সেসব নামের প্রত্যেকটির দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, চোখের জ্যোতি, দুঃখ ও দুর্দশার সমাধান এবং অস্থিরতা ও জটিলতার নিরাময় বানাও।"

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমরা কি এ দু'আটি শিখে নেব না? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তিই এ দু'আটি শুনবে সে-ই এটি শিখবে এবং মুখস্থ করবে।

টীকা ঃ মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বায্যার, সহীহ্ ইবনে হিব্বান ও মুস্তাদরিকে হাকিম। হাকিম ও ইবনে হিব্বান এ হাদীসকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হায়সামী এটি তার মাজমাউয যাওয়ায়েদে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, মুসনাদে আহমাদ ছাড়াও মুসনাদে আবু ইয়ালা, মু'জামে কাবীর, তাবারানী এবং মুসনাদে বায্যারেও এটি বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ ইবনে হাম্বল ও আবু ইয়া'লার সনদ বিশুদ্ধ। শুধু আবু সালমা জুহানী নামক একজন রাবী'র ব্যাপারে আপত্তি করা হয়। কিন্তু ইবনে হিব্বান তাকেও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

www.pathagar.com

বিপদ-আপদকালীন দু'আ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ، اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ (البقرة ١٥٠-١٥٢)

"সুসংবাদ দান করো সেইসব ধৈর্য-ধারণকারীদের যারা কখনো কোন বিপদ আসলে বলে ঃ আমরা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। এসব লোকদের ওপরে তাদের রবের পক্ষ থেকে মেহেরবানী ও রহমত বর্ষিত হবে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস এমনকি জুতোর ফিতা নষ্ট হলেও اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ (আমরা আল্লাহ্র এবং আল্লাহ্র কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে) পড়। কারণ, এটিও বিপদেরই একটি অংশ।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কোন মুসলমানের ওপর বিপদ আপতিত হলে সে যদি এ দু'আ পড়ে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিপদের জন্য সওয়াব দান করবেন এবং তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اٰجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا ـ

"আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ্, আমাকে এ বিপদের সওয়াব দান করো এবং এর উত্তম প্রতিদান দাও।"

উম্মে সালামা বলেন, আবু সালামা (হযরত উম্মে সালামার প্রথম স্বামী-র ইন্তিকাল হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে এ দু'আ পড়লে

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে উত্তম প্রতিদান দিলেন এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত উত্তম স্বামী দান করলেন। (মুসলিম)

উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু সালামার ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে আসলে দেখতে পেলেন তার চোখ দুটি উন্মুক্ত ও বিস্ফারিত হয়ে আছে। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বললেন ঃ প্রকৃতপক্ষে জান যখন কবজ করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দৃষ্টি তার পেছনে দৌড়াতে থাকে। একথা শুনে আবু সালামার আত্মীয়-পরিজনরা চিৎকার করে ওঠে এবং বিলাপ ও ক্রন্দন করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলেন ঃ নিজের জন্য ভাল কথা ছাড়া কোন খারাপ কথা বলো না। তোমাদের মুখ থেকে যে সব কথা বের হচ্ছে ফেরেতশারা তা শুনে 'আমীন' বলছে। অতঃপর তিনি আবু সালামার জন্য এ বলে দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِىْ الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِىْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ۔

"হে আল্লাহ্, আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। হিদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা সমুন্নত করো, পশ্চাদপদদের মধ্যে তার স্থলাভিষিক্ত বানাও এবং হে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা, আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। আর তার কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত করে দাও।"

ঋণ পরিশোধের দু'আ

আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আলী (রা) এর কাছে একজন মুকাতিব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ) ক্রীতদাস এসে বললো, আমি চুক্তির অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা) বললেন ঃ আমি তোমাকে সেই দু'আটি কেন শেখাবো না যেটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণ থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিশোধ করে দিবেন। সে বললো ঃ আপনি অবশ্যই

www.pathagar.com

আমাকে সেই দু'আটি শিখিয়ে দিন। হযরত আলী (রা) তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

"হে আল্লাহ্, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে হালাল রিযিক দান করে হারাম রুজি থেকে রক্ষা করো এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীর সাহায্যে আমাকে তুমি ছাড়া অন্য আর সবার মুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা করো।"

টীকা ঃ তিরমিযী, মুসতাদরিকে হাকিম ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং গারীব। হাকিম এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেজ যাহাবী (র) হাকিমের মত সমর্থন করেছেন। এ হাদীসের সনদে আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক কুরাশী নামক একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছেন যাকে কেউ কেউ দুর্বল এবং কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মুসনাদে আহমাদে ওহুদ পাহাড়ের স্থলে সীর বা ঈর পাহাড়ের উল্লেখ আছে। পাহাড়টি 'তায়' এলাকায় অবস্থিত।

মুকাতিব বলা হয় এমন ক্রীতদাসকে যে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য তার প্রভুর সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

নিয়ামত সংরক্ষণের দু'আ

মহান আল্লাহ্ সূরা কাহাফে দুই ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন যাদের একজনকে আল্লাহ্ অনেক কৃষিক্ষেত ও বাগ-বাগিচা এবং অঢেল অর্থসম্পদ দান করেছিলেন। সে এসব দেখে নফসের প্রতারণা এবং গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয় এবং তার বাগানে প্রবেশ করে বলতে থাকে, "আমি মনে করি, এ বাগান কোনদিনও ধ্বংস হবে না।" কিন্তু অপরজন তাকে তার এই ভ্রান্ত আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, তুমি যে সময় তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন কেন বললে না ঃ مَاشَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ (তাই হবে যা আল্লাহ্ চাইবেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই)। কিন্তু তার অহংকার ও ঔদ্ধত্য তাকে বিভ্রান্ত করে রাখে। পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, সেই অর্থ-সম্পদ এবং নিয়ামত ও শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস হয়ে মাটিতে মিশে যায়। সে কপর্দকশূন্য হয়ে হাত কচলাতে থাকে। এ কারণে উত্তম হলো, যখন কোন ব্যক্তি তার বাগানে প্রবেশ করবে কিংবা ঘরে আসবে এবং নিজের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের মধ্যে কোন খুশী বা আনন্দের কিছু

www.pathagar.com

দেখবে তখন অবিলম্বে সে এ দু'আ পড়বে ঃ

مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ -

তাহলে সে কোন অপছন্দীয় ও দুঃখজনক দুর্ঘটনায় পতিত হবে না।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে বান্দাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে কোন নিয়ামত লাভ করেছেন তা সে পরিবার-পরিজনের আকারে হোক কিংবা ধন-সম্পদ আকারে হোক, সে যদি (শুকরিয়ার আবেগ-অনুভূতি নিয়ে) مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ – এ দু'আটি পড়ে তাহলে তার ওপরে মৃত্যু ছাড়া আর কোন বিপদ আসবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন আনন্দদায়ক কোন জিনিস দেখবে তখন পড়বে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحٰتُ "সমস্ত সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহ্র যার মেহেরবানী দ্বারা নেক কাজসমূহ পূর্ণতা লাভ করে।" আর যখন খারাপ কিছু দেখবে তখন পড়বে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা)। ইবনে মাজা, হাকিম এবং ইবনুস সুন্নী হযরত আয়েশা থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

রিযিক লাভ ও দারিদ্র দূরীকরণের দু'আ

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে তার নবী হযরত নূহ আলাইহিস সাল্লামের জবানীতে বলেছেন ঃ

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ، وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا (نوح)

"আমি লোকদের বললাম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি ক্ষমাকারী। তাহলে তিনি আসমান থেকে মুষলধারে বর্ষণ করবেন এবং অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।

www.pathagar.com

তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেবেন।"

এ ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য হয়। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওম, যারা দীর্ঘ কয়েক বছর পর্যন্ত অনাবৃষ্টির কবলে পতিত হয়েছিল– ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষা দিয়ে তার পার্থিব ও বৈষয়িক উপকারিতা বর্ণনা করছেন।

কোন কোন সনদ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত এ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-কে স্থায়ী অযীফা হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিবেন, সব রকম সংকীর্ণতা থেকে উদ্ধার করবেন এবং এমন স্থানে তাকে পৌছাবেন যা তার চিন্তা ও ধারণারও অতীত।* আল্লামা ইবনে আবদুল বার তার গ্রন্থ 'আত্ তামহীদ'-এ একটি মারফু' হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ قَرَاءَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا۔ (যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে তাকে কখনো উপবাস থাকতে হবে না বা দারিদ্র স্পর্শ করবে না।)

টীকা ঃ হাদীসটি আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইমাম আহমাদ, বায়হাকী এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী "আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ্" গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন। এর সনদে হাকাম ইবনে মুসআব নামক একজন রাবী আছেন যার সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার তার "তাকরীবুত তাহযীব" গ্রন্থে লিখছেন যে, সে অজ্ঞাত। এবং হাফেজ মুনাদী তার সম্পর্কে লিখছেন যে, তার বর্ণনা দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাচারকে পরিশীলিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করা

"কেবল মুখে তাসবীহ্, তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ... পড়া), তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) এবং তাহ্মীদ (আল্লাহ্র প্রশংসা) করাই আল্লাহ্র যিক্র বা স্মরণ নয়, বরং যারা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের অধীনে জীবনের সবকিছুকে ঢেলে সাজায় তারা প্রত্যেকেই যিকরকারী..."। (সাঈদ ইবনে জুবাইর র. ইমাম নববীর র. *আল আযকার* গ্রন্থের বরাতে)

যে মজলিসে হালাল ও হারামের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় প্রকৃতপক্ষে সেটিই যিক্রের মজলিস। ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ উপায় ও পদ্ধতি কি, নামায ও রোযা কিভাবে আদায় করতে হবে, বিয়ে ও তালাকের সীমা কিভাবে রক্ষা করা যাবে এবং হজ্জ ও দান-খয়রাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করা যাবে, এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখাই 'ইবাদত' ও 'যিক্র'।

আতা (র)

www.pathagar.com

সালাম দেয়ার পদ্ধতি

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলো যে, أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ (ইসলামের কোন রীতিটা উত্তম)? তিনি বললেন, "দুঃস্থদের খেতে দেয়া এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেয়া।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ না তোমরা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হবে ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে ততক্ষণ তোমরা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হতে পারবে না। অতএব, আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলে দেব যা গ্রহণ করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সালামের প্রসার ঘটাও।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে– "যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে তিনটি স্বভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে সে ঈমানের ভাণ্ডার হস্তগত করেছে– নিজের প্রতি ইনসাফ করা, সবাইকে সালাম দেয়া, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্র পথে খরচ করা।"

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ عَشْرٌ (সে দশটি নেকী লাভ করলো)। পরে অপর এক ব্যক্তি এসে বললো– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ۔ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ عِشْرُوْنَ (সে বিশটি নেকী লাভ করলো)। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে বললো ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ۔ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ثَلَاثُوْنَ (সে ত্রিশটি নেকী লাভ করলো)।" (আবু দাউদ; তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান)

www.pathagar.com

হযরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথমে সালামদাতা আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্যের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম। (তিরমিযী; হাদীসটি হাসান) আবু দাউদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একদল লোক চলার সময় যদি তাদের মধ্যে থেকে একজন সালাম দেয় তাহলে তা সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।" হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মজলিসে আগমন করলে সালাম দিবে এবং মজলিস থেকে বিদায় হওয়ার সময় সালাম দিবে। মনে রেখো, প্রথম সালামের চেয়ে পরের সালাম অধিক প্রতিদানযোগ্য নয়।

হাঁচির দু'আ ও তার জবাব

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে ঘৃণা করেন। কারো হাঁচি হলে সে যদি 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্' বলে, তাহলে জবাবে শ্রবণকারীর জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' (আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন) বলা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আর হাই তোলার উৎপত্তি ঘটে শয়তানের উত্তেজিত করণের দ্বারা। তাই সাধ্যমত এতে বাধা সৃষ্টি করো। কারণ যখন কোন ব্যক্তি বিকট হা করে হাই তোলে তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে। (বুখারী) তিনি আরো বলেছেন ঃ হাঁচি আসলে আলহামদু লিল্লাহ্ বলো। শ্রবণকারী ভাই বা বন্ধু 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললে জবাবে তুমি তার জন্য এভাবে দু'আ করবে ঃ يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ – 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সৎপথে পরিচালিত করুন এবং তোমার অবস্থা সংশোধন করে দিন।' (বুখারী) আবু দাউদের ভাষা হচ্ছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা) বলবে।

আবু মূসা আশআরী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কারোর হাঁচি আসলে সে যদি 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলে তাহলে জবাব দিবে। আর যদি আলহামদু লিল্লাহ না বলে তাহলে জবাব দিবে না।"

www.pathagar.com

বিয়ের খুতবা, অভিনন্দন এবং বিয়ে ও স্বামী-স্ত্রীর নৈকট্যলাভের দু'আ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিয়ের জন্য নিম্নোক্ত খুতবা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমরা তারই কাছে সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দান করছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।"

টীকা ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকিম, বায়হাকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং দুটি সনদই বিশুদ্ধ। তিরমিযী বলেছেন ঃ এটি হাসান। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এটিকে আবু আওয়ানা ও ইবনে হিব্বানও বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। খুতবার মধ্যভাগের সংযুক্ত অংশ আবু দাউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এটিকে 'খুতবায়ে হাজাত" বলেও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কারো সামনে যখন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এ দু'আ পড়বে।

এটি হচ্ছে একটি বর্ণনার ভাষা। কিন্তু অপর একটি বর্ণনায় নিম্নোক্ত অংশটুকু অধিক বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَلَا يَضُرُّ اِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا ـ

www.pathagar.com

"আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হক ও ইনসাফসহ কিয়ামতের পূর্বে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে সে সঠিক পথ লাভ করবে। আর যে আল্লাহ্ ও রাসূলকে অমান্য করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে, আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْ اللّٰهَ حَقَّ تُقتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ الاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ، يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَائَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ ـ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ـ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। হে মানব জাতি, ভয় করো তোমাদের রবকে যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে এবং তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। আর তাদের দু'জন থেকেই বহু নারী-পুরুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্কে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করে থাকো। আর সতর্ক থাকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সত্যবাদিতার কথা বলো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের ভাল কাজ করার সুযোগ দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে সে নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য লাভ করবে।"

এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, বিয়ে করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে অভিনন্দন জানাতেন তখন বলতেন ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ ـ

"আল্লাহ্ তোমাকে সুখে রাখুন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের ওপরে তোমাদের দু'জনকে ঐক্যবদ্ধ রাখুন।" আমর ইবনে শু'আইব (রা) তার পিতা ও দাদার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের কেউ যখন বিয়ে করবে তখন এ দু'আ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

"হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে তার থেকে কল্যাণ দান করো এবং তুমি তার প্রকৃতিতে ও স্বভাবে যে সব কল্যাণ রয়েছে তা দ্বারা উপকৃত করো এবং তার অকল্যাণ ও জন্মগত কুপ্রবৃত্তি থেকে আমাকে হিফাজত করো।"

টীকা ঃ আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও হাকিম। তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান ও বিশুদ্ধ। ইবনে হিব্বান ও হাকেমও এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাফেজ যাহাবীও হাকিমকে সমর্থন করেছেন। জাহেলী যুগে আরবরা কাউকে বিয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতে চাইলে বলতো ঃ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ (খুব মেলামেশা করা, সন্তান-সন্ততি হোক)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই আকীলের বিয়ে হওয়ার পর লোকজন তাকে এ কথা বলেই অভিনন্দন জানালে তিনি সাথে সাথে বললেন ঃ থামো, এভাবে বলবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতে নিষেধ করেছেন। বলতে চাইলে এভাবে বলো ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ فِيْكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْهَا ـ (আল্লাহ্ তোমাকেও কল্যাণ দান করুন এবং তোমার জন্য তোমার স্ত্রীকেও কল্যাণময় করুন)। অপর একটি রেওয়ায়েতে দু'আটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ بَارَكَ اللّٰهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ (আল্লাহ্ তোমাদেরকে বরকত দান করুন এবং তোমাদের প্রতি বরকত নাযিল করুন)।

www.pathagar.com

আর কেউ যদি উট বা অন্য কোন পশু খরিদ করে তাহলে তার কুঁজের শীর্ষদেশ ধরে উপরোক্ত দু'আটি পড়বে। (আবু দাউদ)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন স্ত্রীর একান্ত সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এ দু'আটি পড়বে ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

"আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা করো। আর যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছো (অর্থাৎ সন্তান) তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো।"

একান্তে এই মেলামেশায় যদি সন্তানের জন্মলাভ নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমাদ। ইমাম বুখারী একবচন নির্দেশক শব্দাবলী সম্বলিত এ দু'আটি বর্ণনা করেছেন। দু'আটির ভাষা ও ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে প্রকাশ্যত বুঝা যায় যে, এটি একান্ত বিশেষ মুহূর্তে পড়তে হবে। কিন্তু তা ঠিক নয়, বরং সঠিক হলো সহবাস করতে মনস্থ করলে তখন পড়তে হবে। ইমাম মুসলিম বর্ণিত দু'আর ভাষা থেকেও তাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। "যখন তোমরা স্ত্রীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন এটি পড়বে।" শয়তানের ক্ষতি না করতে পারার অর্থ হলো সে তাকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করতে পারবে না। এর মধ্যে কুমন্ত্রণা দান অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, হাদীসে আছে, শয়তান প্রত্যেকটি নবজাতককে স্পর্শ করে, (কেবলমাত্র মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসা (আ)-কে ছাড়া। (আল ফাতহুর রব্বানী)

প্রসবকালীন দু'আ

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রসব বেদনা শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রা) ও যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-কে এ নির্দেশ দান করে তার কাছে পাঠালেন যে, তার কাছে গিয়ে আয়াতুল কুরসী ও নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করো এবং সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দাও।

www.pathagar.com

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ط تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ـ

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি ছয়দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করে তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন। দিন রাতের পেছনে পেছনে দৌড়িয়ে চলে। তিনি সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যা তার নির্দেশের অনুগত। সাবধান! সৃষ্টি ও নির্দেশ তারই। অতীব কল্যাণময় আল্লাহ্, সারা বিশ্বজাহানের রব ও পালনকর্তা। তোমাদের রবকে ডাকো মিনতিসহ ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"

নবজাতকের কানে আযান ও ইকামাতের নির্দেশ

আবু রাফে' বলেন, যখন হযরত ফাতেমার (রা) পুত্র হযরত হাসান (রা) এর জন্ম হলো তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কানে আযান দিতে শুনেছি।[১] হযরত হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কারো সন্তান জন্ম নিলে সে যদি জন্মের সময় সেই সন্তানের ডান কানে আযান এবং বাঁ কানে ইকামাত বলে তাহলে সে শিশু রোগে কষ্ট পাবে না।[২]

টীকা ঃ ১. আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, হাকিম ও বায়হাকী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্। হাদীসটিতে আবু রাফে' বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই কানেই আযান দিয়েছিলেন। এর অর্থ এক কানে আযান ও অপর কানে ইকামাত বলেছিলেন। কোন কোন সময় ইকামাতকে আযান বলা হয়ে থাকে। যেমন ঃ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ – দুই আযান অর্থাৎ আযান ও ইকামাতের মাঝে নামায পড়তে হবে। তাই ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট করে আযান ও ইকামাতের কথা বলা হয়েছে। অপর একটি হাদীসেও আবু রাফে' বলেছেন, হযরত হুসাইন (রা) এর জন্মের সময়ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান ও ইকামাত বলেছিলেন। (তাবরানী)

২. এটি মারফূ' হাদীস। আবু ইয়া'লা, ইবনে সুন্নী ও হাফেজ ইবনে হাজার 'তালখীস' গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন ঃ

أُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنَ الْجِنِّ

ইবনে কাইয়েম তার গ্রন্থ "তুহফাতুল ওয়াদুদ ফী আহকামিল মাওলূদ" এ আযান ও ইকামাতের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন ঃ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের কানে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা পৌছে এবং পরবর্তী সময়ে সে বুঝে শুনে যে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করবে জন্মলাভের দিন থেকেই যেন তার শিক্ষা তাকে দেয়া যায়, যেমন মৃত্যুর সময় তাকে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। আযান ও ইকামাতের আরো একটি উপকার আছে। শয়তান সর্বদা ওত পেতে থাকে। সে চায় জন্মলাভের সাথে সাথে যেন মানুষকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলা যায়। কিন্তু আযান শোনার সাথে সাথে শয়তান পালিয়ে যায়। এভাবে শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্তি ও গোমরাহী ছড়ানোর আগেই নবজাতককে ইসলাম ও আল্লাহ্র ইবাদতের দাওয়াত দিয়ে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নবজাতকদের আনা হতো। তিনি তাদের 'তাহনীক' (সর্বপ্রথম শিশুদের শক্ত খাবার চিবিয়ে মুখে দেয়া) করতেন এবং তাদের কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করতেন।

টীকা ঃ ইমাম নববী এ হাদীসটি তার "কিতাবুল আযকার"-এ বর্ণনা করে আবু দাউদের বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিমেও এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। তাহনীকের পদ্ধতি ছিল শুকনো খেজুর চিবিয়ে শিশুর তালুতে ঘষে দেয়া হতো, যাতে তার কিছু না কিছু অংশ পেটে প্রবেশ করে। 'তাহনীক'-এর তাৎপর্যবহ দিক হলো, এর দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে ইংগিত দান করা হয়। কারণ 'তাহনীক' করা হয় খেজুর দ্বারা। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের উপমা দিয়েছেন খেজুর গাছের সাথে– যার শাখাসমূহ অনেক উঁচু এবং শিকড় মাটির গভীরে সুদৃঢ়ভাবে বিস্তৃত থাকে। 'তাহনীক' শুকনো খেজুর দ্বারা হওয়াই উত্তম। তবে যদি শুকনো খেজুর না পাওয়া যায় তাহলে অন্য

www.pathagar.com

কোন মিষ্টি দ্বারা করা যেতে পারে। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ 'তাহনীক' যে সুন্নত সে ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন নেককার পুরুষ বা নারী দ্বারা তাহনীক করানো মুস্তাহাব, যাতে তার লালা শিশুর জন্য ঈমান ও বরকতের কারণ হয়।" খাল্লাল বর্ণনা করেন ঃ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের পুত্র সন্তান হলে তিনি ঘরে সংরক্ষিত মক্কার খেজুর চেয়ে নিয়ে একজন নেককার মহিলাকে তাহনীক করার জন্য অনুরোধ করলেন।"

আকীকা ও নামকরণের বিধান

আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমার (রা) বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম রাখতে হবে, ময়লা ও নোংরা (মাথার চুল ইত্যাদি) পরিষ্কার করতে হবে এবং আকীকা করতে হবে।১ (তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি 'হাসান') তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পুত্র ইবরাহীম এবং ইবরাহীম ইবনে আবু মূসা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু তালহা (রা) ও মুনযির ইবনে উসাইদের জন্মের পর নিজেই তাদের নাম রেখেছিলেন। আবুদ্‌দারদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজ নিজ নামে ডাকা হবে। তাই সুন্দর নাম রাখো।২ (আবু দাউদ)

টীকা ঃ ১. তাবারানী এ হাদীসটি 'মু'জামে কাবীর' ও 'মু'জামে আওসাতে' নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

আকীকার বিধান

আকীকার বিধান সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস আছে। এসব হাদীস থেকে উলামায়ে কিরাম নিজেদের ধ্যান-ধারণা মোতাবেক বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। উল্লেখযোগ্য পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো ঃ

আকীকার মর্যাদা

ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আবু সাওর এবং অধিকাংশ আলেমের মতে আকীকা 'মুসতাহাব'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলেরও সুপ্রসিদ্ধ মত এটা।

বুরায়দা ইবনে হাসীব, হাসান বাসারী, আবুয্ যানাদ, দাউদ জাহেরী এবং আরো কতিপয় আলেমের মতে আকীকা ওয়াজিব। ইমাম আহমাদ (রা) থেকেও আকীকা ওয়াজিব একটি মত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে আকীকা করা ফরয বা সুন্নাত কোনটিই নয়। "আত্‌তাওদীহ" গ্রন্থকার এবং কুফার অন্যান্য আলেমগণ ইমাম সাহেব (র) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আকীকা বিদআত। কিন্তু 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থের গ্রন্থকার

www.pathagar.com

ইমাম আইনী (র) বলেন ঃ এটি ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত নির্রেট অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবু হানীফার সাথে এ ধরনের মতামত সম্পৃক্ত করা আদৌ ঠিক নয়। ইমাম সাহেবের মতে আকীকা ফরয বা সুন্নাত না হওয়ার অর্থ হচ্ছে তা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' নয়। মুহাম্মাদ ইবনে হাসান বলেন, আকীকা নফল ইবাদত। মুসলমানগণ প্রথম প্রথম আকীকা করতেন। কিন্তু কুরবানীর নির্দেশ আসার পর তা রহিত হয়ে গেছে। এখন কেউ ইচ্ছা করলে করতে পারে, কেউ ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে।

আকীকার পরিমাণ

ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক, আবু সাওর, দাউদ জাহেরী ও অধিকাংশ আলেমের মত হলো পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী যবেহ করতে হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) এর মতও তাই। শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ কুরবানীর মত গরু, উট প্রভৃতি জন্তুকে সাতজনের পক্ষ থেকে যবেহ করা জায়েয মনে করেন।

তারা এ মতও পোষণ করেন যে, একই পশুর কোন কোন অংশীদার যদি আকীকা করে এবং অন্যরা কুরবানী করে তাহলে তা জায়েয। মালিকী ও হাম্বলীগণ বলেন ঃ গরু বা উট আকীকা করলে গোটা জন্তুটাকে একজনের পক্ষ থেকে আকীকা করতে হবে। কিছু সংখ্যক আলেম আকীকার জন্য বকরীর কথা নির্দিষ্ট করে বলে থাকেন। মালিকীদের মধ্য থেকে ইসহাক ইবনে শা'বান ও ইবনে হাযম এ মতের অনুসারী।

আকীকার পশুর বয়স

ইমাম মালিক (র), শাফেয়ী (র), আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এবং অধিকাংশ উলামার মতে, আকীকার পশুর বয়স ও বৈশিষ্টসমূহ ঠিক কুরবানীর পশুর মত হতে হবে। কারণ, আকীকা ওয়াজিব হোক বা মুসতাহাব হোক সর্বাবস্থায় তা সুন্নাত। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ আকীকা কুরবানীর সমপর্যায়ভুক্ত। এ কারণে পশু ক্রটিযুক্ত হতে পারবে না এবং তার গোশত বা চামড়া বিক্রি করা যাবে না। গোশতের কিছু অংশ পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন খাবে এবং কিছু অংশ দান করতে হবে।

আকীকার সময়

ইমাম মালিক (র) আকীকার জন্য সপ্তম দিন নির্দিষ্ট করেন। তার মতে সপ্তম দিনের পর আকীকার সময় শেষ হয়ে যায়। আর নবজাতক যদি সাত দিনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার জন্য আকীকার বিধান প্রযোজ্য নয়। ইবনে ওয়াহাব (র) ইমাম মালিকের এ মতও বর্ণনা করেছেন যে, যদি প্রথম সাতদিনে সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তী সাতদিনে করতে হবে। তিরমিযী কিছু সংখ্যক আলেমের মত বর্ণনা করেছেন যে, সপ্তম দিনে আকীকা করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশ দিনে, এবং তাও সম্ভব না হলে একুশতম দিনে করতে হবে। হাম্বলীদের অনুসরণীয় পন্থা এটাই। শাফেয়ীদের মতে, সপ্তম দিনটির নির্বাচন নির্দিষ্টকরণের জন্য নয়। রাফেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

www.pathagar.com

নবজাতকের জন্মের মুহূর্ত থেকে আকীকার সময় শুরু হয়ে যায়। যদি আকীকার পশু সপ্তম দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কিংবা সপ্তম দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর যবেহ করা হয় তবে তা জায়েয হবে। সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আকীকার সুযোগ নষ্ট হয় না। এটাই ইমাম শাফেয়ী (র), মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন, হযরত আয়েশা (রা), আতা, ইসহাক এবং অধিকাংশ উলামার মত।

আকীকা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধি-বিধান

হাম্বলী এবং শাফেয়ীদের মতে, নবজাতকের চুলের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ সাদকা করতে হবে। তা সম্ভব না হলে সমপরিমাণ রৌপ্য সাদকা করতে হবে। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ এ বিষয়ে যত হাদীস আছে তার সবগুলোতেই রৌপ্যের কথা উল্লেখ আছে। অথচ আমাদের (শাফেয়ীদের) মাযহাব এর বিপরীত। ইমাম মালিক (র) স্বর্ণের ব্যাপারে সন্দেহবাদী। তিনি স্বর্ণ সাদকা করার অনুমতি দিয়েছেন, আবার এ কাজকে 'মাকরূহ'ও বলেছেন। তবে রৌপ্যের ব্যাপারে সবাই একমত।

আবু দাউদ এ বিষয়ে একটি 'মুরসাল' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসানের (রা) আকীকার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এর গোশতের মধ্য থেকে ধাত্রীর জন্য একটি রান পাঠিয়ে দাও। অবশিষ্ট অংশ নিজেরা খাও এবং অন্যদেরকেও খাওয়াও। আর তার হাড্ডি ভেঙ্গোনা। তিন ইমাম- মালিক (র), শাফেয়ী (র) ও আহমাদ (র) এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, আকীকার গোশত রান্না করে ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করা এবং প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠানো মুস্তাহাব। রাফেয়ী বলেন ঃ আকীকার পশুর রান ধাত্রীকে দেয়া মুস্তাহাব। রান অর্থ গোটা পা।

নামকরণ প্রসঙ্গ

ইমাম শাফেয়ী (র), আহমাদ (র) ও হাসান বাসারী (র) প্রমূখদের মতে সপ্তম দিনে নবজাতকের নাম রাখা মুসতাহাব। অধিকাংশ আলেমের মতে, সপ্তম দিনের পূর্বেও নাম রাখা বৈধ। ইমাম বুখারীর (র) মতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই নাম রাখা যেতে পারে। তবে আকীকা করার নিয়ত থাকলে সপ্তম দিনে নাম রাখা সুন্নাত।

অভিনন্দন জ্ঞাপন

ইমাম নববী (র) *কিতাবুল আযকারে* লিখেছেন ঃ নবজাতকের পিতাকে মোবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণ বলেন ঃ মোবারকবাদ দানের যে কথাগুলো হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সেই কথাগুলো বলে মোবারকবাদ জানানোই উত্তম। তিনি এক ব্যক্তিকে মোবারকবাদ দানের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ বলবে–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِى الْمَوْهُوْبِ لَكَ وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَبَلَغَ اَشُدَّهٗ وَرُزِقْتَ بِرَّهٗ ـ

"আল্লাহ তা'আলা এই দানে (সন্তানে) বরকত দান করুন। তোমাকে এ উপহার প্রদানকারীর (আল্লাহর) শোকরগুজারী করার তাওফীক দান করুন। শিশুকে যৌবনে

www.pathagar.com

উপনীত করুন এবং তাকে তোমার অনুগত করে দিন।"

যাকে এ ধরনের দোয়ার মাধ্যমে মোবারকবাদ জানানো হবে, তার জন্য মুস্তাহাব হলো সে এর জবাবে বলবে ঃ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ (আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন),

بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ (আল্লাহ তোমার ওপরে বরকত নাযিল করুন),

رَزَقَكَ اللّٰهُ مِثْلَهُ (আল্লাহ তোমাকেও এরূপ উপহার দান করে খুশি করুন) وَاَجْزَلَ لَكَ الثَّوَابَ (এবং তোমাকে বড় পুরস্কার দান করুন)।

টীকা ঃ ২. আবু দাউদ উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেছেন ঃ এটি একটি 'মুরসাল' হাদীস। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন মায়ের নামে ডাকা হবে। সম্ভবত কাউকে পিতার নামে এবং কাউকে মায়ের নামে ডাকা হবে। অথবা কখনো পিতার নামে এবং কখনো মায়ের নামে ডাকা হবে।

মুসলিম আবদুল্লাহ ইবন 'উমারের (রা) রেওয়ায়েত সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের নামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে 'আবদুল্লাহ' ও 'আবদুর রহমান'।[১] আবু ওয়াহাব জাশামী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নবী-রাসূলদের নাম অনুসরণ করে নাম রাখো। আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। সর্বাধিক যথাযথ নাম হচ্ছে হারেস (কৃষক) ও হাম্মাম (সাহসী, দানশীল) এবং সর্বাধিক ঘৃণিত নাম হচ্ছে হারব (যুদ্ধ) ও মুররা (তিক্ত)। (আবু দাউদ) তিনি কিছু কিছু অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে ভাল নাম রেখেছিলেন। তাই তিনি বার্‌রা এর নাম যয়নাব, হায্‌ন (শক্ত ভূমি)-এর নাম সাহ্‌ল, আছিয়া (বিদ্রোহিনী)-এর নাম জামিলা (সুদর্শনা), আছরামের নাম যুর'আহ্‌, হার্‌ব (যুদ্ধ)-এর নাম সিল্‌ম্‌ (সন্ধি, আপোষ), মুদ্‌তাজে' (শয়নকারী)-এর 'মুম্‌বায়েস' (সজাগ) রেখেছিলেন। অনুরূপ লোকজন একটি উপত্যকার নাম দিয়েছিলো 'আফ্‌রাহ' (অনুর্বর)। তিনি সেই নাম পাল্টিয়ে রাখলেন 'খিদরাহ' (উর্বর-শ্যামল)। 'শে'বুদ দালালাহ্‌' (গোমরাহীর গুহা) নাম পরিবর্তন করে তিনি নাম রাখলেন 'শে'বুল হুদা' (হিদায়াতের গুহা)। এক গোত্রের নাম ছিল 'বানুয্‌ যায়নাহ' (দুশ্চরিত্রের সন্তান), তিনি তা পরিবর্তন করে রাখলেন 'বানুর রাশেদাহ'। (সৎলোকের সন্তান)।[২]

টীকা ঃ ১. মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব নাম আল্লাহর রাসূলের কাছে অত্যাধিক প্রিয়। মুসলিমে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাতেও বর্ণিত হয়েছে। কুরতুবী বলেন ঃ আবদুর রহীম, আবদুল মালিক, আবদুস

www.pathagar.com

সামাদ প্রভৃতি নামও এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে কোন নামের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথে গোলামীর সম্পর্ক বুঝায়, এরূপ অর্থবোধক হওয়া উচিত।

টীকা ঃ ২. আবু দাউদ তার সুনানে এ নামগুলো বর্ণনা করেছেন ঃ যয়নাব উম্মু সালামা ও আবু সালামার কন্যা। بَرَّةٌ (বার্‌রা) অর্থ পবিত্র, নিষ্কলুষ। নাম শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, "নিজের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা নিজেই প্রচার করো না। তোমাদের মধ্যে কে সত্যিই পবিত্র তা আল্লাহই ভাল জানেন।" লোকজন বললো ঃ তাহলে আমরা কী নাম রাখবো? তিনি বললেন ঃ যয়নাব। হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়েবের দাদার নাম ছিল হায্‌ন্। হায্‌ন্ এবং মুসাইয়েব পিতা-পুত্র দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবা এবং মুহাজির। হযরত সাঈদের দাদা আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো ঃ হায্‌ন্ (কঠিন ভূমি)। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি সাহ্‌ল্ (নরম)। সে বললো ঃ আমি আমার পিতার রাখা নাম পরিবর্তন করতে পারি না। সাঈদ বলেন ঃ "এ কারণে অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে কঠোরতা ও রূঢ়তা বিদ্যমান।" দাউদী বলেন ঃ বংশ পরিচয় বিশারদগণের বর্ণনা হলো, হাযনের সন্তানরা বক্র স্বভাবের জন্য বিখ্যাত। তাদের মধ্য থেকে এ বিশেষ স্বভাব একেবারেই বিদূরিত হচ্ছে না। (আল ফাতহুর রব্বানী) হযরত 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যার নাম ছিল আসিয়া। ইবনে 'উমার বলেন ঃ আরবরা গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য আস বা আসিয়া নাম রাখতো। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছে। 'উমারের এক কন্যার নাম ছিল আসিয়া। নবী (সা) তা শোনার পর পরিবর্তন করে জামিলা রেখেছিলেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

উসামা ইবনে উখদারা বর্ণনা করেন, বনী শাফরার কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়। তাদের মধ্যে আছরাম নামে এক ব্যক্তি তার নিজ এলাকা থেকে খরিদকৃত একটি ক্রীতদাস সাথে নিয়ে এসেছিলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো ঃ আমি এ ক্রীতদাসটিকে ক্রয় করেছি এবং আপনাকে দিয়ে তার নাম রাখতে চাচ্ছি। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন "তোমার নিজের নাম কি?" সে বললো ঃ 'আছরাম (কর্তিত শস্যক্ষেত্র)। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি "যুর'আহ্" (সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত্র)। এরপর তিনি জানতে চাইলেন, এ ক্রীতদাসকে দিয়ে কি কাজ করাতে চাও? যুরআহ্ বললো রাখালের কাজ। তিনি তখন উক্ত ক্রীতদাসের হাত ধরে বললেন ঃ তার নাম 'আসেম' (তত্ত্বাবধানকারী)। হযরত আলী (রা) তার তিন পুত্রেরই নাম রেখেছিলেন 'হার্‌ব্' (যুদ্ধ)। নবী (সা) তা পরিবর্তন করে রেখেছিলেন ঃ হাসান, হুসাইন এবং মুহস্সিন। এ ধরনের বহু নাম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। মদীনার নাম ছিল ইয়াসরিব। তিনি পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'তায়বা'। (বুখারী ও মুসলিম)

www.pathagar.com

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আবু আইয়ূব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দাড়ি থেকে কুটো ঝেড়ে ফেললে তিনি আমার জন্য এ বলে দু'আ করলেন ঃ

مَسَحَ اللّٰهُ عَنْكَ يَا اَبَا اَيُّوْبَ مَا تَكْرَهُ ـ

"হে আবু আইয়ূব, আল্লাহ যেন তোমাকে সব রকমের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে পবিত্র করেন।" অপর একটি হাদীসে দু'আর ভাষা বর্ণিত হয়েছে এরূপ ঃ

لاَ يَكُنْ بِكَ السُّوْءُ يَا اَبَا اَيُّوْبُ ـ

"হে আবু আইয়ূব, খারাপ কিছু তোমার সাথে না থাকুক।"

হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক ব্যক্তির শরীর থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করলে সে দোয়া করলো– صَرَفَ اللّٰهُ عَنْكَ السُّوْءَ (আল্লাহ তোমার থেকে খারাপ বিষয় দূর করুন।) হযরত 'উমার বললেন ঃ খারাপ বিষয় তো তখনই আমার থেকে বিদূরিত হয়েছে যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। উত্তম হচ্ছে, যখন তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক কিছু দূর করা হয় তখন বলবে ঃ اَخَذَتْ يَدَاكَ خَيْرًا (তোমার দু'হাত যেন কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে যায়)।

কৃতজ্ঞতার জবাব

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপহার হিসেবে বকরী পেশ করা হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ এটা বণ্টন করো। হযরত আয়েশা (রা) নির্দেশ অনুসারে তা বণ্টন করলেন। কাজের মেয়ে উপহার বিলিয়ে ফিরে আসলে তিনি (আয়েশা রা.) তাকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ তারা কি বললো? মেয়েটি বললো ঃ তারা বলছিলো– بَرَكَ اللّٰهُ فِيْكُمْ (আল্লাহ তোমাদের মাল ও সম্পদে বরকত দিন)।

তাই হযরত আয়েশাও (রা) জবাবে বলছিলেন ঃ وَفِيْهِمْ بَرَكَ اللّٰهُ (আল্লাহ তাদের ওপরও বরকত নাযিল করুন) এবং কাজের মেয়েটিকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন,

www.pathagar.com

উপহার গ্রহণকারী যা বলবে তুমিও তাদেরকে অনুরূপ জবাব দিবে। আমাদের সওয়াব আমাদের জন্যই থাকবে।

নতুন পোশাক পরিধান করার দু'আ

আবু নাদরা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন কাপড়ের নাম উল্লেখ করে যেমন ঃ কামিজ, ইজার অথবা পাগড়ি– বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ـ

"হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমিই আমাকে এই নতুন কাপড় পরিধান করিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে তা তৈরী করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে তা তৈরী করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ সুনানে আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুস্তাদ্‌রিকে হাকিম ও সহীহ্ ইবনে হিব্বান। তিরমিযী এটিকে হাসান এবং হাকিম ও ইবনে হিব্বান এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবু নাদরা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ তাদের কোন বন্ধুর পরিধানে নতুন পোশাক দেখলে বলতেন ঃ تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ تَعَالٰى "পুরনো করে ফেলো এবং আল্লাহ তা'আলা আরো দান করুন।"

(আবু দাউদ ও বায়হাকী এটি উল্লেখ করেছেন)।

সাহল ইবনে মু'আয তার পিতা ও হযরত আনাসের (রা) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরিধান করে নীচের দোয়াটি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সব গোনাহ মাফ করে দিবেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَقُوَّةٍ ـ

www.pathagar.com

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোন তদবীর ও শক্তি ছাড়াই আমার ভাগ্যে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।"

বিপদগ্রস্তকে দেখে নিরাপত্তার জন্য দু'আ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে নীচের দু'আটি পড়বে সে উক্ত বিপদে পতিত হবে না ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِیْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلاً ـ

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমার ওপর আপতিত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করে বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান)

মজলিসের কাফ্ফারা

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে বহুল পরিমাণে অশালীন ও অর্থহীন কথাবার্তা হচ্ছে, তাহলে উক্ত মজলিস থেকে ওঠার আগে সে নীচের দু'আটি পড়বে। উক্ত মজলিসে যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে এ দু'আ তার সবকিছুর কাফ্ফারা হয়ে যাবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ ـ

"হে আল্লাহ, তুমি অতীব পবিত্র। প্রশংসা তোমারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তওবা করছি।" (তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটি হাসান ও বিশুদ্ধ)।

www.pathagar.com

অন্য একটি হাদীসে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, সেই মজলিসে যদি কল্যাণকর ও উপকারী কথাবার্তা হতে থাকে তাহলে এ দু'আ পড়লে নেকীর ওপর সীল মারা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অর্থহীন ও কুৎসিত কথাবার্তা আলোচনা হয়ে থাকে তাহলে এ দু'আ তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ যারা এমন কোন মজলিসে অংশগ্রহণ করে আসে, যেখানে আল্লাহকে স্মরণ করা হচ্ছে না তাহলে তারা যেন মৃত গাধার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এলো। এ অংশগ্রহণ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুশোচনা ও মনস্তাপের কারণ হবে। (সুনানে তিরমিযী) হযরত ইবনে উমার বর্ণনা করেন যে, এমনটি খুব কমই ঘটেছে যে, কোন মজলিসের সমাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এবং তার সাহাবাদের জন্য নিম্নবর্ণিত দু'আটি করেননি ঃ

اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ ـ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تَهُوْنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَارُّ الدُّنْيَا ـ اَللّٰهُمَّ اَمْتِعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا اَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا ـ

“হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এতটা ভীতি দান করো যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মাঝে আড়াল বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এতটা আনুগত্য দান করো যা আমাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দিতে পারে। এতটা দৃঢ় বিশ্বাস দান করো যার কারণে দুনিয়ার যে কোন ক্ষতি নগণ্য হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, যতদিন তুমি আমাদের জীবিত রাখবে ততদিন আমাদের কান, চোখ ও শক্তি-সামর্থ্য যেন অক্ষুণ্ন থাকে এবং এ কল্যাণকে আমাদের পরেও চালু রাখো।

www.pathagar.com

যে আমাদের ওপর জুলুম করবে তার থেকে আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যে আমাদের সাথে শত্রুতা করবে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করো। দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলো না, দুনিয়াকে আমাদের বড় লক্ষ্য এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞতার পুঁজি বানিয়ে দিও না এবং এমন লোককে আমার ওপর আধিপত্য দিও না যে আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না।" (তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান)

মূর্তি ও দেব-দেবীর শপথ এবং অশ্লীল কথাবার্তার কাফ্ফারা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি শপথ করার সময় বলে ঃ 'লাত ও উয্যার শপথ!' তাহলে তার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়া উচিত। আর কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে যে, 'এসো, জুয়ার বাজি ধরি' তাহলে তার উচিত কিছু সাদকা করা। যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করে সে শির্কে লিপ্ত হয়। (বুখারী, মুসলিম ও আবু হুরাইরার বরাতে ইমাম আহমাদ)

এ হাদীস অনুসারে যেহেতু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করলে তা শির্ক হিসেবে গণ্য হয়, তাই 'কালেমায়ে তাওহীদ' বা একত্ববাদের বাণী পুনরায় পাঠ করাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই শির্কের কাফ্ফারা হিসেবে গণ্য করেছেন। জুয়ার দিকে আহ্বান জানানো অশ্লীল ও নোংরা কথার শামিল। জুয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা। এ কারণে এ ধরনের কথার কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে জুয়া খেলার কাফ্ফারার ঠিক বিপরীত প্রকৃতির। অর্থাৎ সাদকা করা এবং অর্থ ন্যায় পন্থায় অন্যদের জন্য ব্যয় করা।

হযরত মুস'আব ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তার পিতা সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, আমি তখন সবেমাত্র মুসলমান হয়েছিলাম। আমি লাত ও উয্যার শপথ করে বসলাম। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললে তিনি বললেন ঃ এটা অশ্লীল কথা। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু" পড়ে সাতবার বাম দিকে ফুঁ দাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এরূপ করবে না।

টীকা ঃ এ হাদীস নাসায়ী, ইবনে মাজা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। নাসায়ীতে এ কথাও আছে যে, তিনবার 'আউযুবিল্লাহ... ও পড়বে'।

www.pathagar.com

অশ্লীলতা বা গীবতের ক্ষতিপূরণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তার কাফ্‌ফারা হলো– যার গীবত সে করেছে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে এবং দু'আটি হলো এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ – "হে আল্লাহ, আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও।"

বায়হাকী এ হাদীসটি *আদ্‌দাওয়াতুল কাবীর* গ্রন্থে উল্লেখ করে লিখেছেন যে, এর সনদে দুর্বলতা আছে। এ বিষয়ে আলেমগণ দুটি ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং দুটিই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হয়েছে। মত দু'টি হচ্ছে, গীবতের জওবার ক্ষেত্রে কি এতটুকুই যথেষ্ট যে, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা হবে কিংবা তাকে অবহিত করে তা হালাল করে নেয়া জরুরী। বিশুদ্ধ মত হলো, অবহিত করার প্রয়োজন নেই। শুধু মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং যেসব মাহফিলে তার গীবত করেছে সেসব মাহফিলে তার সদগুণাবলীর আলোচনা করবে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। যারা অবহিত করা জরুরী মনে করেন, তাদের মতে গীবত করা আর্থিক অধিকার হরণ করার সমার্থক। এ দু'টি মতের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর্থিক অধিকারের ক্ষেত্রে মজলুমকে তার মূল অর্থ অথবা সমপরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে দেয়া তার জন্য সরাসরি উপকারী। সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে কিংবা দান করতে পারে। কিন্তু গীবতের ক্ষেত্রে তা হতে পারে না। এখানে অধিকারকে অধিকারের মালিকের কাছে ফেরত দেয়া (অর্থাৎ তাকে নিন্দাবাদের কথা জানানো) এর পরিণাম শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে। যার গীবত করা হয়েছে সে যদি তা জানতে পারে তাহলে তার হৃদয়-মন হিংসার আগুনে জ্বলে উঠবে এবং সে মর্মান্তিক দুঃখ পাবে। খুব বেশী সম্ভব তার মনে স্থায়ী একটা শত্রুতা ও মনোমালিন্য স্থান করে নিতে পারে এবং তার মন কোনদিনই তা থেকে মুক্ত হবে না। এটা সর্বজনবিদিত যে, যে কাজ এরূপ জঘন্য ফলাফল নিয়ে আসে মহাজ্ঞানী শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সে কাজ অবশ্য করণীয় করে দেয়া তো দূরের কথা, তা বৈধ করার কল্পনাও করা যায় না। মনে রেখো, বিপর্যয় ও অনিষ্টকর বিষয়কে প্রতিহত বা হ্রাস করাই শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য, তার প্রসার ও পূর্ণতা দান নয়। ওয়াল্লাহু আ'লামু।

www.pathagar.com

খাদ্য গ্রহণের নিয়ম-কানুন ও দু'আ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ـ (البقرة : ١٧٢)

"হে ঈমানদারগণ, প্রকৃতই যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদত করে থাক, তাহলে যেসব পবিত্র বস্তু আমি তোমাদেরকে দান করেছি তা খাও এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর।"

'আমর ইবনে আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেটা, (খাওয়া শুরু করার পূর্বে) বিসমিল্লাহ্ বলে ডান হাতে এবং নিজের সামনের অংশ থেকে খাও। (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন; রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা খাদ্য গ্রহণের সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলো। যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যাও তাহলে পরে পড় "বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহ্" (প্রথম ও শেষ সবই আল্লাহর নামে)। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও মুনযিরী। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান ও বিশুদ্ধ।)

উমাইয়া ইবনে মুখশী থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি তার পাশে বসে খাচ্ছিলো। সে বিসমিল্লাহ না বলেই খেতে আরম্ভ করলো। সর্বশেষ গ্রাস মুখে দেয়ার সময় সে বললো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন ঃ শয়তান প্রথম থেকে তার সাথে খাচ্ছিলো। সে আল্লাহর নাম নিলে সে তার খাওয়া সমস্ত খাবার উগরিয়ে ফেলে দিল। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার এ আচরণে খুশী যে, সে

www.pathagar.com

এক গ্রাস খাবার খেলেও তার শুকরিয়া আদায় করে এবং এক ঢোক পানি পান করলেও তার শুকরিয়া আদায় করে। (তিরমিযী ও নাসায়ী। মুসলিম; আনাস ইবনে মালিকের বরাতে)।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোন খাদ্যের সমালোচনা করেননি। ইচ্ছা হলে গ্রহণ করতেন, অন্যথায় খেতেন না। (বুখারী-মুসলিম)

ওয়াহ্শী ইবনে হার্‌ব থেকে বর্ণিত ঃ সাহাবাগণ বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, আমরা খাবার গ্রহণ করি কিন্তু পরিতৃপ্ত হইনা।" নবী (সা) বললেন ঃ "তোমরা মনে হয় আলাদা আলাদাভাবে খাবার খাও।" সাহাবাগণ বললেন ঃ জি, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ "সবাই একসাথে খাবে এবং বিসমিল্লাহ পড়ে খাবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের খাদ্যে বরকত দান করবেন"। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা উত্তম সনদে)।

হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "পানাহারের পর যে ব্যক্তি নিচের দু'আটি পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ ـ

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন এবং আমার চেষ্টা-তদবির ও শক্তি ছাড়াই তা আমার জন্য ব্যবস্থা করেছেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা। তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান ও গারীব)।

আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া শেষ করে এ দোয়াটি পড়তেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে খাওয়ালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" (চারটি সুনান গ্রন্থ, ইবনে সুন্নী)

টীকা ঃ কোন কোন বর্ণনায় শেষের বাক্যাংশটি আছে وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

www.pathagar.com

নাসায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন খাদেমের (যিনি ৮ বা ৯ বছর নবী সা.-এর খেদমত করেছেন) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খাবার এনে হাজির করলে তিনি শুনতেন– নবী (সা) খাদ্য খেতে শুরু করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' বলতেন এবং শেষ করার সময় বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَ اَغْنَيْتَ وَ اَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى مَا اَعْطَيْتَ ۔

"হে আল্লাহ, তুমি খেতে দিয়েছো, পান করিয়েছো, অভাবশূন্য করেছো, সন্তুষ্ট করেছো, সঠিক পথ দেখিয়েছো এবং বাছাই করে নিয়েছো। অতএব, তুমি যা-ই কিছু দান করেছো তার জন্য তোমার শুকরিয়া।" (ইমাম আহমাদ, উত্তম সনদে)

বুখারীতে আবু উমামা বর্ণিত হাদীসে আছে যে, দস্তরখান উঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، غَيْرِ مَكْفِىٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنٰى عَنْهُ رَبَّنَا ۔

"পবিত্র ও কল্যাণময় সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব, এ খাবারই যেন যথেষ্ট না হয় কিংবা সর্বশেষ না হয় এবং আমি যেন এর প্রতি বেপরোয়া না হই (আমাদের পক্ষ থেকে প্রশংসা ও প্রার্থনা কবুল করুন)।"

টীকা : খালেদ ইবনে মা'আন বর্ণনা করেছেন : আমরা আবদুল আ'লা ইবনে হিলালের বাড়ীতে খাওয়ার জন্য একত্রিত হলাম। খাওয়া শেষ করলে আবু উসামা উঠে বলতে থাকলেন, আমি খতীব নই এবং খুতবা দেয়ার ইচ্ছাও আমার নেই। তবে আমি এ কথা বলতে চাই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দস্তরখানা উঠানোর (অথবা খাওয়া শেষ করার) পর এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ...।

খালেদ ইবনে মা'আন বলেন : আবু উসামা এ দু'আটি বার বার পড়তে থাকলেন, এমন কি আমরা তা মুখস্থ করে নিলাম। বুখারী ও নাসায়ী এটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এর প্রতি শুধু ইংগিত দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যাকেই খাবার খাওয়াবেন সেই যেন

www.pathagar.com

বলে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

"হে আল্লাহ, এতে আমাদেরকে বরকত দান করো এবং এর চেয়ে ভাল খাদ্য খাওয়াও।" আর আল্লাহ তা'আলা যাকে দুধ পান করাবেন সে বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ "হে আল্লাহ, এতে আমাদের জন্য বরকত দান করো এবং আরো বেশী করে দাও।" (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

ইবনে আ'বাদ বলেন ঃ আমাকে হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ খাদ্যের হক কী তা কি জান? আমি বললাম ঃ হে আবু তালিবের পুত্র, খাদ্যের হক কী বলুন।" তিনি বললেন ঃ খাদ্যের হক হচ্ছে- بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দান কর।" অতঃপর বললেন ঃ তুমি কি জান খাদ্যের শুকরিয়া কী? আমি বললাম ঃ খাদ্যের শুকরিয়া কী! বললেন ঃ খাবার গ্রহণ শেষে এ কথা বলা ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا "সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে খাবার খাওয়ালেন এবং পানি পান করালেন।" (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

অতিথির কল্যাণের জন্য দু'আ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পিতার মেহ্মান হলে আমরা তার সামনে খাদ্য এবং 'হারিসা' পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। অতঃপর খেজুর পেশ করা হলে তিনি খেজুর খেয়ে আঁটি শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ধরে নিচে ফেলছিলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী শো'বা বলেন ঃ আমার ধারণা, হাদীসটিতে আঁটি নিক্ষেপের কথা উল্লেখের পর এ কথাও আছে যে, অতঃপর পানীয় আনা হলো। নবী (সা) তা পান করার পর ডান পাশে উপবেশনকারীর দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি বিদায় নিতে উদ্যত হলে আমার পিতা তার সওয়ারী জন্তুর লাগাম ধরে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের জন্য দু'আ করুন। তিনি তাদের জন্য দু'আ করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ -

"হে আল্লাহ, তাদের রিযিকে বরকত দান করো, তাদেরকে ক্ষমা করো এবং রহমত দান করো।"

www.pathagar.com

টীকা ঃ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র সাফওয়ান ইবনে 'উমার (র)-এর মাধ্যমে আরো একটি দাওয়াতের বিষয় উল্লেখ করেছেন যাতে আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করে এনেছিলেন এবং তাঁর সামনে আটা ও লবণ সংযোগে তৈরী কোন বিশেষ খাদ্য পেশ করা হয়েছিলে। এ ক্ষেত্রেও তিনি খাওয়ার পর এ দু'আটিই পড়েছিলেন। তবে এর শেষে এতটুকু কথা অধিক ছিল যে, وَوَسِّعْ عَلَيْهِمْ فِىْ أَرْزَاقِهِمْ (তাদের রিযকের পথ আরো প্রশস্ত করে দাও)। ইমাম নববী বলেন ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নেককার ও মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের দ্বারা দু'আ করানো মুস্তাহাব। তাছাড়া মেহমানকে তার মেজবান ভাইয়ের জন্য যে দু'আ করতে হবে তাতে তার রিযিকের প্রশস্ততা, গুনাহ মাফ এবং রহমত ও বরকতের কথা থাকা উচিত। নবী (সা) যে দু'আ করেছেন তাতে তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণকে একত্রিত করেছেন।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে 'উবাদার বাড়িতে গেলেন। সা'দ তার সামনে রুটি ও যায়তুন তেল পেশ করলে তিনি তা খেয়ে দোয়া করলেন ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

"রোযাদাররা যেন তোমাদের এখানে ইফতার করে, নেককাররা তোমাদের কাছে খাবার গ্রহণ করে এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করে।"

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হায়সাম ইবনে তিহান খাবার ব্যবস্থা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের দাওয়াত করলেন। লোকজনের খাবার গ্রহণ শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তোমাদের ভাইকে প্রতিদান দাও।" লোকজন জিজ্ঞেস করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল, কি প্রতিদান দেব?" তিনি বললেন ঃ "কোন ব্যক্তি যখন তার বাড়ীতে যাবে এবং খাবার গ্রহণ করবে তখন তার কল্যাণের জন্য দু'আ করবে। এটাই তার প্রতিদান।" (আবু দাউদ)

www.pathagar.com

নতুন ফল দেখে দু'আ

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ মওসুমের নতুন ফল উঠলে লোকজন তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করতো। তিনি দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا ـ

"হে আল্লাহ, আমাদের ফলে বরকত দান করো। আমাদের শহরে বরকত দান করো। আমাদের সা'-তে বরকত দান করো এবং আমাদের 'মুদ্দে' বরকত দান করো।"

এরপর সেই ফলটি তিনি সর্বাপেক্ষা কমবয়সী শিশুকে দিতেন। (মুসলিম)

চাঁদ দেখার দু'আ

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ (প্রথম রাতের চাঁদ) দেখলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ ـ

"আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, এ চাঁদকে আমাদের জন্য শান্তি, ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে উদিত করো এবং যে কাজ তুমি পছন্দ করো ও সন্তুষ্ট হও সে কাজের তাওফীক লাভের কারণ বানাও। হে চাঁদ, আমাদের ও তোমার রব আল্লাহ।"

টীকা ঃ তিরমিযী, দারেমী ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল। সহীহ ইবনে হিব্বানে এ হাদীসটি তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে কিছুটা শাব্দিক তারতম্যসহ বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার এ হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন। দারেমী আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আল্লাহু আকবার' কথাটি দারেমী বর্ণনা করেছেন। আর কোন বর্ণনাতে কথাটির উল্লেখ নেই।

www.pathagar.com

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা বলেছেন, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে তিনবার বলতেন ঃ

هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ، اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَكَ ـ

"হে আল্লাহ, এ চাঁদ কল্যাণ ও সুপথ প্রাপ্তির চাঁদ হোক! কল্যাণ ও সুপথ প্রাপ্তির চাঁদ হোক! আমি সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"

তারপর বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا ـ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি অমুক মাস (নাম উল্লেখ করে) বিদায় করেছেন এবং অমুক মাসের সূচনা করেছেন।"

ইফতারের দু'আ

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের ইফতারের সময়ের দু'আ, ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং মজলুমের দু'আ। (তিরমিযী ঃ হাদীসটি হাসান) ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "রোযাদার ইফতারের সময় যে যে দু'আ করেন তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।"

ইবনে মুলায়কা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে ইফতারের সময় এ দু'আ পড়তে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার রহমতের অসীলা দিয়ে– যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে– তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রার্থনা করছি।"

www.pathagar.com

সহীহ্ হাদীস গ্রন্থসমূহে রেওয়ায়াত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার ইফতার করার সময় এ দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি।"

অপর একটি হাদীসে তাঁর দু'আ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"হে আল্লাহ, আমরা সবাই তোমার (সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিকের দ্বারা ইফতার করছি। তুমি আমাদের থেকে তা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।"

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিস্ময়কর ব্যবস্থাপত্র

"আল্লাহ্ তা'আলার যিকর (স্মরণ) সরাসরি নিরাময়কারী। কিন্তু কোন মানুষের নাম জপ করা এবং স্মরণ করা সরাসরি রোগাক্রমণ। যদি (কষ্টের সময়) আল্লাহর নাম স্মরণ করো তাহলে তা তোমাকে নিরাময় করবে এবং সুস্থতা এনে দেবে। আর যদি গাফলতি করো তাহলে রোগ পুনরায় আক্রমণ করবে।"

(বায়হাকীর বরাতে ইমাম মাকহুল মারুফূ' ও মুরসাল হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন।)

www.pathagar.com

কষ্টদায়ক জীবজন্তুর দংশন এবং কষ্ট ও ব্যথা দূরীকরণের আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হুসাইনকে নিচের কালেমা পড়ে ফুঁক দিতেন এবং বলতেন যে, এ দু'আর সাহায্যেই তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে ফুঁক দিতেন ঃ

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمٰتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ـ (ترمذى)

"আমি তোমাদের জন্য প্রত্যেক শয়তান, প্রতিটি কষ্টদায়ক বস্তু এবং সব রকমের বদনজর থেকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (তিরমিযী)

টীকা ঃ তাবীজ-কবজ এবং ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে তাবীজ-কবজ নিষিদ্ধ হওয়ার উল্লেখও আছে এবং তার বৈধতার বিষয়ও আছে। এ কারণে আলেমগণ ঐসব হাদীস সামনে রেখে তা থেকে তিনিটি বিষয় গ্রহণ করেছেন ঃ

১. নবী (সা) প্রথম দিকে মুশরেকী ধ্যান-ধারণাকে পুরোপুরি উৎখাতের জন্য তাবীজ-কবজ ও ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু পরে আবার অনুমতি দিয়েছিলেন। বেশ কিছু হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করেন, আমার মামা বিচ্ছু দংশন করলে ঝাড়ফুঁক করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ কাজ করতে নিষেধ করলে তিনি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ আমি বিচ্ছু দংশন করলে ঝাড়ফুঁক করি, আপনি কি এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন? নবী (সা) বললেন ঃ কেউ তার ভাইদের উপকার করতে পারলে করুক। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সা) বদনজরের জন্য ঝাড়ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষাক্ত জন্তুর কামড় বা দংশনের ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ, প্রভৃতি)

২. এক্ষেত্রে নবী (সা) এমন সব বাক্য ও তন্ত্রমন্ত্র আওড়াতে নিষেধ করেছেন যা অর্থহীন ও অবোধ্য। কারণ, এতে শিরক ও কুফরির সংমিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে। এরপর থাকে কুরআনের আয়াত কিংবা অর্থপূর্ণ যিকর-আযকারের সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করার বিষয়। এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং সুন্নাত। এ বিষয়ে কতিপয় হাদীসও আসার থেকে দিকনির্দেশনা লাভ করা যায়।

www.pathagar.com

আসমা বিনতে উমায়েস বলেন ঃ হযরত জা'ফর বিন আবু তালিবের ছেলে-মেয়েরা হালকা ও দুর্বল হতো। নবী (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তারা বদনজরের শিকার হয়ে যায়। আমি কি তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করবো? নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করবে? আমি তার সামনে কিছু দু'আ পড়লাম। তিনি তা শুনে বললেন ঃ ঠিক আছে, ঝাড়ফুঁক করবে।" (ইমাম আহমাদ)

বিচ্ছু দংশন করলে 'আমর ইবনে হাযম ঝাড়ফুঁক করতেন। মদীনার এক মহিলাকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে ডাকা হলো। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। বিষয়টি নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছালে তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। 'আমর বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এ কাজ করতে নিষেধ করেন তাই আমি অস্বীকৃতি জানিয়েছি। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি কিসের সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করো তা আমাকে শোনাও। তিনি নবী (সা)-কে তা শুনালে নবী (সা) তাকে অনুমতি দান করলেন। হযরত 'উমায়ের (রা) অনুরূপ একটি ঝাড়ফুঁকের কথাগুলো শুনালে নবী (সা) তার মধ্য থেকে কিছু কিছু শব্দ বাদ দিলেন (যা সন্দেহজনক ও দুর্বোধ্য ছিল) এবং অবশিষ্ট কথাগুলো রেখে তার সাহায্যে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিলেন।

৩. ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ধারণা যদি এরূপ হয় যে, মূল রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আল্লাহর হাতে এবং বিপদ ও কষ্টের সময় ঝাড়ফুঁক করা আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি, সাহায্য ও মাগফিরাত কামনা এবং তার পবিত্র নামসমূহের অসীলা দিয়ে তার রহমত লাভের একটি পন্থা মাত্র– তাহলে এতে কোন দোষ নেই এবং তা নিষিদ্ধও নয়। কিন্তু যদি এমন বিশ্বাস থাকে যে, এসব বাক্যের গঠনপ্রকৃতিতেই এমন ক্ষমতা বিদ্যমান যে, এর দ্বারা রোগীর রোগ নিরাময় হয় এবং কষ্ট ও বিপদাপদ কেটে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা মুশরিকানা আকীদা, তাই নিষিদ্ধ। এ কারণেই ইমাম মালিক (র) ইহুদী ও খৃস্টানদের দ্বারা ঝাড়ফুঁক করানো জায়েয মনে করেন না। কারণ, তাদের তন্ত্রমন্ত্রে সেই সতর্কতা থাকবে না সুন্নাতের অনুসারী একজন মুসলমান যার খেয়াল রাখতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আবু দাউদে ও ইবনে মাজাতে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর গলায় একটি সুতো বাঁধা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কী? সে বললো, এটা আমার জখম নিরাময়ের কবজ। তিনি উঠে তা কেটে ফেললেন এবং বললেন ঃ আবদুল্লাহর পরিবারের সাথে শিরকের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, "তন্ত্রমন্ত্র, যাদুটোনা, টোটকা, তাবীজ-কবজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত।" এরপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে যদি ঝাড়ফুঁক করতেই হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দু'আ দ্বারা করো ঃ

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ ...

অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির বাহুতে তামার বালা দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার বাহু থেকে বালাটি খুলে ফেললেন।

www.pathagar.com

তবে কুরআনের আয়াত এবং হযরত জিবরাইল (আ)-এর শেখানো দু'আসমূহের সাহায্যে তিনি নিজেও ঝাড়ফুঁক করতেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। ইমাম ইবনে কাইয়েম ঝাড়ফুঁক অধ্যায় যেসব দু'আ উদ্ধৃত করেছেন নবী (সা) সেগুলো প্রায়ই আমল করতেন। আর সেইসব দু'আ শেখার জন্য সাহাবা কিরাম (রা)-কে উৎসাহিত করতেন। (এ বিষয়ে আল্ ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থে বহু সংখ্যক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে)।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের একজন সাপে-কাটা এক ব্যক্তিকে সূরা ফাতেহা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন। তিনি আয়াত পড়ে পড়ে দংশিত ব্যক্তিকে তার থুথু লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। এভাবে রোগী অনুভব করতে থাকলো, যেন তার বন্ধন খুলে গেছে। সে ভালভাবেই হাঁটতে শুরু করলো এবং তার আর কোন কষ্টই থাকলো না। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ কেউ যখন কোন কষ্টে নিপতিত হতো কিংবা কারো কোন ফোঁড়া বা যখম হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পবিত্র আঙ্গুলে মুখের লালা লাগিয়ে মাটির ওপর রাখতেন (যাতে কিছু মাটি লেগে যায়) এবং পরে উক্ত আঙ্গুল ব্যথার স্থানে স্পর্শ করাতেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হাদীসটি বর্ণনার সময় তার আঙ্গুল মাটির ওপর রাখলেন এবং পরে উঠিয়ে এ দু'আটি পড়লেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى بِهٖ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا -

"আল্লাহর নামে আমাদের ভূমির মাটির বরকতে এবং আমাদেরই কারো মুখের লালায় আমাদের রবের নির্দেশে আমাদের রোগাক্রান্ত মানুষ নিরাময় লাভ করুক।"

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের কেউ যখন কষ্ট বা ব্যথায় আক্রান্ত হতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ে তাঁর পবিত্র ডান হাত তার শরীরের ওপর ফিরাতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، اَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا -

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ, সমস্ত মানুষের রব, কষ্ট দূর করো এবং নিরাময় দান করো। কেবল তুমিই নিরাময় দানকারী। তোমার নিরাময় ছাড়া আর কোন নিরাময় নেই। এমন নিরাময় দান করো যা রোগকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত 'উসমান ইবনে আবুল 'আস বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমার শরীরে ব্যথার অভিযোগ করলাম। ইসলাম গ্রহণের সময় থেকেই আমি এ ব্যথায় কষ্ট পেয়ে আসছিলাম। এতে নবী (সা) আমাকে শিখিয়ে দিলেন যে, বেদনাযুক্ত স্থানে হাত রেখে তিনবার "বিসমিল্লাহ" পড়ে সাতবার নিচের দু'আটি পড় ঃ

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ ـ

"আমি যে কষ্ট ভোগ করছি এবং যার আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর শক্তি, মর্যাদা ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি এমন কোন রোগীর পরিচর্যা বা সাক্ষাতে গিয়ে কেউ যদি সাতবার নিচের দু'আটি পড়ে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা দান করবেন ঃ

اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ وَيُعَافِيَكَ ـ

"আমি মহাসম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ এবং মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর কাছে তোমার নিরাময় ও সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করছি।" (সুনানে তিরমিযী)

হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমার বা তোমার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের কষ্ট হলে এ দু'আ পড়বে ঃ

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، اَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَرْضِ، وَاغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ، فَاَنْزِلْ

www.pathagar.com

رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

"আল্লাহ আমাদের রব, যিনি আসমানে আছেন। হে আল্লাহ, তোমার নাম পবিত্র। তোমার আদেশ আসমান ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। যেমন আসমানে তোমার রহমত অবতীর্ণ হয়, পৃথিবীতেও তোমার রহমত নাযিল কর। আমাদের গোনাহ্ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। তুমি পূতঃপবিত্র মানুষদের রব। তুমি তোমার রহমত ও নিরাময়ের ভাণ্ডার থেকে এই ব্যথা ও কষ্টের জন্য নিরাময় ও রহমত নাযিল কর।" (আবু দাউদ, নাসায়ী, হাকিম)

হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার দু'আ

আলী ইবনে 'আইনী সুফিয়ান, ইবনে 'আজলান ও 'উমার ইবনে কাসীর ইবনে আফলাহের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিয়ম ছিল, কেউ কোন বস্তু হারিয়ে ফেললে তাকে এ দু'আটি পড়তে বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ، هَادِىَ الضَّالَّةِ، تَهْدِىْ مِنَ الضَّلَالَةِ، رُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ ـ

"হে আল্লাহ, তুমিই হারানো বস্তুর মালিক, পথহারাকে হিদায়াত দানকারী, তুমিই গোমরাহী থেকে সঠিক পথে এনে থাক। তোমার মহিমা ও কর্তৃত্বের সাহায্যে আমার হারানো বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা তোমারই দান এবং তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে আমি লাভ করেছিলাম।" (তাবারানী)

অন্য একটি সনদে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি হযরত 'উমার (রা)-এর কাছে তার হারানো বস্তু ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওযু করে দুই রাক'আত নামায পড় এবং আত্তাহিয়াতু পড়ে এ দু'আ করো ঃ

اَللّٰهُمَّ رَادَّ الضَّالَّةِ، هَادِىَ الضَّلَالَةِ تَهْدِىْ مِنَ الضَّلَالِ، رُدَّ عَلَىَّ ضَالَّتِىْ بِعِزَّتِكَ وَسُلْطَانِكَ، فَاِنَّهَا مِنْ فَضْلِكَ وَعَطَائِكَ ـ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ, হারানো বস্তু ফেরতদানকারী, পথ-হারাকে পথ প্রদর্শনকারী। তুমি ভ্রষ্টপথ থেকে সঠিক পথে এনে থাক। তোমার মহিমা ও কর্তৃত্বের দ্বারা আমার হারানো বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দাও। তা তোমারই দান ও মেহেরবানী।" (বায়হাকী ঃ এ হাদীসটি মওকূফ এবং হাসান)

এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যার কোন বস্তু হারিয়ে যাবে সে যদি এ দু'আ পড়ে–

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِيْ -

"হে সেই মহান সত্তা, যিনি সব মানুষকে এমন একদিন একত্রিত করবেন যে দিনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, আমার হারানো বস্তু আমাকে ফিরিয়ে দাও।" তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সফল করবেন।

গাধা, মোরগ এবং কুকুরের ডাক শুনে পড়ার দু'আ

হযরত আবু হুরাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা গাধার ডাক শুনলে পড়বে ঃ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ।

সে শয়তানকে দেখে এরূপ কর্কশ শব্দ করেছে। মোরগের ডাক শুনলে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। কারণ, সে ফেরেশতাদের দেখতে পেয়েছে।

টীকা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

কাজী আয়ায বলেন ঃ মোরগের ডাক শুনে আল্লাহর মেহেরবানী প্রার্থনা করার অর্থ হলো, যেহেতু ফেরেশতারা উপস্থি আছে, তাই কল্যাণ প্রার্থনা করে দু'আ করলে তারা 'আমীন' বলবে, দু'আকারীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে এবং তার একনিষ্ঠতার সাক্ষ্য দান করবে।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করতে এবং গাধাকে তার কর্কশ স্বরে ডাকতে শুনলে তার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। এসব জন্তু এমন কিছু দেখে থাকে যা তোমরা দেখতে পাওনা। (আবু দাউদ, ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান ও হাকিম)

www.pathagar.com

আগুন লাগলে পড়ার দু'আ

'আম্র ইবনে শু'আইব তার পিতা ও দাদার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোথাও আগুন লাগতে দেখলে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। তাকবীর আগুন নির্বাপিত করে।

ক্রোধ প্রশমনের দু'আ ও পন্থা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَامَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ انَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"যদি কখনো শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় দুই ব্যক্তির মধ্যে গালি-গালাজ হতে থাকলো। অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাদের একজনের চেহারা রক্তিম হয়ে উঠছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা সে পড়লে তার উত্তেজনা প্রশমিত হবে। যদি সে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম' পড়ে তাহলে তার ক্রোধ স্তিমিত হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

আতিয়া ইবনে উরওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রোধের উৎপত্তি হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান সৃষ্টি হয়েছে আগুন থেকে, আর পানি আগুনকে নির্বাপিত করতে পারে। তাই তোমাদের কারো মধ্যে যখন ক্রোধ সঞ্চারিত হবে তখন সে যেন ওযু করে। (আবু দাউদ)

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, নবী (সা) উপদেশ দিয়েছেন, যদি ক্রোধ কাউকে কাবু করে ফেলে এবং সে যদি দণ্ডায়মান থাকে তাহলে বসে পড়বে এবং বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

উত্তম জিনিস দেখলে পড়ার দু'আ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ لاَ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

"তুমি যখন নিজ বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন কেন এ কথা বললে না যে, তাই হবে যা আল্লাহ চাইবেন। আর আল্লাহর দেয়া শক্তি ছাড়া কোন শক্তি নেই।" (সূরা কাহাফ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বদনজর বাস্তবতা সম্মত। তিনি আরো বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং নিজের সম্পদের মধ্যে পছন্দনীয় কোন জিনিস দেখলে তার জন্য আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও বরকতের দু'আ করবে। কারণ, বদনজর সত্য। তিনি আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জিনিসে নিজের বদনজর লাগার আশঙ্কা করবে সে বলবে ঃ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ "হে আল্লাহ, এর মধ্যে আমাদের জন্য কল্যাণ দান কর।"

টীকা ঃ اَلْعَيْنُ حَقٌّ (বদনজর বাস্তবতাসম্মত)। এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এবং সকল হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, বদনজর পাহাড়কেও স্থানচ্যুত করে দেয়। কুরতুবী বলেন ঃ অধিকাংশ আলেম বদনজরের বিষয়টি সত্য বলে মনে করেন। আহলে সুন্নাতের মত এটিই। কেবলমাত্র বিদআতীরা এটি অবিশ্বাস করে। তাদের চোখের ওপর পর্যবেক্ষণের আবরণ পড়ে আছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হওয়ার পূর্বে উন্মাদ রোগ ও বদনজর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কিন্তু সূরা ফালাক ও নাস নাযিল হওয়ার পর সূরা দুটিকেই গ্রহণ করেন এবং অন্য সবকিছু পরিত্যাগ করেন। (তিরমিযী ঃ হাদীসটি হাসান, ইবনে মাজা)

টীকা : এটি মূলতঃ নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান ও ইমাম আহমাদ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। ইবনে হিব্বান ও হায়সামী বলেছেন, এটি বিশুদ্ধ হাদীস। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা হলো, আবু উমামা তার পিতা সাহল ইবনে হানীফ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা গেলেন।

www.pathagar.com

জুহফা উপত্যকায় পৌঁছে তার পিতা সাহল গোসল করতে আরম্ভ করলে রাবী'আ ইবনে আমের তাকে দেখে বললেন ঃ কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়েরও এতো সুন্দর দেহ আমি দেখিনি। সাহলের দেহ ছিলো খুবই ফর্সা এবং সুন্দর-সুগঠিত। রাবী'আ এ কথা বলার সাথে সাথে সাহল সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। লোকজন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, সাহলের জন্য কিছু করুন। সে তো মাথাই তুলছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যাপারে তোমরা কি কাউকে দোষী মনে করো? তারা বললো ঃ রাবীআ ইবনে আমর তাকে দেখেছে। নবী (সা) রাবী'আকে ডেকে আনলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইকে হত্যার জন্য কেনো এমন বদ্ধপরিকর হয়ে যাও? তোমরা যখন কোনো আকর্ষণীয় জিনিস দেখলে তখন কেনো তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলে না? এরপর তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ দিলেন। রাবী'আ তার মুখমণ্ডল, দুই হাত, কনুই, হাঁটু, পায়ের কিনার এবং লুঙ্গির নীচের অংশ একটি পাত্রে ধুয়ে ফেললো। অতঃপর একব্যক্তি উক্ত পানি তার মাথা ও পিঠের ওপর ঢেলে দিলো এবং পাত্রটি তার পেছনে উল্টিয়ে রাখা হলো। ইতিমধ্যে সাহল সংজ্ঞা ফিরে পেলো। তার ওপর আর কোনো প্রভাবই অবশিষ্ট থাকলো না। আল্লামা ইবনে আবদুল বার তার "আত্ তামহীদ"-এ লিখেছেন যে, এমন অবস্থায় "আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফীহ" পড়া উচিত। কোনো কোনো আলেম থেকে একথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ 'আল্লাহ মহা কল্যাণময়, সর্বোত্তম স্রষ্টা' বলা উচিত। বায্যার হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দনীয় কোনো জিনিস দেখে مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়বে, সে জিনিসের কোনো ক্ষতি হবে না।

ভালোমন্দ এবং কুলক্ষণ নির্ণয়ের বর্ণনা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছূত এবং কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। সবচেয়ে উত্তম কথা হলো শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা। সাহাবা কিরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা কি? নবী (স) বললেন ঃ মানুষের কানে ভালো কথা শ্রুত হওয়া (বুখারী ও মুসলিম)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভ লক্ষণ গ্রহণ পছন্দ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তিনি হিজরতের সফরে থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি? সে বললো ঃ বুরাইদা (অর্থাৎ শীতলতা) একথা শুনে নবী (সা) বললেন ঃ আবু বাক্র, আমরা শীতলতা লাভ করবো।

www.pathagar.com

টীকা : এ হাদীসটিতে একথাও উল্লেখ আছে যে, নবী (স) বুরাইদা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ গোত্রের লোক? সে বললো ঃ আসলাম গোত্রের। নবী (স) আবু বাক্‌র (রা) কে বললেন ঃ আবু বাক্‌র, আমরা নিরাপদে আছি। তিনি তার পরিবারের নাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ সে বললো ঃ সাহম (আভিধানিক অর্থ তীর এবং রূপকার্থে অংশ)। নবী (স) হযরত আবু বাক্‌র (রা)-কে বললেন ঃ তোমার অংশ লাভ করেছো (অর্থাৎ সফলতা লাভ করলে)।

আবু উমার তার ইসতিযকার গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে কাইয়েমও তার 'তুহফাতুল ওয়াদুদ' গ্রন্থে এটি এবং উকবা ইবনে নাফে' সম্পর্কিত হাদীসটির উল্লেখ করেছেন।

একবার নবী (সা) বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি উকবা ইবনে নাফের ঘরে বসে আছি এবং ইবনে তাবের টাটকা খেজুর আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, (রাফে'র সূত্রে) দুনিয়াতে আমরা সফলতা লাভ করবো। (উকবার সূত্রে) আখিরাতে আমরা শুভ পরিণতি লাভ করবো এবং (ইবনে তাবের সূত্রে) আমাদের দীন আমাদের জন্য সুফল দায়ক হবে।

অশুভ লক্ষণ (وطيرة) নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস সিহাহ সিত্তায় বর্ণিত হয়েছে। মু'আবিয়া ইবনে হাকাম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ঃ আমাদের মধ্যে কিছু লোক জীবজন্তু এবং পাখি থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে। তিনি বললেন ঃ এ বিষয়টি তোমাদের মনের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু তোমাদের কোনো কাজ পরিত্যাগ করা ঠিক নয়। (ইমাম আহমাদ)

টীকা ঃ এটি মু'আবিয়া ইবনে হাকাম বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং সুনানে কুবরায় বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী যুগে অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের পন্থা ছিলো, কোনো ব্যক্তি সফরে যেতে উদ্যত হলে কিংবা কোনো কাজ করতে মনস্থ করলে সে কোনো পাখি উড়াতো কিংবা মোরগকে তাড়াতো। উক্ত পাখি বা মোরগ যদি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যেতো তাহলে সে একে শুভ লক্ষণ বলে গ্রহণ করতো এবং করণীয় কাজ আঞ্জাম দিতো। কিন্তু বিপরীত হলে অশুভ লক্ষণ বলে গ্রহণ করতো এবং করণীয় কাজ থেকে বিরত থাকতো। এ হাদীসে নবী (স) "তোমাদের কাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়" বলে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, লক্ষণ নির্ণয়ের ভিত্তিতে মানুষকে তার করণীয় কাজ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ মনের মধ্যে এর দ্বারা কোনো প্রভাব সৃষ্টি হওয়া আপত্তিকর কিছু করা কিন্তু বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলন ঠিক না (নববী)। নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের ভিত্তিতে কাজ থেকে বিরত থাকলো সে শিরক করলো। সাহাবাগণ বললেন ঃ এটা যদি গোনাহ হয় তাহলে প্রতিকার কিভাবে করা যাবে? নবী (স) বললেন ঃ এ দু'আটি পড়বে ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَطَيْرَ اِلاَّ طَيْرُكَ হে আল্লাহ, তুমিই সকল কল্যাণের উৎস এবং অশুভ সব কিছু তোমারই। (ইমাম আহমদ তাবারানী)

উকবা ইবনে আমের বলেন ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাখি উড়ে যাওয়া থেকে শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ যে শুভ লক্ষণ নির্ণয় মুসলমানকে কোনো কাজ থেকে বিরত রাখেনা তাতে কোনো দোষ নেই। তোমরা যদি অশুভ লক্ষণের সম্মুখীন হও তাহলে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَيَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَ يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلاَّ اَنْتَ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

"হে আল্লাহ, তুমিই সব রকমের কল্যাণ দানকারী এবং সব অকল্যাণ প্রতিরোধকারী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কৌশল ও শক্তি ফলদায়ক নয়।"

পা অবশ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা

হায়সাম ইবনে হানাশ বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমার কাছে বসে ছিলাম। তার পায়ে ঝিঝি লেগে অবশ হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাকে বললো ঃ সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির নাম স্মরণ করুন। তখন আবদুল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ মনে হলো যেনো বন্ধন খুলে গেলো।

মুজাহিদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তির পায়ে ঝিঝি লেগে অবশ হলে তিনি বললেন ঃ নিজের অতি প্রিয় ব্যক্তির নাম স্মরণ করো। সে হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ তার পা ঠিক হয়ে গেলো।

ভীতি ও উদাসীনতায় আক্রান্ত হলে পাঠের দু'আ

বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে অভিযোগ করলো যে, তার মনে সব সময় ভীতিভাব বিদ্যমান থাকে। নবী (সা) তাকে এ দু'আটি পড়তে বললেন ঃ

www.pathagar.com

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ـ

"হে আল্লাহ, তুমি গৌরবময় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, মহাপবিত্র, ফেরেশতা কুলের ও রূহদের রব, তুমি পরিব্যাপ্ত করে আছো আসমান ও যমীনকে মহা গৌরব ও ক্ষমতা দ্বারা।"

সেই ব্যক্তি এ দু'আ পড়তে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা তার মন থেকে ভীতি উদাসীনতা দূরীভূত করে দিলেন। (মু'জামুত-তাবারানী)

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

হিরার টুকরা

(ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক দু'আসমূহ)

أَنَا لاَ أَحْمِلُ هَمَّ الْاِجَابَةِ، اِنَّمَا أَحْمِلُ هَمَّ الدُّعَاءِ فَاِذَا أُلْهِمْتُ الدُّعَاءَ كَانَتِ الْاِجَابَةُ مَعَهُ ـ

"আমি দু'আ কবুল হলো কিনা সে চিন্তা করি না। আমি শুধু দু'আ করার চিন্তা করি। দু'আ করার সুযোগ লাভ করলে আমি মনে করি তার সাথে কবুল হওয়ার বিষয়টিও থাকবে।"

হযরত উমার (রা)

www.pathagar.com

ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক দু'আসমূহ

[নবী (সা) নিজে যা নিয়মিত 'আমল করতেন
এবং সাহাবাদের (রা) শিক্ষা দিয়েছেন]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক (যাতে কম কথায় বেশী ভাবার্থ থাকে) দু'আসমূহ পছন্দ করতেন।

নাসায়ী ও মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্রকে এ বলে দু'আ করতে শুনলেন ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে জান্নাত, জান্নাতের বালাখানা এবং অমুক অমুক জিনিস প্রার্থনা করছি, এবং দোযখ, দোযখের শৃংখল ও অমুক অমুক জিনিস থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি...।" এসব শুনে হযরত সা'দ বললেন ঃ তুমি আল্লাহর কাছে অফুরন্ত কল্যাণ প্রার্থনা করেছো এবং সীমাহীন অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন সব মানুষ আসবে যারা দু'আর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবে।

তোমার জন্য এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার জানা ও অজানা সব রকমের কল্যাণ প্রাথনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা সবরকমের অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ এ হাদীসটি কিছু শাব্দিক তারতম্যসহ এবং অতি উত্তম সনদে আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তার পুত্রকে দু'আর ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের জন্য সমালোচনা করেন এবং দলীল হিসেবে এ আয়াতটিও পড়ে শোনান ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ - (তোমরা তোমাদের রবকে চুপে চুপে কাকুতি-মিনতিসহ ডাকো, তিনি সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না)। মুসনাদে এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল তার পুত্রকে অনুরূপভাবে দু'আ করতে দেখে তার সমালোচনা করলেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, ইবনে হিব্বান প্রমুখ)। উলামায়ে কিরাম দু'আর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রমের আরো একটি

www.pathagar.com

ধরন বর্ণনা করেছেন, যেমন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে এমন জিনিস প্রার্থনা করা যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয কিংবা এরূপ বলা যে, অমুক পাহাড় স্বর্ণে রূপান্তরিত হোক কিংবা মৃত জীবিত হয়ে যাক। তাছাড়া গোনাহ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আও সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। (আল ফাত্‌হুর্ রব্বানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করতেন ঃ

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلاَ تُعِنْ عَلَىَّ، وَانْصُرْنِىْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَىَّ، وَامْكُرْلِىْ وَلاَتَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَىَّ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْتِبًا، اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا - رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ، وَاهْدِ قَلْبِىْ، وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ -

"হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমাকে সাফল্য দান করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাফল্য দিও না। আমার জন্য কৌশল করো, আমার বিরুদ্ধে কারো কৌশল কার্যকর করো না। আমাকে হিদায়াত দান করো এবং আমার জন্য হিদায়াত সহজ করে দাও। যে আমার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে আমাকে বিজয় দান করো। হে আল্লাহ, আমাকে তাওফীক দান করো যেনো তোমার পরম কৃতজ্ঞ হতে পারি, তোমাকে অধিক স্মরণকারী হতে পারি, তোমার প্রতি অধিক ভীতি পোষণকারী হতে পারি, তোমার চরম অনুগত ও বিনয়ী হতে পারি, তোমার সামনে সম্পূর্ণরূপে কাকুতি-মিনতি করতে ও পুরোপুরি একাগ্রচিত্ত হতে পারি। হে আমার রব, আমার তাওবা গ্রহণ করো, আমার গোনাহ ধুয়ে ফেলো, আমার দু'আ কবুল করো, দীনের পথে আমার যুক্তি ও প্রমাণকে স্থায়িত্ব দান করো, আমার মনকে হিদায়াতের ওপর রাখো। আমার যবানকে ঠিক রাখো এবং আমার মনের রোগকে দূরীভূত করে দাও।"

(সুনান গ্রন্থ চতুষ্টয়, ইমাম আহমাদ, ইবনে হিব্বান, হাকিম। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং বিশুদ্ধ।)

www.pathagar.com

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছিলাম। আমি নবী (সা)-কে ব্যাপকভাবে এ দু'আটি পড়তে শুনতাম ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেই দু'আটি শোনাব না যে দু'আ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন? তিনি এ দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি অক্ষমতা ও অলসতা, ভীরুতা ও কৃপণতা এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও কবরের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ মুসলিম, নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, আবদ ইবনে হুমায়েদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে আরকাম বলেছেন ঃ হে মানব সকল, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ আমাদের শেখাতেন। আর আমরা তা তোমাদের শিক্ষা দেই। এ দু'আর তৃতীয় অংশটি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস থেকে নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে একথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবুল 'উযাইল বলেন ঃ আমাকে এক সম্মানিত ব্যক্তি বলেছেন ঃ আমি দামেশ্কের একটি মসজিদে দুই রাকআত নামায পড়ে বসেছিলাম। ইতোমধ্যে সম্মানিত একজন লোক এসে মসজিদের পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। নামায শেষ হলে লোকজন তাকে ঘিরে ধরলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সম্মানিত ব্যক্তিটি কে? লোকজন বললো ঃ 'আমর ইবনুল 'আস। ঠিক সেই সময়ে ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার দূত এসে হাজির হলে আবদুল্লাহ বলতে লাগলেন ঃ এ ব্যক্তি আমাকে তোমাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয়। অথচ তোমাদের নবী

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে তৃপ্তিহীন নফস, অমনোযোগী মন, উপকারহীন জ্ঞান এবং অগ্রহণযোগ্য (না-মকবুল) দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। মুসনাদে আহমাদে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এ চারটি বিষয় থেকে নবীর (সা) আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় উদ্ধৃত হয়েছে এবং এ চারটি জিনিসই হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা এবং মুস্তাদ্‌রিকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اِنَّكَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ـ

"হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান করো, তাকে পবিত্র করো, তুমি তাকে উত্তমরূপে পবিত্রকারী। তুমিই তার তত্ত্বাবধায়ক ও প্রভু।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لاَّ تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَّ يُسْتَجَابُ لَهَا ـ

"হে আল্লাহ, যে হৃদয়-মন বিনীত ও বিনম্র হয় না, যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না, যে ইলম উপকারে আসে না এবং যে দু'আ কবুল হয় না তা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করার সময় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ فُجْاَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার নিয়ামত আমার হাতছাড়া হওয়া থেকে, আমার থেকে তোমার নিরাপত্তা উঠে যাওয়া থেকে, অকস্মাৎ তোমার গযব আপতিত হওয়া থেকে এবং তোমার সব রকমের ক্রোধ থেকে।"

www.pathagar.com

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি "লাইলাতুল কদর" লাভ করি, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে কি কি প্রার্থনা করবো? নবী (সা) বললেন ঃ তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"হে আল্লাহ, তুমি পরম ক্ষমাশীল, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু বাক্র (রা)-এর এ উক্তি উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ হে জনগণ, সত্যবাদিতা গ্রহণ করো। সত্যবাদিতা ও নেকী পরস্পর সহগামী। এ দুটি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যা থেকে দূরে থাক। মিথ্যা ও অসৎ কাজ পরস্পর সহগামী। এ দুটি কাজ জাহান্নামে নিয়ে যায়। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে থাকো। কোনো মানুষের 'ইয়াকীন' (দৃঢ় বিশ্বাস)-এর মতো সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর নিরাপত্তার চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সে লাভ করতে পারে না।[১]

সহীহ হাকিমে হযরত ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা থেকে আর কোন প্রার্থনাই আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয় নয়। ফারিয়াবী "কিতাবুয যিকর" গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ সবচেয়ে উত্তম দু'আ কোনটি? নবী (সা) বললেন ঃ "আল্লাহর কাছে ক্ষমা এবং নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য দু'আ করা। তুমি যদি তা লাভ করতে পার তাহলে সফলতা লাভ করলে।"[২] বায়হাকীর আদ্‌দা'ওয়াতুল কবীর-এ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মু'আয ইবনে জাবাল বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুনতে পেলেন, সে বলছে ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ধৈর্য-স্থৈর্য প্রার্থনা করছি। নবী (সা) বললেন ঃ "এতো তুমি পরীক্ষা প্রার্থনা করলে, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রার্থনা করো।" অপর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে শুনতে পেলেন, সে বলছে ঃ আমি সম্পূর্ণ নিয়ামত প্রার্থনা করছি।" তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি কি জানো সম্পূর্ণ নিয়ামত কী?" সে বললো ঃ আমি কল্যাণের প্রত্যাশায় একটি প্রার্থনা করেছি।

www.pathagar.com

নবী (সা) বললেন ঃ "সম্পূর্ণ নিয়ামত হচ্ছে দোযখ থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশ।"

টীকা ঃ ১. তিরযিমী, ইবনে মাজা, আহমাদ। তিরমিযী একে হাসান আখ্যায়িত করেছেন। অন্য অনেক হাদীস থেকেও এ বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। তাই মুসনাদে আহমাদে রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি শুনেছি যে, আবু বাক্‌র (রা) রাসূলের (সা) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি– রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণের সময় তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেললেন ঃ (কেনোনা তাঁর ইনতিকালের পর মাত্র একটি বছরই অতিক্রান্ত হয়েছে) কিছুক্ষণ পর ধৈর্য ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ হে জনগণ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও শান্তি এবং 'ইয়াকীন' (দৃঢ় ঈমান) প্রার্থনা করো। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে) রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে তাকিদ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা (আব্বাস রা.) তাকে বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে হাজির হয়ে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার চাচা। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং পৃথিবী থেকে বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আল্লাহ তাআলা আমার জন্য উপকারী করে দিবেন। নবী (সা) বললেন ঃ হে আব্বাস, নিঃসন্দেহে আপনি আমার চাচা। কিন্তু (আত্মীয়তার কারণে) আমি আল্লাহর আযাব থেকে মোটেই বাঁচাতে সক্ষম নই। আপনি আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ করতে থাকুন। নবী (সা) এ কথা তিনবার বললেন। আমি বছরের শেষে নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে পুনরায় একই আবেদন জানালে তিনি আবারও সেই দু'আ করতে বললেন। (তাবারানী, মুস্‌তাদ্‌রিক, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ।)

২. ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী (এ হাদীসটি হাসান ও গারীব)। হাফেজ সুয়ূতি এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রশ্নকারী একদিন এসে সবচেয়ে উত্তম দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (সা) এ জওয়াব দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিনও এসে একই প্রশ্ন করলে নবী (সা) উক্ত দু'আটিই শিখিয়ে দিলেন। সে তৃতীয় দিনও এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি তাকে উপরোক্ত দু'আ শিখিয়ে বললেন ঃ "তুমি যদি এ দুটি জিনিস লাভ করতে পার, তাহলে সফলতা অর্জন করলে।"

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আবু মালিক আশ্‌জায়ী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের নীচের

www.pathagar.com

দু'আটি শিক্ষা দিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি দয়া করো, আমাকে হিদায়াত দান করো, শান্তি ও নিরাপত্তা দাও এবং রিযিক দান করো।"

টীকা ঃ মুসলিম বর্ণিত এ হাদীসে একথা উল্লেখ হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নও-মুসলিমদেরকে প্রথমে নামায এবং তারপরে এ দু'আটি শিক্ষা দিতেন। আবু মালিক আশজায়ী (রা) থেকে মুসনাদে আহমাদেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমার কাছে আবু তারেক ইবনে উশায়েশ বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একজন নওমুসলিমকে এ দু'আ শেখাতে দেখেছি। তিনি (নবী সা). তাকে বলছিলেন যে, এ দু'আ তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ একত্র করে দেবে। মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত হাদীসে اهْدِنِىْ وَعَافِنِىْ কথা দুটি বর্ণিত হয়নি। মুসনাদে আহমাদে আবু মালিক থেকে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো একটি হাদীস ভিন্ন মসনদে উদ্ধৃত হয়েছে যেটি তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো যে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার রবের কাছে কি বলে প্রার্থনা করবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই কথাগুলো শেখালেন এবং নিজের হাতের চারটি আঙ্গুল বন্ধ করে ইঙ্গিত করলেন যে, এ দু'আ তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণসমূহ বয়ে আনবে। (মুসলিম ও ইবনে মাজাও এ হাদীটি বর্ণনা করেছেন।) আলেমগণ বলেছেন ঃ اِغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ বাক্যে পার্থিব কল্যাণ ও সমৃদ্ধি এবং اهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ বাক্যে আখেরাতের কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে বুস্‌র ইবনে আর্‌তা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দু'আ করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

"হে আল্লাহ, আমাদের সকল কাজের পরিণতি কল্যাণময় করে দাও এবং আমাদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি দাও।" (তাবারানীর মু'জামে কাবীরেও এটি বর্ণিত হয়েছে)।

www.pathagar.com

সহীহ হাকিমে রাবি'আ ইবনে আমের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো (অর্থাৎ এই পবিত্র কালেমাটি অধিক পরিমাণে এবং স্থায়ীভাবে পড়তে থাক)।

টীকা ঃ নাসায়ী ও তিরমিযী (এ হাদীসটি 'হাসান' ও 'গারীব')। হাকিম এটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং হাফেজ যাহাবী (র) তা সমর্থন করেছেন। একই বিষয় সম্বলিত একটি হাদীস মুআয ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ পড়তে শুনে বললেন ঃ "তোমার দু'আ গৃহীত হয়েছে, যা প্রার্থনা করার প্রার্থনা করো।"

- সহীহ হাকিমেই হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের বললেন ঃ হে জনগণ, তোমরা কি দু'আর ব্যাপারে সাধনা করতে চাও? সবাই বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা এ দু'আটি পড়ো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

"হে আল্লাহ, তোমার যিকর (স্মরণ), শোকর ও উত্তম ইবাদতের ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করো।"

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-কে প্রত্যেক নামায শেষে এ দু'আটি পড়তে অসীয়ত করেছিলেন।

টীকা ঃ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে উত্তম সনদে বর্ণিত হয়েছে। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে মুসনাদে বর্ণিত অপর একটি হাদীস থেকে এ বিষয়টির সমর্থন পাওয়া যায়। মু'আয ইবনে জাবাল বর্ণিত এ দু'আটি একবচনের শব্দ প্রয়োগ করে উল্লিখিত হয়েছে। মু'আয বর্ণনা করেছেন যে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ মু'আয, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। মহান আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে অসীয়ত করছি, প্রত্যেক নামাযের পর (অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে প্রত্যেক নামাযের মধ্যে) এ দু'আটি পাঠ করা কখনো পরিত্যাগ করবে না; অর্থাৎ 'আল্লাহুম্মা আইন্নী 'আলা যিক্‌রিকা ও

www.pathagar.com

শুকরিকা ও হুসনি ইবাদাতিকা'। শাওকানী বলেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এভাবে গুরুত্বারোপের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ কথাগুলোর মাধ্যমে দু'আ করা ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেন, এভাবে গুরুত্বারোপ শিক্ষামূলক। (এ হাদীসটিকে আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান এবং হাকিমও বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের যাচাইয়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। (বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ হযরত রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হযরত মু'আযকে এ দু'আর ব্যাপারে অসীয়ত করেছিলেন ঠিক সেভাবে হযরত মু'আয (রা)ও দাবেহীকে অসীয়ত করেছিলেন। আবার দাবেহী আবু আবদুর রহমান আল-হুবলাকে এবং তিনি ও 'উকবা ইবনে মুসলিমকে অসীয়ত করেছিলেন। অর্থাৎ (পরবর্তী) প্রত্যেক বর্ণনাকারীই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণে হাদীসটি হুবহু উদ্ধৃত করার জন্য তার ছাত্রদের অসীয়ত করেছেন।

তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সমাবেশে বসেছিলাম এবং পাশে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলো। রুকূ, সিজদা ও তাশাহ্হুদের পর দু'আ করার সময় সে বলছিলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কারণ, তুমিই প্রশংসার যোগ্য। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আসমান ও যমীনের স্রষ্টা। হে শ্রেষ্ঠত্ব ও বদান্যতার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপক।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা কি জান সে কি কথা বলে দু'আ করেছে? সবাই বললো ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! এ ব্যক্তি আল্লাহকে তার ইসমে আযমের সাহায্যে ডেকেছে যার সাহায্যে ডাকলে গৃহীত হয় এবং কিছু প্রার্থনা করলে লাভ করা যায়।

টীকা ঃ আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, তাবারানী (মু'জামে কাবীর) ও মুস্তাদ্রিকে হাকিম। মুসনাদে আহমাদ, হাকিম ও যাহাবী এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। এ হাদীসটিই মুসনাদে আহমদ তাবারানী (মু'জামে সাগীর) এবং মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে হযরত আনাস (রা) থেকেই অপর একটি মসনদে বর্ণিত হয়েছে। এ বর্ণনায় উল্লেখ আছে

www.pathagar.com

যে, দু'আ প্রার্থনাকারী ছিলেন যায়েদ ইবনে সামেত যুরাকী (রা)। সহীহ হাকিমে প্রথম বর্ণিত দু'আটির শেষে এ কথাটিও আছে ঃ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ (তোমার কাছে জান্নাতের প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি)।

ইসমে আযম বলতে আল্লাহ তা'আলার এমন নামকে বুঝায় যার মধ্যে পূর্ণতর মাত্রায় আল্লাহর পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব গুণাবলী এবং কর্তৃত্বের প্রকাশ বিদ্যমান। এভাবে যে দু'আ করা হয় তা গৃহীত হয়। সাইয়েদেনা আবদুল কাদির জিলানী (র) বলেন ঃ 'আল্লাহ' নামটি 'ইসমে আযম।' তবে শর্ত এই যে, বান্দা যখন 'আল্লাহ' শব্দটি মুখে উচ্চারণ করবে তখন যেনো মনের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো স্থান না থাকে। বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন নামকে 'ইসমে আযম' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও নিম্নোক্ত হাদীসসমূহেও তার ইংগিত পাওয়া যায়।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসমে আযমের সাথে যদি দোয়া করা হয় তা কবুল হয় এবং প্রার্থনা করলে তা লাভ করা যায়। এ ধরনের দোয়া হযরত ইউনুস (আ) এর দোয়া لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-এর মতো। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুসনাদে বায্যার ও আবু ইয়া'লা।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) তার পিতা হযরত আবু মূসা (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করতে দেখে বললেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রাণ তার শপথ! সে আল্লাহর ইসমে আযম-এর সাহায্যে দু'আ করেছে। (দু'আটি হলো) ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কারণ, আমি সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তুমি এক, অমুখাপেক্ষী, যার থেকে কেউ জাত নয়, তিনিও কারো জাত নন এবং তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।"

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুস্তাদ্রিকে হাকিম। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান। হাকিম একে সহীহ বলেছেন। যাহাবী (র) হাকিমকে সমর্থন করেছেন। হাফেজ আবুল হাসান মাকদাসী বলেন, এর সনদে কোনো প্রকার ত্রুটি নির্দেশ করার অবকাশ নেই এবং এ বিষয়ে এর চেয়ে উত্তম সনদে বর্ণিত কোনো হাদীসও বর্ণিত হয়নি।) মুসনাদে আহমাদে মেহজান

www.pathagar.com

ইবনে আওরা' থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তিনবার বললেন ঃ قَدْ غُفِرَ لَهُ (তাকে ক্ষমা করা হয়েছে)।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এ দুটি আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ইসমে আযম আছে– (১) আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম; (২) আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইয়ুম। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ। তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান এবং সহীহ)।

শাদ্দাদ ইবনে আওস থেকে মুসনাদে এবং সহীহ হাকিমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ শাদ্দাদ, যে সময় দেখবে মানুষ সোনা ও রূপা জমা করতে লেগেছে তখন তুমি এ দু'আটি জমা করতে থাকো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَ اَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ

"হে আল্লাহ, আমি দীনের সব ব্যাপারে দৃঢ়পদ থাকার এবং সততা ও স্বচ্ছতার ওপর দৃঢ় থাকার প্রার্থনা করছি। আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিয়ামতের শোকরগুজারী এবং উত্তম ইবাদতের তাওফীক লাভের। আমি প্রার্থনা করি তোমার কাছে নিষ্কলুষ মন এবং সত্যবাদী জিহ্বার। আমি তোমার জানা প্রতিটি কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং তোমার জানা প্রতিটি অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তোমার জ্ঞানে আমার যে গোনাহ আছে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তুমিই সব অদৃশ্য বিষয়ের মহাজ্ঞানী।"

টীকা ঃ নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মুসতাদ্‌রিকে হাকিম। হাকিম একে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত এ হাদীসটির প্রথমাংশে একথাও আছে যে, হাসসান ইবনে 'আতিয়া বর্ণনা করেন, শাদ্দাদ ইবনে আওস

www.pathagar.com

সফরে ছিলেন। একটি স্থানে তাঁবু খাটিয়ে তিনি তার ক্রীতদাসকে বললেন ঃ দস্তরখান বিছিয়ে দাও। তার সাথে কিছুটা আমোদ-ফূর্তি করে নেই। এ ধরনের কথায় আমি তার সমালোচনা করলে তিনি বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পর এ শব্দটি ছাড়া আমার মুখ থেকে এমন একটি শব্দও বের হয়নি যার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত এ শব্দটি তুমি সংরক্ষণ করো না এবং এখন আমি যা বলছি তা সংরক্ষণ করো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যখন তোমরা দেখবে... ।"

তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইন ইবনে মুনযির খুযায়ীকে (যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) বললেন ঃ কতোজন মাবুদের আস্তানায় মাথা ঠুকে বেড়াও? হুসাইন ইবনে মুনযির বললেন ঃ সাত খোদার পূজা করি, যাদের ছয় জন পৃথিবীতে এবং একজন আসমানে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ আশা ও ভয় কার সাথে জুড়ে রেখেছো? হুসাইন জবাব দিলেন ঃ "যিনি আসমানে আছেন তার সাথে।" নবী (সা) বললেন ঃ তোমরা সবাই সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করলে আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত কল্যাণকর দুটি কথা শেখাতাম। পরবর্তী সময়ে হুসাইন ইবনে মুনযির ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ আপনি আমাকে সেই দুটি কথা শিখিয়ে দিন। নবী (সা) বললেন, পড়ো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَقِنِىْ شَرَّ نَفْسِىْ ـ

"হে আল্লাহ, আমার হৃদয়-মনে হিদায়াত দান করো এবং আমার নফসের দুষ্কর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করো।"

টীকা ঃ নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে খুযায়মা ও হাকিম। হাফেজ ইবনে হাজার তার *'ইসাবা'* গ্রন্থে এটিকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটির বিস্তারিত বর্ণনা এরূপ ঃ হযরত হুসাইন ইবনে মুনযির-এর পুত্র হযরত ইমরান বর্ণনা করেন, আমার পিতা হুসাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, মুহাম্মাদ, আপনার চেয়ে আবদুল মুত্তালিব জাতির অধিক মঙ্গলকামী। তিনি জাতিকে কলিজা এবং কুঁজ (অর্থাৎ উট) খাওয়াতেন। আর তুমি তাদের কলিজা বিদীর্ণ করছো (অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিচ্ছো)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুসাইনকে যথাসম্ভব ইসলামের দাওয়াত দিলেন। হুসাইন

www.pathagar.com

(ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) বললো ঃ আপনার নির্দেশ কি, আমি কি বলবো? নবী (সা) বললেন ঃ বলো, اَللّٰهُمَّ قِنِىْ شَرَّ نَفْسِىْ وَاَعْزِمْ لِىْ اَرْشَدَ اَمْرِىْ। এরপর হুসাইন চলে গেলো এবং মুসলমান হয়ে ফিরে এসে বললো, আপনি আমাকে যে কথা বলেছিলেন তা আমি গ্রহণ করেছি। এরপর আর কি বলবো? নবী (সা) বললেন ঃ বলো, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ। এতে বুঝা যায়, প্রথম দু'আটি ছিলো ইসলাম গ্রহণের পূর্বের এবং দ্বিতীয়টি ইসলাম গ্রহণের পরের। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, হুসাইনের পুত্র ইমরান তার পিতার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হাকিম তার সহীহতে নিম্নোক্ত বাক্যগুলি বর্ণনা করেছেন ঃ

وَ اَعْزِمْ لِىْ عَلٰى اَرْشَدِ اَمْرِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَخْطَاْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ ـ

"আমাকে সত্য ও সততার ওপর অবিচল রাখার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো। হে আল্লাহ, আমি গোপনে, প্রকাশ্যে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, জেনে-বুঝে কিংবা অজ্ঞতাবশত যা করেছি তা সবই ক্ষমা করে দাও।"

এ হাদীসটিকে তিরমিযী বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।

সহীহ হাকিমে হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রবের কাছে এ বলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَسْاَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِىْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِىْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِىْ وَارْفَعْ دَرَجَتِىْ وَتَقَبَّلِ الْخَيْرَ وَخَوَاتِمَهُ وَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ، اٰمِيْنْ ـ

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ, আমি প্রার্থনা করি তোমার কাছে উত্তমরূপে চাওয়া, উত্তমরূপে প্রার্থনা করা, উত্তম সাফল্য, উত্তম কাজ, উত্তম প্রতিদান, উত্তম জীবন এবং উত্তম মৃত্যু। আমাকে দৃঢ়চিত্ততা দান করো, আমার নেকীর পাল্লা ভারী করে দাও, আমার ঈমানকে ফলপ্রসূ ও কার্যকর করে দাও, আমার মর্যাদা উন্নত করো, আমার নেকীকে, নেকীর পরিসমাপ্তিকে, তার প্রথম ও শেষকে এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যকে কবুল হওয়ার মর্যাদা দান করো। আমি তোমার কাছে বেহেশ্‌তের উন্নত মর্যাদা প্রার্থনা করছি। আমীন!"

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَیْرَمَا اٰتِیْ وَمَا اَفْعَلُ، وَخَیْرَمَا بَطَنَ وَمَا ظَهَرَ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যা কিছু ভাবি তার কল্যাণ, যা কিছু করি তার কল্যাণ, যা-কিছু গোপন থেকে যায় তার কল্যাণ এবং যা কিছু প্রকাশ পায় তার কল্যাণ।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِیْ وَتَضَعَ وِزْرِیْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِیْ وَ تُحْصِنَ فَرْجِیْ وَتُنَوِّرَ لِیْ قَلْبِیْ وَتَغْفِرَلِیْ ذَنْبِیْ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি আমার স্মরণকে উচ্চে তুলে ধরো, আমার বোঝা নামিয়ে দাও, আমার হৃদয়কে পবিত্র করো, আমার যৌনাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখো, আমার অন্তরকে আলোকিত করে দাও এবং আমার গোনাহ্ মাফ করে দাও।"

وَ اَسْاَلُكَ اَنْ تُبَارِكَ لِیْ فِیْ نَفْسِیْ وَفِیْ سَمْعِیْ وَفِیْ بَصَرِیْ وَفِیْ رُوْحِیْ وَفِیْ خَلْقِیْ وَفِیْ خُلُقِیْ وَاَهْلِیْ وَفِیْ مَحْیَایَ وَفِیْ مَمَاتِیْ وَفِیْ عَمَلِیْ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِیْ وَاَسْاَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰی مِنَ الْجَنَّةِ، اٰمِیْنْ -

"আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি বরকত দান করো আমার প্রবৃত্তিতে, আমার শ্রবণশক্তিতে, আমার দৃষ্টিশক্তিতে, আমার প্রাণশক্তিতে, আমার বাহ্যিক আকৃতিতে, আমার নৈতিক চরিত্রে, আমার পরিবার-পরিজনে, আমার

www.pathagar.com

জীবনে, আমার মৃত্যুতে এবং আমার কাজকর্মে। আর আমার সকল সৎকাজ কবুল করো। আমি তোমার কাছে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদাসমূহ প্রার্থনা করছি। আমীন!”

সহীহ হাকিমে মু'আয ইবনে জাবাল কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, তিনি বলেন ঃ (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে হাজির হতে এতোটা দেরী করলেন যে, সূর্যোদয়ের সময় ঘনিয়ে আসলো। অতঃপর তিনি আসলেন এবং হাল্‌কাভাবে নামায শেষ করে আমাদের দিকে ঘুরে বললেন ঃ নিজ নিজ স্থানে বসে থাকো। আজ বিলম্বে আসার কারণ বলছি। রাতের বেলা আমি আল্লাহর দেয়া তাওফীক অনুসারে নামায পড়েছি। অতঃপর নিদ্রায় পেয়ে বসলে আমি শুয়ে পড়েছি। মহান ও কল্যাণময় আল্লাহর সাথে দীদার হলো এবং তাঁর পক্ষ থেকে ইলহাম হলো, আমি যেনো এ দু'আটি পড়ি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَىَّ وَتَغْفِرَلِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَا اَرَدْتَ فِىْ خَلْقِكَ فِتْنَةً فَنَجِّنِىْ اِلَيْكَ فِيْهَا غَيْرَ مَفْتُوْنٍ -

“হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে যাবতীয় পবিত্র জিনিসের, নেকীর কাজ করার, খারাপ কাজ বর্জন করতে পারার এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের ভালোবাসার প্রার্থনা করছি। আমি মিনতি জানাচ্ছি, তুমি আমার তওবা কবুল করো, আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি করুণা করো। আর যখন তুমি তোমার সৃষ্টিকুলকে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নাও তখন আমাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা ছাড়াই তোমার কাছে ফিরিয়ে নাও।”

টীকা ঃ এ দু'আটির প্রথম অংশ অর্থাৎ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ পর্যন্ত মুয়াত্তা ইমাম মালিকে (র) বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবদুল বার বলেন ঃ বর্ণনাকারীদের একটি বিরাট দল ইমাম মালিক (র)-এর মাধ্যমে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ তানীমীও উক্ত বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি বলেন ঃ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং এ বিষয়টি আবদুর রহমান ইবনে 'আয়েশ, ইবনে আব্বাস, সাওবান ও আবু উমামা বাহেলী থেকেও প্রমাণিত। হাকিম এটি মু'আয ইবনে জাবাল এবং আবদুর রহমান ইবনে 'আয়েশ উভয়ের সনদে বর্ণনা করেছেন এবং দুটিকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। হাফেয যাহাবীও দুটি সনদেরই বিশুদ্ধতার সমর্থন করেছেন।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِىْ اِلٰى حُبِّكَ ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা, তোমাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং তোমার ভালোবাসা লাভে সক্ষম করে সেরূপ আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ এ দু'আগুলো শিখে নাও এবং পড়ো। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে শিখানো হয়েছে। (তিরমিযী, তাবারানী, ইবনে খুযায়মা এবং আরো অনেক মুহাদ্দিস এটি ভিন্ন শব্দ ও বাক্যসহ বর্ণনা করেছেন)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ بِخَيْرٍ ـ

"হে আল্লাহ, আমাকে তুমি যে রিযিক দান করেছো তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখো, তা আমার জন্য বরকতময় করে দাও এবং প্রতিটি হাতছাড়া জিনিসের উত্তম বিকল্প আমাকে দান করো।" (সহীহ হাকিম)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে নবী (সা)-এর এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَارْزُقْنِىْ عِلْمًا يَنْفَعُنِىْ ـ

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে জ্ঞান দান করেছো তা আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও, যা কল্যাণকর তা আমাকে দান করো এবং যে জ্ঞান কল্যাণকর তাই আমার জন্য নির্দিষ্ট করো।"

হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ اٰجِلِهِ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ عَاجِلِهِ وَ اٰجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ وَ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ وَ اَسْأَلُكَ مَاقَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا ـ

"হে আল্লাহ, আমি তাৎক্ষণিক ও বিলম্বে লভ্য এবং জানা ও অজানা সব রকমের কল্যাণ তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত এবং জানা ও অজানা সব রকমের অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই জান্নাতের এবং যে কথা ও কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী করে তার। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোযখ থেকে এবং দোযখের নিকটবর্তী করে দেয় এমন কথা ও কাজ থেকে। আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি যার জন্য তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনা জানিয়েছেন। আর আমার জন্য তুমি যা ফয়সালা করেছো তার পরিণাম কল্যাণকর করার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।"

টীকা ঃ ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদ্‌রিকে হাকিম, বুখারী (আল আদাবুল মুফরাদ)। হাকিম এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং যাহাবী তা জোর সমর্থন করেছেন। মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে তাঁর বোন উম্মে কুলসুম (রা) এটি বর্ণনা করেছেন। উম্মে কুলসুস (রা) বলেন ঃ আমার পিতা হযরত আবু বাক্‌র (রা) কোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তখন আয়েশা (রা) নামায পড়ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বললেন ঃ জামে' (সংক্ষিপ্ত ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক) দু'আ করো।" 'আয়েশা নামায শেষ করলে আমি তাকে জামে' দু'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে এ দু'আটি শিক্ষা দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ....

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান আল-খায়ের (সালমান ফারেসী)-কে অসীয়ত ব্যাপদেশে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাকে এমন কয়েকটি কথা দান করতে চাই যার দ্বারা রাহমানের কাছে প্রার্থনা করো, রাহমানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও এবং রাতদিন তার কাছে দু'আ করতে থাকো। কথাগুলো হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي اِيْمَانٍ وَّ اِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلاَحٌ وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا ـ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এমন ঈমান চাই যাতে উদ্দীপনা ও শক্তি আছে, এমন উত্তম চরিত্র চাই যার মধ্যে ঈমানের প্রভাব আছে, এমন সাফল্য চাই যার মধ্যে আখেরাতের মুক্তি ও সমৃদ্ধি আছে। আরো চাই তোমার রহমত, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি।" (তাবারানী, হাকিম, হায়সামী)

টীকা ঃ তাবারানী (মু'জামে আওসাত), মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদ্‌রিকে হাকিম। হাকিম একে বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যাহাবী এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। হায়সামী বলেন, এর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সালমান আল-খায়ের বলে সালমান আল-ফারেসীকে বুঝানো হয়েছে। এটা নবী (সা)-এর দেয়া উপাধি।

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন এই বলে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ لاَ شَيْئَ قَبْلَكَ وَ اَنْتَ الْاٰخِرُ لاَ شَيْئَ بَعْدَكَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ، وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِثْمِ، وَالْكَسَلِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

"হে আল্লাহ, তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছুই নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছুই নেই। আমি প্রত্যেক প্রাণসত্তাধারী– যার নিয়ন্ত্রণ তোমার হাতে-এর

www.pathagar.com

অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি গোনাহ, অলসতা, কবরের আযাব, ধন-সম্পদের ফিতনা এবং দারিদ্রের ফিতনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি পাপাচার ও ঋণগ্রস্ততা থেকে।" (তাবারানীর মু'জামে কাবীর ও আওসাত)

اَللّٰهُمَّ نَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطِيْـئَتِىْ كَمَا بَعَّدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ -

"হে আল্লাহ, তুমি আমার হৃদয়-মনকে এমনভাবে গোনাহসমূহ থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে দাও যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে থাকো। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে গোনাহ থেকে এতদূরে অবস্থান দাও যতো দূরত্ব রেখেছো তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে।" (তাবারানীর মু'জামে কাবীর ও আওসাত)

মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ হাকিমে আছে ঃ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) সংক্ষিপ্ত করে নামায পড়লে লোকজন আপত্তি উত্থাপন করলো। আম্মার বললেন ঃ আমি নামাযের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেসব দু'আ শুনেছি নামাযে সেই সব দু'আ আল্লাহর কাছে করেছি। দু'আগুলো হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَاعَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَ تَوَفَّنِىْ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ -

"হে আল্লাহ, গায়েবী বিষয়ে তোমার জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টির ওপর তোমার সক্ষমতা দ্বারা আমাকে ততোদিন জীবিত রাখো, যতোদিন সম্পর্কে তুমি জানো যে, জীবন আমার জন্য কল্যাণকর এবং তোমার জ্ঞানে মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দান করো।"

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَاَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَ اَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ الْغِنٰى وَ اَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لاَّ يَنْفَدُ وَ اَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْقَطِعُ وَ اَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَ اَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ، وَ اَسْأَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ -

"হে আল্লাহ, আমি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আমার মধ্যে তোমার ভীতির প্রার্থনা জানাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় হক কথা বলার তাওফীক চাই। দারিদ্র ও প্রাচুর্য উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অনুসরণের প্রার্থনা করি। তোমার কাছে এমন নিয়ামত চাই যা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং চক্ষুর এমন শীতলতা চাই যাতে কখনো বিরাম আসবে না। তোমার সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি এবং মৃত্যুর পর উপভোগ্য জীবন চাই। তোমার সুন্দর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে পরিতৃপ্ত হতে এবং কষ্টদায়ক বিপদ এবং বিভ্রান্তকারী ফিতনা ছাড়াই তোমার সাক্ষাতের অধীর আগ্রহ যেনো লাভ করতে পারি।"

اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْدِيِّيْنَ -

"হে আল্লাহ, আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে ভূষিত করো এবং সত্যপথগামী নেতা বানাও।"

টীকা ঃ সহীহ হাকিম, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, নাসায়ী ঃ উত্তম সনদে। নাসায়ীর শেষ বাক্যাংশ হচ্ছে وَاجْعَلْنَا مُهْتَدِيْنَ - এবং আমাদেরকে সত্যপথগামী বানাও।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আটি বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ

www.pathagar.com

مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার রহমত লাভের উপলক্ষসমূহ, তোমার ক্ষমা লাভের উপায়সমূহ, সব রকম গোনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার কৌশল, প্রতিটি নেক কাজকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করার প্রেরণা, জান্নাত লাভ এবং দোযখ থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছি।"

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আটিও করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا حَاسِدًا -

"হে আল্লাহ, আমাকে উঠতে, বসতে এবং ঘুমাতে (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়) ইসলামের ওপর কায়েম রাখো এবং হিংসুক শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগ দিও না।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ -

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে সব রকম কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছি যার ভাণ্ডার তোমার হাতে এবং সব রকম অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার উৎস তোমার হাতে।"

নাওয়াস ইবনে সাম'আন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "প্রতিটি মন রাহমানের দুই অঙ্গুলির মধ্যে। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে সোজা (সঠিক পথে) রাখতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে তাকে বাঁকা করে দিতে পারেন।" তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ -

www.pathagar.com

"হে মনসমূহের ওলট-পালটকারী, আমাদের মনকে তোমার দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।"

অনুরূপ মিযান বা তুলাদণ্ডও রাহ্মান আল্লাহর হাতে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জাতিসমূহের উত্থান ও পতন ঘটাতে থাকবেন। (এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ র. তার মুসনাদে এবং হাকিম তার সহীহতে এটি বর্ণনা করেছেন)।

টীকা ঃ ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, ও মুসতাদরিকে হাকিম। হাকিম এ হাদীসটিকে বিশুদ্ধ হিসেবে গণ্য করেন। যাহাবীও এর বিশুদ্ধতা সমর্থন করেছেন। এরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত দু'আ কতিপয় সনদে বড় বড় সাহাবা কিরাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। মনের দৃঢ়তা ও স্থিরতার জন্য দু'আর প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের 'কাল্ব' বা মনকে তার অনবরত (تقلب) পরিবর্তিত হওয়ার কারণে 'কালব' বলা হয়। এর উপমা দেয়া যায় এমন একটি পালকের সাথে যা বৃক্ষের শাখায় বেঁধে লটকিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাতাস যাকে উলট-পালট করছে। (ইবনে মাজা, বায়হাকী, মু'জামে কাবীর) তাই উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিক পরিমাণে এ দু'আটি করতেন ঃ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ (হে মনসমূহের উলট-পালটকারী, আমার মনকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখো)। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, মন কি উলট-পালট হতে থাকে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ এমন কোনো মানুষ সৃষ্টি করেননি যার মন তার অঙ্গুলিসমূহের মধ্যে নয়। তিনি ইচ্ছা করলে তা সোজা রাখেন, আবার ইচ্ছা করলে তা বাঁকা করে দেন। অতএব, আমরা আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করি ঃ رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - (আলে ইমরান) (ইবনে জারীর, ইবনে মারদুইয়া ও তিরমিযী)। হযরত আয়েশা (রা)ও অনুরূপ প্রশ্ন করলে নবী (সা) তাকে এ জবাবই দিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী) আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা)-কে এতো অধিক এ দু'আ করতে দেখে সাহাবা কিরাম (রা) এবং তার পরিবারের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আমাদের থেকে কোনো (বিপদের) আশংকা করেন, অথচ আমরা আপনার ওপর এবং আপনার আনীত দীনের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি? নবী (সা) বললেন ঃ দিল বা মন আল্লাহর হাতে, তিনি তা পরিবর্তন করতে পারেন। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, মুস্তাদ্রিকে হাকিম ঃ যাহাবীর সংশোধনীসহ)। আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা) থেকে দু'আটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত

www.pathagar.com

হয়েছে ঃ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ اِصْرِفْ قُلُوْبَنَا اِلٰى طَاعَتِكَ (হে আল্লাহ, মনসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের মনকে তোমার আনুগত্যের প্রতি ফিরিয়ে দাও–মুসলিম)।

সহীহ হাকিমে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যেখানেই থাকতেন তার পাশে কেউ থাক বা না থাক তিনি অবশ্যই এ দু'আটি পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ -

"হে আল্লাহ, আমার আগের ও পরের সকল গোনাহ, গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ, আমার সকল বাড়াবাড়ি এবং আমার সেইসব গোনাহ ক্ষমা করে দাও যা তুমি আমার চেয়ে অধিক অবগত।"

টীকা ঃ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ অংশ পর্যন্ত হযরত আলী (রা) থেকে মুসলিম, মুসনাদে শাফেয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, সুনানে কুবরা এবং তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَارْزُقْنِىْ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يُبَلِّغُنِىْ بِهٖ رَحْمَتَكَ وَارْزُقْنِىْ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تَهُوْنُ بِهٖ عَلَىَّ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَبَارِكْ لِىْ فِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّىْ -

"হে আল্লাহ, আমাকে এমন আনুগত্য দান করো যার ফলে তুমি আমার ও আমার গোনাহর মাঝে আড়াল হয়ে যাবে, আমাকে এমন ভীতি দান করো যার কারণে তুমি আমাকে তোমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবে। আমাকে এমন দৃঢ় বিশ্বাস দান করো যার ফলে দুনিয়ার বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট আমার কাছে তুচ্ছ বলে গণ্য হবে। আর আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিতে বরকত দান করো এবং এর সুফল আমার পরে প্রবহমান রাখো।"

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ثَأْرِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ عَادَانِىْ وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّىْ وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِىْ ـ

"হে আল্লাহ, যে আমার প্রতি জুলুম করেছে তুমি তার থেকে আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করো, যে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তুমি আমাকে তার ওপর বিজয়ী করে দাও, দুনিয়াকে আমার চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে দিও না কিংবা জ্ঞান ও বিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু করে দিও না।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে এসব দু'আর তাৎপর্য জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আর মাধ্যমেই তার সব রকম মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করতেন।

: শেষ :

www.pathagar.com